প্রতিভান

বার্ষিক প্রকাশনা ২০১৩

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

চিত্রে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ম্যাগাজিন
২০১৩

প্রতিভান

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বালিকা শাখা : ১৫/১ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১১২৬৬৩
বালক শাখা : ৩/৩ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১৪৩৫৩০
প্রি-স্কুল শাখা : ৭৩/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১০২৯৩১

E-mail : mphss08@yahoo.com ■ www. mphss.edu.bd

প্রতিভান ২০১৩

ম্যাগাজিন সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব আতা উদ্দিন খান
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ
ইঞ্জিঃ মসিহ্-উর রহমান
ট্রাস্টি
ইঞ্জিঃ এম. এ. গোলাম দস্তগীর
ট্রাস্টি
গাজী কামাল উদ্দিন
ট্রাস্টি
ড. ম. তামিম
ট্রাস্টি
জামিল আজহার
ট্রাস্টি
আশফাক মালিক
ট্রাস্টি

প্রধান উপদেষ্টা
ইঞ্জিঃ মসিহ্-উর রহমান
ট্রাস্টি

উপদেষ্টাবৃন্দ
ইঞ্জিঃ এম. এ. গোলাম দস্তগীর
ট্রাস্টি
জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ
জিনাতুন নেসা
উপাধ্যক্ষ
সেলিনা বানু
উপাধ্যক্ষ
মুর্শেদা শাহীন ইসলাম
উপাধ্যক্ষ
রাবেয়া হাবিব
উপাধ্যক্ষ
বিলকিস বানু
উপাধ্যক্ষ
আলেয়া ফেরদৌসী
তত্ত্বাবধায়ক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
জিনাতুন নেসা
উপাধ্যক্ষ

প্রধান সমন্বয়কারী
মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
প্রভাষক

সমন্বয়কারী
আবদুর রহমান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সম্পাদক
দিলরুবা বেগম
সহকারী অধ্যাপক

সহকারী সম্পাদকমণ্ডলী
মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, প্রভাষক
মোনালিসা, সহকারী শিক্ষিকা
নাজ সুলতানা, সহকারী শিক্ষিকা
শাহ্জাদী মারজানুন নাহার, সহকারী শিক্ষিকা

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
খালেদ মোশাররফ, প্রভাষক
মিস নুরুন্নাহার হোসেন, সহকারী শিক্ষিকা
মনির হাসান, সহকারী শিক্ষক
এম. এস. নবী, সহকারী শিক্ষক
আনজুমা খাতুন, সহকারী শিক্ষিকা
মিস ফারজানা আফরোজ, সহকারী শিক্ষিকা
মিস ফরিদা ইয়াসমীন, সহকারী শিক্ষিকা
মিস ফিরোজা বেগম, সহকারী শিক্ষিকা
মিস তাসমিয়া আহমেদ, সহকারী শিক্ষিকা
মিস তানিয়া ফারজানা, সহকারী শিক্ষিকা
পারভীন সুলতানা, সহকারী শিক্ষিকা
ইকবাল আহমেদ, সহকারী শিক্ষক

ছাত্রী সম্পাদক
ফাতেমা আল কাদরী
মেহজাবিন মোরশেদ
মুবতাসীম নাওয়ার
ফারিহা ইসলাম
আনিকা হক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
সম্পাদনা পরিষদ ও
আশুতোষ দেবনাথ

বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার কম্পোজ
সুশমা খন্দকার

কম্পিউটার গ্রাফিকস্ ও অলংকরণ
আশুতোষ দেবনাথ
গ্রাফিক্স এ.মিডিয়া

অলংকরণে ছাত্রী সহযোগী
ফাতেমা আল কাদরী
মেহজাবিন মোরশেদ

প্রারম্ভিকা

মোহন মানুষ চলে যাক দূর দূর-স্বপ্ন পাড়ি দিয়ে।
সে তবু মানুষেরই সাথে থাক, শুভ ভাবনায়!
জীবন যোজন গান শুদ্ধ করুক, মুগ্ধ করুক অমিত প্রীতিকণায়।

মরহুম এম. এ মালিক স্মরণে

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আলহাজ এম.এ মালিক ১৯৪২ সালের ১৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের উত্তর কাত্তালির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ এ.কে চৌধুরী ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সুপরিচিত। তাঁর জীবিতকালে তিনি অনেক স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছেন।

করাচি থেকে স্নাতক ও আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং-এ ডিপ্লোমা করার পর আলহাজ আব্দুল মালিক করাচি, ঢাকা ও চট্টগ্রামে এম. এ.এম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি MAM Automobiles Ltd. Eastern Electricity Meter Company (A Bangladesh Switzerland joint venture project), FTH Bangladesh Ltd. (A Bangladesh-France joint venture)- এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

তিনি বেশ কয়েকটি স্কুল ও এ.কে চৌধুরী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্যামলী রোটারি ক্লাবের চার্টার প্রেসিডেন্ট এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনালের এ্যাসিসটেন্ট গভর্নর ছিলেন। তিনি আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, রোমানিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্কসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন।

তিনি মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের একজন ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রয়াত প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান কাজী আজহার আলীর মৃত্যুর পর তিনি অত্র প্রতিষ্ঠান ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৪ তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সৈয়দা ইয়াস-মিন মালিক, এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে অত্র বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যমণ্ডলী গভীরভাবে শোকাহত। প্রতিভান-২০১৩ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলো।

প্রতিভান

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিকা	৩
মরহুম এম. এ মালিক স্মরণে	৪
সম্পাদকের কথা	৬
ছাত্রী সম্পাদকবৃন্দের কথা	৭
শুভেচ্ছা বাণী	৮
অধ্যক্ষের কথা	৯
একাডেমিক উপদেষ্টামণ্ডলী	১০
ম্যাগাজিন কমিটি	১০
একাডেমিক উপ-কমিটি	১১
শিক্ষক শিক্ষিকাদের নামের তালিকা	১২-২৩
অফিস স্টাফদের নামের তালিকা	২৪
সাপোর্টিং স্টাফদের নামের তালিকা	২৪-২৬
বার্ষিক রিপোর্ট	২৭
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল	২৮-৩০
বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৩১
বার্ষিক মিলাদ মাহফিল	৩২
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	৩৩-৩৪
এস এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা	৩৫
Farewell of SSC Examinee	৩৬
শিক্ষা সফর	৩৭-৩৮
২১ শে ফেব্রুয়ারি	৩৯
বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন	৪০
এইচ এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা	৪১
স্বাধীনতা দিবস	৪২
সাংস্কৃতিক সপ্তাহ	৪৩-৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম	৪৫
নবীনবরণ	৪৬
জাতীয় শোক দিবস	৪৭
Green Apple Day of Service	৪৮-৫০
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল : একটি স্বপ্ন-পদযাত্রা এবং সফলতা আতাউদ্দিন খান	৫১-৫৩
আমাদের বিদ্যালয় : কিছু কথা কিছু স্মৃতি ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান	৫৪-৫৮
স্বপ্ন-সত্য- কল্পনা- ইঞ্জিনিয়ার এম. এ গোলাম দস্তগীর	৫৯
মরহুম কাজী আজাহার আলী স্মরণে	৬০-৬১
তাওবার বর্ণনা-অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন	৬২
Simple Pleasure-Dr. M Tamim	৬৩
The Light we want to Lit-Zeenatun Nesa	৬৪
গল্প সম্ভার	৬৫-১১০
প্রবন্ধ	১১১-১১৭
কবিতাবলি	১১৮-১৩১
তথ্য কণিকা	১৩২-১৪০
রম্যরচনা	১৪১-১৪৩
ARE WE DOOMED	১৪৪
যুক্তিই হোক সমাজ বিনির্মাণের প্রদীপ্ত হাতিয়ার	১৪৫-১৪৬
নবাগত ছাত্র-ছাত্রী (প্লে-গ্রুপ)	১৪৭-১৪৮
বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রী (এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী) ২০১৩	১৪৯-১৫৪
বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীরা	১৫৪
চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কিছু ছবি	১৫৫-১৫৬

সম্পাদকের কথা

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেশের অন্যতম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে প্রায় সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে। সময়ের পরিক্রমায় ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে অনেকগুলো বছর। প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' এর ১৯তম সংখ্যা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য এ প্রতিষ্ঠানে নানা প্রকার সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এরকমই একটি প্রচেষ্টার অংশ হল বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান'।

ব্যক্তির মধ্য দিয়েই তার গোষ্ঠী ও দেশের সংস্কৃতি চর্চিত হয়। ব্যক্তি সংস্কৃতিবান হলেই সমাজে সংস্কৃতি দৃশ্য-বাস্তবতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কমল হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার'। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি। আর এই দীপ্তিমান কোমলমতি শিশুদের অনভিজ্ঞ লেখার প্রচেষ্টা থেকেই হয়তো পেয়ে যাব বড় একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী বা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাকে। আমাদের এই ভৌতবাস্তবতা সম্পর্কে পৃথিবীর প্রত্যকটি মানুষেরই যেমন কিছু বলার আছে তেমন কিছু দেয়ারও আছে। কারোটা প্রকাশিত হয় আর বেশীর ভাগের থাকে অব্যক্ত, অপ্রকাশিত। আমাদের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিছুটা হলেও শিক্ষার্থীর মনোজগতের কথা বের করে আনতে সক্ষম হবো। যা তাদেরকে উৎসাহিত করবে ভবিষ্যৎ স্বপ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করতে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের কথাগুলো যখন ছাপা অক্ষরে চোখের সামনে ভাসবে তখন এই সৃষ্টির আনন্দ তাকে অনুপ্রাণিত করবে সামনে এগিয়ে যাবার।

এটি প্রকাশনায় যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মেধা দিয়ে, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও বস্তুগত সহায়তা দিয়ে তাদের সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা থাকলো। বিশেষ করে ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব মসিহ্-উর-রহমান 'প্রতিভান' প্রকাশনা বিষয়ে বিভিন্ন সময় ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন এবং অকুণ্ঠ উৎসাহ যুগিয়েছেন। তিনি পুরো পাণ্ডুলিপি পড়ে ভুল ধরে ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। কম্পিউটার কম্পোজ ও নির্ঘণ্ট বিন্যাসে অমানবিক পরিশ্রম করেছেন সহকারী সম্পাদক, বাংলা বিষয়ের প্রভাষক জনাব সাজ্জাদুর রহমান। পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য একাডেমিক উপদেষ্টা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইঞ্জিনিয়ার গোলাম দস্তগীরসহ ট্রাষ্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, শাখা প্রধানগণ ও ম্যাগাজিন কমিটির সদস্যবৃন্দ। এছাড়া ডিজাইনার, মুদ্রণকর্মী, ক্যামেরাম্যান সকলের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও 'প্রতিভান' এ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে, রয়েছে কিছু অসংগতি। সব দায়ভার আমার, তারপরও যদি এই ম্যাগাজিনটি পড়ে কোন মানুষের চেতনার জগতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়, সৃজনশীল ও শুদ্ধ চিন্তার উদ্রেক ঘটে তাহলেই আমাদের ক্ষুদ্র ও অনভিজ্ঞ হাতের লেখাগুলো সার্থক হবে। আগত দিনগুলো সকলের জন্য সুখ ও শান্তি বয়ে আনুক এ প্রত্যাশায়...।

দিলরুবা বেগম
সহকারী অধ্যাপক

ছাত্রী সম্পাদকবৃন্দের কথা

বইয়ের সীমিত জ্ঞানের গণ্ডি পেরিয়ে বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' আমাদের সাহিত্যচর্চার উন্মেষ ঘটায়। আমরা শিক্ষার্থীরা মনে করি যে, প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সহিত্যচর্চা অত্যাবশ্যক। আর আমাদের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' আমাদের সেই সৃজনশীলতা, মননশীলতার পরিচায়ক। 'প্রতিভান' এর প্রতিটি পাতা আমাদের শুভ কামনার স্পর্শে স্পর্শিত। এই প্রতিভান শুধুমাত্র কিছু পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং আমাদের প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি।

এই 'প্রতিভান' সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা অভিভূত। আশা করি এই অভিজ্ঞতাটি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নতুন প্রেরণা রূপে কাজ করবে। বার্ষিকীর উদ্ভাসিত আলোতে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিগুলো সবার কাছে নৈতিক চেতনা ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের উৎস হয়ে থাকুক- এই মোদের কামনা। স্বল্প সময়ের এই প্রকাশনায় যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তবে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মেহ্‌জাবীন মোরশেদ
একাদশ শ্রেণি, আলজাবের

ফাতেমা আল কাদরী
একাদশ শ্রেণি, আলজাবের

মুবতাসীম নাওয়ার
৯ম শ্রেণি, সক্রেটিস

ফারিহা ইসলাম
৯ম শ্রেণি, ধ্রুবতারা

আনিকা হক
৯ম শ্রেণি, ইংরেজি মাধ্যম

শুভেচ্ছা বাণী

আজ থেকে প্রায় সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষের হাতে 'মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল' নামে যে স্বপ্নের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা-ই আজ 'মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নামে বাস্তব রূপে রূপায়িত। ইতোমধ্যে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর; পার হতে হয়েছে অনেক চড়াই- উৎড়াই। বর্তমানে তিনটি ক্যাম্পাসে (বালিকা শাখা, বালক শাখা ও প্রি-স্কুল শাখা) পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি দুই বার অর্জন করেছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবার গৌরব। প্রতি বছরই এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ধারাবাহিক ভাবে অর্জন করে আসছে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফলাফল। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর উন্নয়নমূলক নানা কর্মকাণ্ডের একজন কাণ্ডারী হিসেবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করছি।

ভালো ফলাফল অর্জনের সাথে সাথে শিক্ষাকে জীবনমুখী করার প্রয়াসে অত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, বিতর্ক, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ নানা ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সুচারুরূপে সম্পাদন করে থাকে। তাই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমেও এ প্রতিষ্ঠানের অর্জন উল্লেখ করার মতো। প্রতি বছর নিয়মিত বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' প্রকাশনা ছাত্র-ছাত্রীদের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বার্ষিকীর পাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের কচি হাতের লেখা যখন ছাপার অক্ষরে তাদেরই সামনে উপস্থাপিত হয় তখন তাদের আনন্দ হৃদয়ের সীমা ছাপিয়ে প্লাবিত হয়। এদেরই মাঝে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের শিল্পী- সাহিত্যিক। তাদের জন্য রইল আমার হৃদয় নিংড়ানো শুভাশিস। তাদেরকে উৎসাহিত করতে এবং নতুন প্রজন্মের সামনে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুলের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াসে আমার ব্যক্তিগত একটি লেখাও এবারের 'প্রতিভান'এ যুক্ত হলো। আশা করি লেখাটি কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবে।

এবারের 'প্রতিভান' ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ছাড়াও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যমণ্ডলী ও শিক্ষকগণের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'প্রতিভান- ২০১৩' প্রকাশ পেতে যাচ্ছে তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

আতা উদ্দিন খান
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
প্রতিষ্ঠাকালিন ভাইস-চেয়ারম্যান

অধ্যক্ষের কথা

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুক্তি অর্জনের একমাত্র সোপনই হলো জ্ঞানার্জন। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের সেই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সকল ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকে অত্র প্রতিষ্ঠান সব সময়ই গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' যা ছাত্র-ছাত্রীদের কচি হাতের সাহিত্যচর্চা, অঙ্কন ও অলংকরণে উৎকীর্ণ। প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও 'প্রতিভান' প্রকাশ পেতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সাহিত্য সুন্দরের প্রতীক। কাজেই সৌন্দর্যের অতলে অবগাহনের জন্য তাই সাহিত্যচর্চা অপরিহার্য। আজকের ক্ষুদে সাহিত্যিক, চিত্রকর ও আলংকারিকদের মাঝে সুপ্ত আছে আগামী দিনের শিল্পী-সাহিত্যিক। সেই সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার সংকল্পেই প্রিপারেটরী স্কুলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। লেখাপড়ার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিল্পকলার প্রতিটি বিভাগে পারদর্শী করে তুলতে শিক্ষকগণ সব সময় নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের এই বহুমুখী সৃষ্টিকর্মকে লৈখিক রূপ দেয়ার জন্যই প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরেও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'প্রতিভান-২০১৩'। 'প্রতিভান' শুধুমাত্র সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে রচিত নয়; বরং এতে স্কুলের ইতিহাস,সফলতা, প্রাপ্তি, ভবিষ্যতের ভাবনা-সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার পাশাপাশি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যগণ ও শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর লেখা 'প্রতিভান-২০১৩' কে আরো সমৃদ্ধ করছে। তাঁদের এক একটি লেখায় উঠে এসেছে সামগ্রিক চিন্তার প্রতিফলন। তাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

আমরা শিক্ষার্থীকে মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার পরিবেশ, অবকাঠামো, কারিগরী সহায়তা দিতে সর্বদা সচেষ্ট। আমরা জানি ,শুধু গঁৎবাধা শিক্ষা দিয়ে স্বশিক্ষিত জাতি গঠন হয় না। আর তাই শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যেই আমাদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা।

'প্রতিভান-২০১৩' প্রকাশনার কাজে যারা নানা ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব

একাডেমিক উপদেষ্টামণ্ডলী

ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান

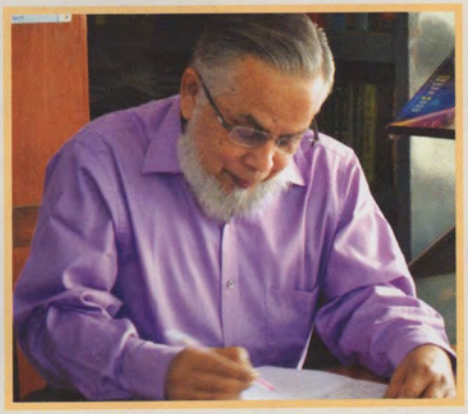

ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. গোলাম দস্তগীর

ম্যাগাজিন কমিটি-২০১৩

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) তানিয়া ফারজানা, ফারজানা আফরোজ, ফিরোজা বেগম, তাসমিয়া আহমেদ, আনজুমা খাতুন, মারজানুন নাহার, নাজ সুলতানা, মোনালিসা, পারভীন সুলতানা, (বাঁ থেকে উপবিষ্ট) ইকবাল আহমেদ, ফরিদা ইয়াসমিন, জিনাতুন নেসা, অধ্যক্ষ মো: বেলায়েত হুসেন, দিলরুবা বেগম, সাজ্জাদুর রহমান।

[একাডেমিক উপ-কমিটি-২০১৩]

একাডেমিক উপ-কমিটি বাংলা মাধ্যম (বালিকা)

(বাঁ থেকে দাড়ানো) শাহনাজ করিম, রাবেকা সারোয়ার, মোনালিসা, রেহেনা হোসেন আখতার, ড. আহসান হাবীব, খালেদ মোশাররফ, ড. আনোয়ারুল ইসলাম, ফজলে আহমেদ, দীনেশ চন্দ্র সাহা (বাঁ থেকে উপবিষ্ট) মরিয়ম খাতুন, দিলরুবা বেগম, অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন, উপাধ্যক্ষ সেলিনা বানু, উপাধ্যক্ষ রাবেয়া হাবীব, নাসিমা আখতার,রওশন আরা বেগম।

একাডেমিক উপ-কমিটি ইংলিশ ভার্সন (বালিকা)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) আফরোজা আইরিন, কুরসিয়া জেবীন, পারভীন সুলতানা (বাঁ থেকে উপবিষ্ট) সাজ্জাদুর রহমান, নুরুন নাহার হোসেন, উপাধ্যক্ষ জিনাতুন নেসা, আফরোজা খানম, ফারুক হোসেন।

একাডেমিক উপ-কমিটি বাংলা মাধ্যম (বালক)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) চৌধুরী রুবায়দা আজাদ, রোখসানা মোমেন, শহিদুন্নবী, অতীন্দ্র কুমার দাস, কে এম মাসুদুর রহমান, শান্ত কুমার মৈত্র, দুলাল চন্দ্র মণ্ডল, মোহাম্মদ নুর আলম সিদ্দিক, সাদেকুল আলম, সানজিদা চৌধুরী, তাহমিনা রহমান (বাঁ থেকে উপবিষ্ট), রুবি কামরুন নেসা, বুশরা মোকাররম, ফারজানা আক্তার, আলেয়া ফেরদৌসি, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম. এ গোলাম দস্তগীর, মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, রওশন আরা বেগম, ডঃ শাহনাজ পারভীন, মাসুমা খাতুন, সঙ্গীতা শর্মা।

একাডেমিক উপ-কমিটি ইংলিশ ভার্সন (বালিকা)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) ইয়াছিনা মোকাদ্দেস, জহুরা আক্তার, তানিয়া ফারজানা সুরভী, আলী আশরাফ সিদ্দীক জাকীর, লেঃ কর্ণেল খন্দকার ওবায়দুল আনোয়ার (অবঃ), মোঃ আমিনুল ইসলাম, ফারজানা আফরোজ, মোঃ আইয়ুব আলী, নুসরাত জেরিন ইভা।

একাডেমিক উপ-কমিটি (প্রাক- প্রাথমিক শাখা)

(বাঁ থেকে দাড়ানো) কামরুন নাহার খান, ফাহমিদা পারভিন, সাজিয়া সুলতানা, উপমা রাউত (বাঁ থেকে উপবিষ্ট) নাজিয়া তানজীম, ভাইস-প্রিন্সিপাল বিলকিস বানু, ফিরোজা আক্তার।

উচ্চ মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালিকা শাখা]

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	মো. বেলায়েত হুসেন	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গণিত), এম. ফিল (গবেষক)	অধ্যক্ষ
০২	দিলরুবা বেগম	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সহকারী অধ্যাপক
০৩	ডক্টর মো. আহসান হাবীব	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (প্রাণিবিদ্যা), পি. এইচ. ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৪	ডক্টর মো. আনোয়ারুল ইসলাম	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (ফলিত রসায়ন), এম. ফিল, পি-এইচ. ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৫	মো. শফিকুল ইসলাম	বি. কম (অনার্স), এম. কম (হিসাববিজ্ঞান)	সহকারী অধ্যাপক
০৬	ডক্টর সুব্রত কুমার বাইন	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (অর্থনীতি), পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৭	ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান	বি. এ (অনার্স), এম. এ (নাটক), পি-এইচ. ডি (বাংলা)	সহকারী অধ্যাপক
০৮	নীলুফার বেগম	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (মনোবিজ্ঞান)	প্রভাষক
০৯	ইয়াসমিন আহমেদ	এম. কম (ব্যবস্থাপনা), ডিপ্লোমা-ইন সেঃ সাইন্স	প্রভাষক
১০	দীনেশ চন্দ্র সাহা	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (রসায়ন)	প্রভাষক
১১	মো. মোয়াজ্জেম হোসেন	বি. কম (অনার্স), এম. কম (ব্যবস্থাপনা)	প্রভাষক
১২	খালেদ মোশাররফ	বি. এ(অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
১৩	প্রকাশ কুমার দাস	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান), ডিপ্লোমা-ইন কম্পিউটার সাইন্স	প্রভাষক
১৪	নাজমা পারভীন	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (সমাজকল্যাণ)	প্রভাষক
১৫	মোহাম্মদ নাজমুল হক	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (বিশুদ্ধ গণিত)	প্রভাষক
১৬	শারমিন শাহনাজ	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রভাষক
১৭	মো. কবির আহমেদ	বি. এ(অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
১৮	মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পরিসংখ্যান)	প্রভাষক
১৯	মোশফেকা জাহান	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (উদ্ভিদবিদ্যা)	প্রভাষক
২০	ডক্টর আক্তারুজ্জাহান	বি. এ(অনার্স), এম. এ (বাংলা), পি-এইচ.ডি	প্রভাষক
২১	দিল আফরোজ	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান)	প্রভাষক
২২	তানভীর রহমান	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রভাষক
২৩	মো. লুৎফর রহমান	এম. এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রদর্শক
২৪	পারভীন খন্দকার	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (প্রাণিবিদ্যা)	প্রদর্শক
২৫	ফাতেমা আক্তার	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (রসায়ন)	প্রদর্শক
২৬	আমেনা বেগম	বিবিএ. এমবিএ (ব্যবস্থাপনা)	শিক্ষক

আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।
আল হাদিস

মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালিকা শাখা]

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	মিসেস সেলিনা বানু	বি. এস. এস. (অনার্স), এম. এস. এস (সমাজ বিজ্ঞান), বি. এড	উপাধ্যক্ষ
০২	মরিয়াম খাতুন	কামিল (আল-হাদিস), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৩	নিভা ভট্টাচার্য	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গণিত), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৪	মিসেস স্মৃতি ভট্টাচার্য	বি. কম (অনার্স), এম. কম (হিসাববিজ্ঞান), বি. এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
০৫	মিসেস নাসিমা আক্তার	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (অর্থনীতি), বি. এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
০৬	বাবু চিত্তরঞ্জন সরকার	বি. এস-সি, বি. এড	সিনিয়র শিক্ষক
০৭	কামাল হোসেন	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান), বি. এড	সিনিয়র শিক্ষক
০৮	নাজমা জামান লুলু	এম. এ (ইতিহাস), বি. এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
০৯	মোঃ আশফাফুল ইসলাম সরকার	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
১০	মিসেস মোনালিসা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
১১	মিসেস মাহফুজা বেগম	এডুকেশন অনার্স, এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
১২	মোঃ নাসির উদ্দিন	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গণিত), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
১৩	মিসেস কাজী উম্মে সালমা হক	বি. এ(অনার্স), এম. এ (বাংলা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	মোঃ সোহরাওয়ার্দী	এম. এস-সি (গণিত), ডিপ্লোমা-ইন কম্পিউটার সাইন্স, বি. এড	সহকারী শিক্ষক
১৫	মিসেস সেলিনা আক্তার	বি. এ(অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	মিসেস কাজী রুখসানা হাফিজ	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	ইকবাল আহমেদ	বি. এফ. এ (ড্রইং এন্ড পেইন্টিং), এম. এফ. এ ডবল (এম. এ)	সহকারী শিক্ষক
১৮	ফজলুল বারী খান	কামিল (হাদীছ), বি. এ (অনার্স), এম. এ (আরবী)	সহকারী শিক্ষক
১৯	রেহানা হোসেনে আখতার	এম. এ (বাংলা), এম. ফিল (বাংলা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
২০	ফিরোজা বেগম	এম. এ (বাংলা), এম. ফিল	সহকারী শিক্ষিকা
২১	মোঃ মিরাজুল ইসলাম	বি. এ(অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), ই. বি	সহকারী শিক্ষক
২২	মোঃ শরিফুল ইসলাম	বি. এ(অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৩	মোঃ শামীম আলী	বি. এ(অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৪	আম্বিয়া সুলতানা	বি. এ(অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	হারুন-অর রশিদ	বি. এ (অনার্স), কামিল (হাদিস), এম.ফিল	সহকারী শিক্ষক
২৬	শারমীন আক্তার	বি. এস. এস. (অনার্স), এম. এস. এস. (সমাজকল্যাণ)	সহকারী শিক্ষিকা
২৭	প্রমথ মিস্ত্রি	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষক
২৮	নাহিদ আনসারী	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৯	আতিকুর রহমান	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
৩০	জুবাইদা ফেরদৌসী	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (উদ্ভিদবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
৩১	জয়নাবুন নেছা	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
৩২	নাছিমা আক্তার	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা

মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালিকা শাখা]

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
৩৩	রেজাউল করিম	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষক
৩৪	সাইফুল ইসলাম	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষক
৩৫	তুষার কান্তি সরকার	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
৩৬	রাজ্জাক আলী	বি. এ (পাস কোর্স), বি. পি. এড.	সহকারী শিক্ষক
৩৭	গৌতম সাহা চৌধুরী	বি. এফ. এ, এম. এফ. এ (চারুকলা)	সহকারী শিক্ষক
৩৮	মোঃ আব্দুল কাইউম	কামিল (হাদীস), বি. এ (অনার্স) আরবী	সহকারী শিক্ষক
৩৯	নাজমা রশীদ	এম. এ (বাংলা), বি. এড, এম. এড	সহকারী শিক্ষকা
৪০	মোঃ জাহিদ হোসেন	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষক
৪১	জয়নুল আবেদীন	বি. এ (অনার্স), এম (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
৪২	জান্নাদুল ফেরদৌস	বি.এসসি (অনার্স), এম. এসসি (রসায়ন)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৩	নাদিরা সুলতানা	বি. এ (অনার্স), এম (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিক

প্রাথমিক শাখার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালিকা শাখা]

ক্র. নং	শিক্ষকের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	মিসেস রাবেয়া হাবিব	বি.এ. (সম্মান), এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ) বি.এড	উপাধ্যক্ষ
০২	মিসেস রওশন আরা বেগম (৩)	বি.এস.সি (সম্মান) এম.এস.সি (উদ্ভিদবিদ্যা). বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৩	মিসেস আজিজা আক্তার	বি.এ., বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
০৪	মিসেস সিরাজুন নেসা	এম.এ. (ইসলাম শিক্ষা) বি.এড, এম.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
০৫	মিসেস ফরিদা ইয়াসমিন	এম.এ. (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) বি.এড, এম.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন,) কম্পিউটার	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	মিসেস জুবাইদা নাজনীন	বি.এ., বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
০৭	মিসেস নাসিমা আক্তার	বি.এফ. এ	অংকন শিক্ষিকা
০৮	মিসেস বিউটি রায়	এম.এ.বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	মিসেস জোসিনা মনসুর	বি.এস.সি, বি. এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
১০	মিসেস তাসনিমা বেগম এলি	বি.এস.এস	সংগীত শিক্ষিকা
১১	মিসেস সারমিন আকতার বানু	এমএসএস (অর্থনীতি) বি.এড. (কম্পিউটার)	সহকারী শিক্ষিকা
১২	জনাব ফজলে আহমেদ	বি.এস.সি (সম্মান) এম.এস.সি (গণিত) বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৩	মিসেস রাবেকা সারোয়ার	এম.এ (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	মিসেস শাহনাজ করিম	বি.এস.সি, এম.এস.সি (উদ্ভিদবিদ্যা) বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	মিসেস রেহানা সুলতানা	বি.এস.সি (সম্মান) এমএসসি (গণিত) বি.এড (কম্পিউটার ট্রেনিং)	সহকারী শিক্ষিকা

প্রাথমিক শাখার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালিকা শাখা]

ক্র. নং	শিক্ষকের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
১৬	মিসেস আইরীন ফাতেমা	বি.এ. (সম্মান)এম.এ (ইংরেজী) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	মিসেস সামসাদ জামাল	বিএসসি, এম.এস.সি (উদ্ভিদবিদ্যা) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	মিসেস ফারাহ দিবা পলি	বি.এ (সম্মান) এম.এ (ইংরেজী) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৯	মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন	বি.এস.এস (সম্মান) এম.এস.এস (অর্থনীতি) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২০	মিসেস শাহনাজ পারভীন	বি.এস.এস (সম্মান) এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২১	মিসেস কামরুন নাহার বানী	বি.এ. বি.পি.এড	শরীর চর্চা শিক্ষিকা
২২	মিসেস নাজ সুলতানা	বি.এ (সম্মান) এম.এ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	মিসেস সাদেকা সাদেকীন	বিএসসি (সম্মান) এম.এস.সি (ভূগোল) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	কানিজা সুলতানা	বিএসসি (সম্মান) এম.এস.সি (গণিত) বি.এড, (কম্পিউটর ট্রেনিং)	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	মিসেস মল্লিকা আফরোজ	বি.এস.এস (সম্মান) এম.এস.এস (অর্থনীতি) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৬	মিসেস নাসরিন আহমেদ	বি.এ. (সম্মান) এম.এ ইংরেজী)	সহকারী শিক্ষিকা
২৭	তাহমিনা আফরোজ	বি.এস.এস (সম্মান) এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২৮	মিসেস মহফিল আরা	বিএসসি (সম্মান) এম.এস.সি (গণিত)	সহকারী শিক্ষিকা
২৯	মিসেস মাসুদা বেগম	এম. কম (ব্যবস্থাপনা), বি. এড (বি. ইউ)	সহকারী শিক্ষিকা
৩০	আরিফা সুলতানা	বি.এ. (সম্মান) এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৩১	মিসেস কিশোয়ার জাহান	বি.এ. (সম্মান) এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৩২	মিসেস তুনাজ্জিনা করিম	বি.এ. (সম্মান) ইংরেজি, এম.বি.এ	সহকারী শিক্ষিকা
৩৩	মিসেস রোকসানা বেগম	বিএসসি (সম্মান), এম.এস.সি (উদ্ভিদবিদ্যা)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৪	মিসেস রোকসানা পারভীন	বিএসসি (সম্মান), এম.এস.সি (শিশু উন্নয়ন ও পরিবার সম্পর্ক)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৫	মিসেস নাজরীন ইসলাম	বি. এ (সম্মান), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৬	মিসেস নাজমুজ ফারজানা	বি. এ (সম্মান), এম. এ	সহকারী শিক্ষিকা
৩৭	মিসেস নাঈমা খানম	বি. এ (সম্মান), এম. এ	সহকারী শিক্ষিকা
৩৮	হামিদা আকতার	বি. এ (সম্মান), এম. এ	সহকারী শিক্ষিকা
৩৯	ফাহমিদা রহমান	বিএসসি (সম্মান), এম.এস.সি (ভূগোল), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪০	মিসেস মুক্তা শ্রী ঘোষ	বি. এ (সম্মান)	সহকারী শিক্ষিকা
৪১	অনামিকা ভৌমিক	বি. এ (সম্মান), এম. এ	সহকারী শিক্ষিকা
৪২	রুম্মাত হাসান	বি. এ (সম্মান), এম. এ, বি. এড	সহকারী শিক্ষক
৪৩	ডঃ নাসিমা আহমেদ	এম. বি. বি. এস	মেডিকেল অফিসার
৪৪	উম্মে তাসরীন	বি. এস (সম্মান), এম. এস (ভূ-তত্ত্ব)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৫	খান মজলেস মোহকেমা আখতার	বি. এ (সম্মান), এম. এ	সহকারী শিক্ষক
৪৬	মিতুয়া শেখ	এম.বি. এ (ফিনান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৭	সুলতানা আমিন	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৮	মোসাঃ সালমা খাতুন	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান)	লাইব্রেরিয়ান

ইংলিশ ভার্সনে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালিকা শাখা]

নং	শিক্ষকদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	মিসেস জিনাতুন নেসা	এম.এস.সি (ভূগোল), বি. এড	উপাধ্যক্ষ
০২	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা)	প্রভাষক
০৩	মোঃ সালেন আজ্জাম নিয়াজি	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (রসায়ন)	প্রভাষক
০৪	মিসেস কানিজ ফাতিমা	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (পদার্থ)	প্রভাষক
০৫	মিসেস আফরোজা আইরিন	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ)	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	মিসেস তাহেরা জাফরি	ও লেভেল এ্যন্ড এ লেভেল	সহকারী শিক্ষিকা
০৭	মিসেস কাজী শামসুন নাহার	বি. এ (অনার্স),এম.এ (ইংরেজি), বি এড, এম এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	মোঃ ফারুক হোসেন	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (গণিত), বি এড	সহকারী শিক্ষক
০৯	মিসেস আফরোজা খানম	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ) , বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
১০	মিসেস আতিকুন নাহার	বি. এস.এস (অনার্স), এম. এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান), এম (ইংলিশ) বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
১১	মোঃ মনসুর আলী	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইসলামের ইতিহাস) বি. এড	সহকারী শিক্ষক
১২	মিসেস নুরুন নাহার হোসেন	বি. এ (পাস), এম. এ (ইংলিশ) , বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	মিসেস মারজানুর নাহার	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ)	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	মিসেস রিপা সাহা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ) , বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	মিসেস সাবরিন সিদ্দিকা	বি. কম (অনার্স), এম. কম (ম্যানেজমেন্ট) বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	মিসেস নিগার সুলতানা-১	বি. এস.এস (অনার্স), এম. এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	মোঃ মাসুদুল আলম	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ) , এম এড	সহকারী শিক্ষক
১৮	মোঃ এমদাদুল হক	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ)	সহকারী শিক্ষক
১৯	মিসেস পাপিয়া সুলতানা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ)	সহকারী শিক্ষিকা
২০	মিসেস আফরোজা দাউদ	বি. কম (অনার্স), এম. কম (ম্যানেজমেন্ট) এম.বি. এ,বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
২১	মিসেস তাসলিমা খাতুন	বি. এস.এস (অনার্স), এম. এস.এস (অর্থনীতি), বি এড.	সহকারী শিক্ষিকা
২২	মোঃ সোহেল আর খান	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ)	সহকারী শিক্ষক
২৩	সিসেস পারভীন সুলতানা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	মিসেস সোনিয়া চৌধুরী	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (নৃতত্ত্ব)	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	মিসেস নুরী আফসানা	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (উদ্ভিদ বিদ্যা), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৬	মিসেস কুরাইসা জেবিন	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (উদ্ভিদ বিদ্যা), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৭	মিসেস নাসিমা ফেরদৌসী	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (পদার্থ), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা

ইংলিশ ভার্সনে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালিকা শাখা]

নং	শিক্ষকদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
২৮	মিসেস মাহফুজা লায়লা খান	বি. এসসি (পাস), এম. এসসি (পদার্থ), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৯	মিসেস রাশিদা ইয়াসমিন	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (প্রাণী বিদ্যা), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩০	মিসেস জেবুননেসা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (দর্শন), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩১	মিসেস নাসরিন সুলতানা-১	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (অর্থনীতি), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩২	মিসেস নাসরিন আকতার	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৩	মিসেস কাবেরি তালুকদার	বি. এ (অনার্স), এম. এ (যুক্তিবিদ্যা), বি. এড, এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৪	মিসেস নাহিদ সুলতানা	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৫	মিসেস নাসরিন সুলতানা-২(বাংলা)	বি. এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৬	মিসেস ইসমত আরা	এম. এ (ইসলামের ইতিহাস)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৭	মিসেস সালমা শারমিন	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (সমাজ বিজ্ঞান), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৮	মিসেস জিন্নাতুল আবেদিন	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (উদ্ভিদ বিদ্যা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৯	মিসেস ফাতিমা তুজ জোহরা	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (উদ্ভিদ বিদ্যা) বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪০	মিসেস ফারহানা হোসেন	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (উদ্ভিদ বিদ্যা) বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪১	মিসেস হাসিনা আকতার	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (সমাজ কল্যাণ), বি এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪২	মিসেস বুশরা বানু	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৩	মিসেস সুপর্ণা মুস্তাফিজ	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৪	মিসেস নাহিদ নুরানি	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৫	মিসেস কৃষ্ণা রানী পাইন	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪৬	মিসেস মুকবুলা মঞ্জুর	বি. এফএ (অনার্স), এম. এফএ	সহকারী শিক্ষিকা
৪৭	মিসেস সুবর্ণা সাহা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (সংস্কৃত)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৮	মিসেস ফারহানা আলম	এম কম (ম্যানেজমেন্ট), এল. এল. বি	সহকারী শিক্ষিকা
৪৯	মিসেস নাজমা সুলতানা	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (নৃতত্ত্ব)	সহকারী শিক্ষিকা
৫০	মোঃ সাইফুদ্দিন	বি. এ (অনার্স), এম. এ (আরবি)	সহকারী শিক্ষক
৫১	মিসেস জেসমিন বেগম	এম. এ (ইতিহাস), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৫২	মিসেস নিগার সুলতানা-২	বি. বি.এ (অনার্স), এম. বি.এ (ফিন্যান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
৫৩	শরিফুল আলম	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
৫৪	মিসেস ফিরোজা খাতুন	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৫৫	মোঃ মিজানুর রহমান	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (জন সংযোগ)	সহকারী শিক্ষক

ইংলিশ ভার্সনে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালিকা শাখা]

নং	শিক্ষকদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
৫৬	মিসেস শাহনাজ হাবিব	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা), বি. এড, এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৫৭	মোঃ মনির হাসান	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষক
৫৮	মোঃ আব্দুর রউফ	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
৫৯	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (পদার্থ), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
৬০	মোঃ মনিরুজ্জামান (গণিত)	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
৬১	মোঃ মনিরুজ্জামান (ইংলিশ)	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
৬২	মিসেস শাহানা মাহমুদ	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইসলামের ইতিহাস)	সহকারী শিক্ষিকা
৬৩	মিসেস তাজনিন ফেরদৌস	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ)	সহকারী শিক্ষিকা
৬৪	মিসেস আকিলা খাতুন	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (গণিত), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
৬৫	মিসেস মারজিয়া খান	বি. বিএ, এম. বিএ (ফাইন্যান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
৬৬	মিসেস সিরাজুম মনিরা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ)	সহকারী শিক্ষিকা
৬৭	উম্মে কুলছুম	বি. এ (পাস), বি.পিএড	সহকারী শিক্ষিকা
৬৮	মিসেস আফরিন আকতার লিজা	বি. বিএ, (ফাইন্যান্স) এম. বিএ	সহকারী শিক্ষিকা
৬৯	মিসেস নাজিয়া নবি	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (টেক্সটাইল)	সহকারী শিক্ষিকা
৭০	ঈদি আমিন	বি.এ (অনার্স), এম.এ. (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৭১	মোঃ শোয়াইব	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইসলাম শিক্ষা)	সহকারী শিক্ষক
৭২	মিসেস মোরশেদা ভূইয়া	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (কম্পিউটার)	প্রভাষক
৭৩	মোঃ সাইফুল্লাহ	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইসলাম শিক্ষা)	সহকারী শিক্ষক
৭৪	আনিসুর রহমান	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
৭৫	সালমা রহমান	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষিকা

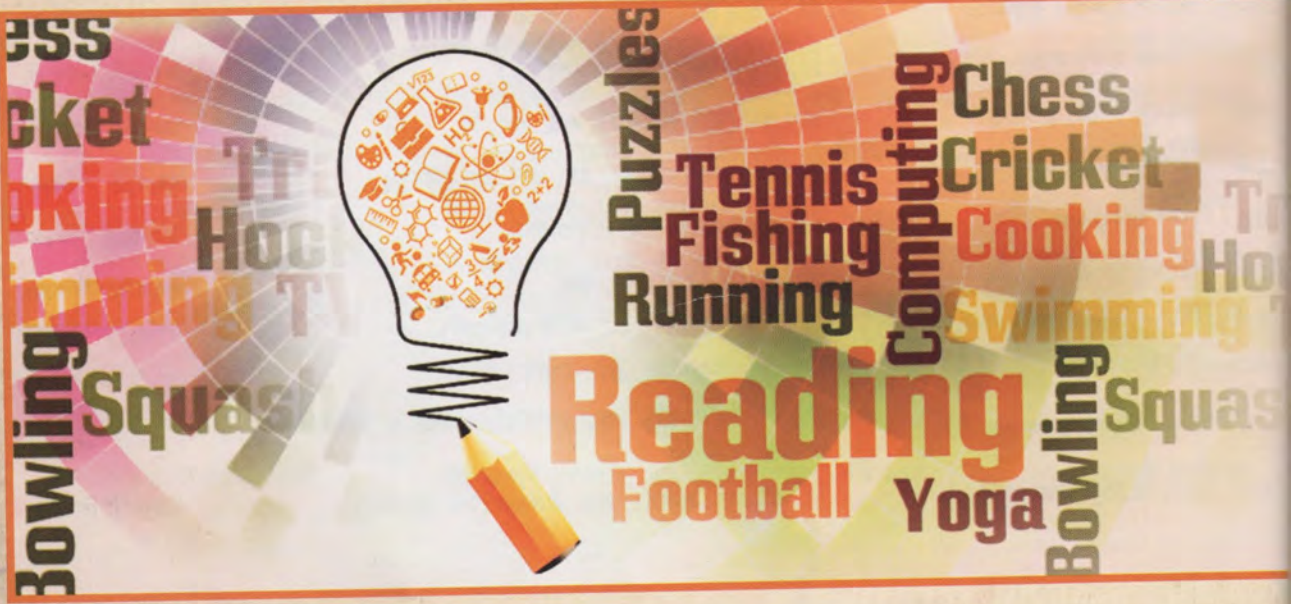

উচ্চ মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালক শাখা]

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	মুর্শেদা শাহীন ইসলাম	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (বাংলা), বি. এড	উপাধ্যক্ষ
০২	ড. শাহনাজ পারভীন	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (উদ্ভিদবিজ্ঞান), পি. এইচ. ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৩	কে. এম. মাসুদুর রহমান	বিবিএ (অনার্স), এমবিএ (হিসাববিজ্ঞান)	প্রভাষক
০৪	অতীন্দ্র কুমার দাস	বিবিএ (অনার্স), এমবিএ (মার্কেটিং)	প্রভাষক
০৫	দুলাল চন্দ্র মণ্ডল	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
০৬	সঙ্গীতা শর্মা	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পদার্থ বিজ্ঞান), এম. ফিল	প্রভাষক
০৭	রওশন আরা বেগম	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য), বি. এড, এম. এড	প্রভাষক
০৮	লায়লা জামান	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (পদার্থ বিজ্ঞান), এম. ফিল	প্রভাষক
০৯	শহীদ আলী	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (রসায়ন)	প্রভাষক
১০	মোঃ শহিদুল ইসলাম	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গণিত)	প্রভাষক
১১	উম্মে হাসিনা আক্তার	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (কম্পিউটার)	প্রভাষক
১২	রবিউল ইসলাম	এমবিএ (ম্যানেজমেন্ট), সেক্রেঃ সাঃ ডিপ্লোমা	প্রভাষক
১৩	ড. ফারাবী আল কাফী	এম. বি. বি. এস	মেডিকেল অফিসার

মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালক শাখা]

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	লায়লা কবির	বি. এফ. এ (অংকন)	সহকারী শিক্ষিকা
০২	জনাব সাদেকুল আলম	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
০৩	মোঃ নুর আলম সিদ্দিক	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গণিত), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
০৪	মুস্তাফা শাহীদুন্নবী	এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
০৫	মিসেস শামীম আরা	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (রসায়ন), বি. এড, এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	মাসুমা খাতুন	এম. কম (ব্যবস্থাপনা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৭	শানজিদা চৌধুরী	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (বাংলা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	এ. টি. এম মানসুরুল আলম	বি. এ. (অনার্স), এম. এ (আরবী), বি. এড, এম. এড	সহকারী শিক্ষক
০৯	আতাউর রহমান	বি. এ, পি. পি. এড, এম. পি. এড	সহকারী শিক্ষক
১০	রেজাউল শাফী	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (বিশুদ্ধ গণিত), বি.এড এড, এম. ফিল গবেষক	সহকারী শিক্ষিক
১১	তাহমিনা রহমান	বি. এস.এস (অনার্স), এম. এস. এস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
১২	আমতুম জামিল	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (কৃষি বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	তাসমিয়া আহমেদ	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	শেখ মোর্তুজা আল কামাল	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষক
১৫	অনন্য ইবনে রাজ্জাক	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
১৬	মোঃ হানিফ	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
১৭	তামান্না সুলতানা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইসলামিক স্টাডিজ)	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	মোঃ মাসুম রেজা	এম. এ, এল. এম. এ. পি	লাইব্রেরিয়ান

প্রাথমিক শাখার শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালক শাখা]

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	আলেয়া ফেরদৌসী	বি. এ (ইংরেজি), এম. এ (ইংরেজি) ও ই. এল. টি	তত্ত্বাবধায়ক
০২	জেবুন্নেসা	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি, (শিশু ও পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক বিজ্ঞান), আই. সি. ই, বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
০৩	সাজেদা বেগম	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (অর্থনীতি), বি. এড, আই কম্পিউটার, সি. ই	সহকারি শিক্ষিকা
০৪	জেরিন শিরিন	বি. এ, আই. সি. ই, বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
০৫	সৌমেন কান্তি পাল	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (গণিত), বি. এড	সহকারি শিক্ষক
০৬	ফারজানা আক্তার	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইতিহাস), বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
০৭	আঞ্জুমা খাতুন	বি. এসএস (অর্থনীতি), এম. এসএস, বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
০৮	সাইফুন্নেসা ফারমিন	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (সমাজ বিজ্ঞান), বি. এড, এম. এড	সহকারি শিক্ষিকা
০৯	রুবি কামরুন্নেসা	এম. এসএস (প্রাণিবিদ্যা), বি. এড, এম. এড	সহকারি শিক্ষিকা
১০	নাসরিন জাহান	এম. এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি. এড, এম. এড	সহকারি শিক্ষিকা
১১	আয়েশা সুলতানা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
১২	সুরাইয়া আক্তার	এম. এসসি (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
১৩	রোখসানা মোমেন	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
১৪	শান্ত কুমার মৈত্র	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এসএস (অর্থনীতি), বি. এড	সহকারি শিক্ষক
১৫	বুশরা মোকাররম	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (সমাজবিজ্ঞান), বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
১৬	রাফেজা খাতুন	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (অর্থনীতি), বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
১৭	মাহমুদা আক্তার	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইসলামের ইতিহাস), সি. ইন. এড, বি. এড	সহকারি শিক্ষিকা
১৮	মোঃ রাসেল মিয়া	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (জীববিজ্ঞান)	সহকারি শিক্ষক
১৯	প্রতাপ কুমার মন্ডল	শুদ্ধ সংগীত বিদ্যা	সহকারি শিক্ষক
২০	চৌধুরী রুবাইদা আজাদ	বিবিএ (ফিন্যান্স), এমবিএ (ফিন্যান্স)	সহকারি শিক্ষক
২১	জুবায়দা রোকসানা	বি. এসসি (এগ্রি), এম. এসসি (এন্ট্রোমোলজি)	সহকারি শিক্ষিকা
২২	মাফরুজা বেনু মনিকা		সহকারি শিক্ষিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির শিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কারখানা আর রাষ্ট্র ও সমাজদেহের সব চাহিদার সরবরাহ কেন্দ্র।

আবুল ফজল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

ইংলিশ ভার্সনে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামের তালিকা [বালক শাখা]

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	লে. কর্ণেল খন্দকার ওবায়দুল আনোয়ার (অব.)	এম. এস. সি (গণিত), ইওবিসি, ডিওএমসি	রেক্টর
০২	তানিয়া ফারজানা সুরভী	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৩	জোহুরা আক্তার	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৪	আলী আশরাফ সিদ্দিক জাকির	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
০৫	নাসরীন ইসলাম	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	ফারজানা আফরোজ	বি. বি. এ, এম. বি. এ	সহকারী শিক্ষিকা
০৭	ফউজিয়া খানম	বি. এসসি (অনার্স), এম. এস. সি (প্রাণিবিদ্যা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	নুসরাত জেরিন ইভা	বি. বি. এ (ফিনান্স), বি. এ	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	মোঃ আইয়ুব আলী	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
১০	সোহেলী পারভীন	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষকা
১১	শর্মিলী পাল	বি. এ (অনার্স), এম. এ (দর্শন), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
১২	ফারজানা কানিজ শিলা	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এ (সমাজ কল্যাণ), বি. এড	সহকারী শিক্ষকা
১৩	কনিকা সান্যাল	এম. এ (বাংলা), বি. এস	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	আমিনুল ইসলাম	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
১৫	সানজিদা পারভীন	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষকা
১৬	আব্দুর রউফ খান	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
১৭	সোহরাব ফরহাদ (মিথুন)	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), এম. এ. ইউ	সহকারী শিক্ষক
১৮	মোঃ মকিম উদ্দিন	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
১৯	শ্যামলী রায়	এম. এ (বাংলা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
২০	ইয়াছিনা মোকাদ্দেস	এম. এস. সি (প্রাণীবিদ্যা)	সহকারী শিক্ষিকা
২১	নারগীস সুলতানা	বি. এস. সি (অনার্স), এম. এস. সি (পদার্থ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২২	ইসরাত জাহান জুঁই	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	মোঃ রুহুল ইসলাম	বি. এ (অনার্স), এম. এফ. এ	সহকারী শিক্ষক
২৪	এ. টি. এম রুহুল আমীন চৌধুরী	বি. এস. সি (অনার্স), এম. এস. সি (কৃষি শিক্ষা)	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	মোঃ মজিব উদ্দিন	বি. এস. সি (অনার্স), এম. এস. সি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
২৬	সালমা ফেরদৌসী	বি. এস. সি (অনার্স), এম. এস. সি (মনোবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২৭	ইসরাত বিনতে ইকবাল	বি. এস. সি (অনার্স), এম. এস. সি (পদার্থ)	সহকারী শিক্ষিকা
২৮	মোঃ মাজহারুল আলম	বি. এস. সি (অনার্স), এম. এস. সি (কম্পিউটার)	সহকারী শিক্ষক
২৯	রুবাইয়া ফেরদৌসী	বি. বি. এ (ফিনান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
৩০	আবু হাসনাত	বি. এস. সি (অনার্স), এম. এস. সি (গণিত), বি. এড	সহকারী শিক্ষক
৩১	মুক্তি সরকার	বি. এস. এস (অনার্স), এম. এস. এস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষকা

প্রাক-প্রাথমিক (বাংলা মাধ্যম) শাখার শিক্ষিকাদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	বিলকিস বানু	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (সমাজ বিজ্ঞান), বি. এড, এম. এড	উপাধ্যক্ষ
০২	হালিমা আলম	এইচ. এস. সি, আই. সি. ই ট্রেইনিং, কম্পিউটার ট্রেইনিং, টি. ডি. আই ট্রেইনিং	সহকারী শিক্ষিকা
০৩	হাসিনা মাহমুদ	বি. এ, বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৪	নাসিমা খানম	এম. এসসি (প্রাণিবিদ্যা), এম. এ ফিল্ম এন্ড মিডিয়া	সহকারী শিক্ষিকা
০৫	তাপসী রাবেয়া	এম. এসসি (প্রাণিবিদ্যা), বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	শামীম করিম চৌধুরী	বি. এসএস (অনার্স), এম. এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষক
০৭	রাবেয়া খাতুন	বি. এসসি (অনার্স), এম. এসসি (বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প), বি. এড, এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	ফাহিমা সরকার	এম. এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	শায়েলা পারভীন	বি, এসএস (অনার্স), এম. এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) (ঢাঃ বিঃ)	সহকারী শিক্ষিকা
১০	শাহ্নাজ জামান	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি. এড. এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
১১	ইরফাত জাহান	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (মনোবিজ্ঞান), বি. এড, টি. ডি. আই ট্রেইনিং	সহকারী শিক্ষিকা
১২	শাহীন সুলতানা	বি. এ (অনার্স), এম. এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	তাহমিনা আক্তার	বি. কম (অনার্স), এম. কম (ব্যবস্থাপনা), বি. এড, এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	উম্মে ফাতেমা	বি. এ (অনার্স), এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	ইফফাত শাহীন	এম. এসএস (সামাজিক বিজ্ঞান), বি. এড (প্রথম শ্রেণী), এম. এড (প্রথম শ্রেণী)	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	ফিরোজা আক্তার	এম. এসএস (সমাজ কল্যাণ)	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	ইসমত আরা	বি. এসএস, এম. এসএস	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	জাকিয়া করিম	বি. এস-সি (অনার্স), এম. এস-সি (উদ্ভিদবিদ্যা)	সহকারী শিক্ষিকা
১৯	রওনক জাহান	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইতিহাস)	সহকারী শিক্ষিকা
২০	কামরুন নাহার	বি. কম (অনার্স), এম. বিএস (ব্যবস্থাপনা), বি. এড (চলমান)	সহকারী শিক্ষিকা
২১	সাজিয়া আফরীন	বি, এসএস (অনার্স), এম. এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২২	নাজনীন রেজা	বি. এ পাশ, বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	ফরিদা পারভীন	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইতিহাস), বি. এ (প্রথম শ্রেণী)	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	আয়শা শারমিন	এম.এস.এস (সমাজকর্ম)	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	নাসরিন মলিক	এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২৬	নসিবা জাহেদী	এম.কম (হিসাব বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৭	রীতা রাণী বৈদ্য	এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৮	রাখী রায়	এম.বি.এ (ফিন্যান্স)	সহকারী শিক্ষিকা

প্রাক-প্রাথমিক (ইংলিশ ভার্সন) শাখায় কর্মরত শিক্ষিকাদের তালিকা

ক্র. নং	শিক্ষিকাদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	বিলকিস্ বানু	বি. এস. এস (স্নাতক), এম. এস. এস (সমাজবিজ্ঞান), বি. এড	ভাইস প্রিন্সিপাল
০২	মাহাবুবা মিলি	বি. এস. এস (স্নাতক), এম. কম , বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৩	নাজিয়া তানজিম	বি. কম (স্নাতক), এম. কম , বি. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৪	নাহিদ আক্তার	বি. এস. এস, এম. এস. এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি. এস, এম. এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৫	ফারহানা খানম	বি. কম (স্নাতক), (ইংলিশ) এম. বি. এ	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	মারুফা খান মজলিস	বি. এ (স্নাতক), এম. এ (ইসলামের ইতিহাস)	সহকারী শিক্ষিকা
০৭	সাজিয়া সুলতানা	বি. এস. এস (স্নাতক), এম. এস. এস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	ফাতেমা-তুজ-জোহরা	বি. এস. সি (স্নাতক) (জুওলজি), এম. এস. সি (মৎস্য বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	শারমিন সুলতানা	বি. এস. এস (স্নাতক), এম. এস .এস (উইমেন জেন্ডার স্টাডিস)	সহকারী শিক্ষিকা
১০	স্বর্ণা তাহমিনা রহমান	বি. এস. সি (স্নাতক), এম. বি. এ (এইচ আর এম)	সহকারী শিক্ষিকা
১১	শামসুন নাহার নীপা	বি. ফার্ম, এম. ফার্ম (চলছে)	সহকারী শিক্ষিকা
১২	কানিজ ফাতেমা	বি. এস. সি (স্নাতক), এম. এস. সি (শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক)	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	মুক্তি সরকার	বি. এস. এস (স্নাতক), এম. এস. এস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	উপমা রাউত	বি. বি. এ, এম. বি. এ	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	রীনা রায়	বি. এ. (স্নাতক), এম. এ (সঙ্গীত)	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	জাকিয়া খোরসেদ শিমুল	বি. বি. এস (স্নাতক), এম. বি. এস (মার্কেটিং)	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	রোমানা আকতার	বি. বি. এ (মার্কেটিং), এম. বি. এ (এইচ আর)	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	মমতাজ বানু	এম. এস. এস (মনো বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
১৯	ফাহমিদা পারভিন	বি. এ, এম. এড (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২০	শতাব্দি দত্ত	বি. বি. এ (মার্কেটিং), এম. বি. এ	
২১	সানিলা আলী	আই. সি. এস. ই (দিল্লি বোর্ড) এ লেভেল	সহকারী শিক্ষিকা
২২	আমিনা বারী	ও লেভেল, এ লেভেল, বি. বি. এ	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	ইশরাত জাহান নিলম	ও লেভেল, এ লেভেল, বি. বি. এ (চলছে)	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	ইশরাত জাহান	বি. এস. এস (স্নাতক), এম. এস. এস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	ফারজানা সিদ্দিকা	বি. এস. এস (স্নাতক), এম. এস. এস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা

অফিস স্টাফদের নামের তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবি
০১	জনাব আব্দুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
০২	জনাব তুষার রঞ্জন সমদ্দার	হিসাব রক্ষক
০৩	জনাব মোঃ শহিদ আলম মোল্লা	হিসাব রক্ষক
০৪	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	হিসাব রক্ষক
০৫	জনাব সজীব অধিকারী	সাব- এ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
০৬	মিসেস সালমা খাতুন	লাইব্রেরিয়ান
০৭	জনাব শাহজাহান আলী	কম্পিউটার অপারেটর
০৮	জনাব এস.এম. আল-মামুনুর রশীদ	কম্পিউটার অপারেটর
০৯	জনাব মোঃ সাইফুদ্দীন খান	কম্পিউটার অপারেটর
১০	মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন	কম্পিউটার অপারেটর
১১	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	কম্পিউটার অপারেটর
১২	মিসেস সুশমা খন্দকার	গ্রাফিক্স ডিজাইনার কাম কম্পিউটার অপারেটর
১৩	মিসেস মাহমুদা খাতুন	অফিস এসিসট্যান্ট
১৪	মিসেস খোদেজা আক্তার	অফিস এসিসট্যান্ট
১৫	মিসেস মেহেরুন নাহার	একাউন্টস এ্যাসিট্যান্ট
১৬	মিসেস নাজমুন নাহার	রিসিপশনিস্ট
১৭	জনাব টি.এম. শরীফুল ইসলাম	স্টোর কীপার কাম-কেয়ারটেকার
১৮	জনাব আব্দুল ওহাব	স্টোর কীপার
১৯	মিসেস মাকসুদা বেগম	অফিস এসিসট্যান্ট
২০	মিসেস রোকেয়া বেগম	ল্যাব এসিসট্যান্ট
২১	জনাব ইমরান হোসেন	ল্যাব এসিসট্যান্ট
২২	জনাব মনির হোসেন	ইলেকট্রিসিয়ান
২৩	জনাব সোবহান	ইলেকট্রিসিয়ান
২৪	জনাব ইসতিয়াক	ইলেকট্রিসিয়ান
২৫	জনাব মকসুদ খান	অপারেটর কাম ইলেকট্রিসিয়ান
২৬	জনাব মোঃ সুমন	ফটোকপি অপারেটর
২৭	মিসেস সাবরিনা আক্তার	রিসিপশনিস্ট
২৮	জনাব আতাউর রহমান	পাম্প অপ্ট. কাম প্লাম্বার

সার্পোটিং স্টাফদের নামের তালিকা

২৯	জনাব মোস্তফা সরদার	পিয়ন
৩০	জনাব আব্রাহাম	বোর্ড সমন্বয়কারী
৩১	মিসেস ইয়াসমিন আক্তার ডলি	ল্যাব হেল্পার
৩২	জনাব হান্নান আলী	পিয়ন
৩৩	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	পিয়ন

সার্পোটিং স্টাফদের নামের তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবি
৩৪	জনাব আব্দুল কাদের	পিয়ন
৩৫	জনাব সাইফুল ইসলাম	পিয়ন
৩৬	জনাব সাব্বির আহমেদ	দারোয়ান
৩৭	জনাব মোঃ আইয়ুব আলী	দারোয়ান
৩৮	জনাব গোলাম কিবরিয়া	দারোয়ান
৩৯	জনাব ফরহাদ আলী	দারোয়ান
৪০	জনাব ইউসুফ আলী	দারোয়ান
৪১	জনাব সিদ্দিকুর রহমান	দারোয়ান
৪২	জনাব মোঃ সিদ্দিক উলাহ	দারোয়ান
৪৩	জনাব আব্দুল হালিম	দারোয়ান
৪৪	জনাব আলী আহমেদ	দারোয়ান
৪৫	জনাব মুজিবুর রহমান	দারোয়ান
৪৬	মিস রিনা	আয়া
৪৭	মিসেস ফাতেমা	আয়া
৪৮	মিসেস মনোয়ারা বেগম	আয়া
৪৯	মিস নাজমা বেগম	আয়া
৫০	মিস সুলতানা	আয়া
৫১	মিস সামসুন নাহার	আয়া
৫২	মিস পলি-২	আয়া
৫৩	মিস নাজমা বেগম-২	আয়া
৫৪	মিস সালেহা বেগম	আয়া
৫৫	মিস মনিরা আখতার	আয়া
৫৬	মিস পাখি	আয়া
৫৭	মিস হেলেনা ইসলাম	আয়া
৫৮	মিস মমতাজ	আয়া
৫৯	মিস নাসিমা	আয়া
৬০	মিস জাকিয়া সুলতানা	আয়া
৬১	মিসেস আফরোজা আক্তার	আয়া
৬২	মিসেস মিনা আক্তার	আয়া
৬৩	মিসেস মালা বেগম	আয়া
৬৪	জনাব গনি	মালী
৬৫	মিসেস আরজু	আয়া
৬৬	মিসেস সাকিনা	আয়া
৬৭	মিসেস মিনারা বেগম	আয়া
৬৮	মিসেস আসমা বেগম	আয়া
৬৯	মিসেস দুলারি	আয়া

সার্পোটিং স্টাফদের নামের তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবি
৭০	মিসেস মমতাজ বেগম	আয়া
৭১	মিসেস আলেয়া বেগম	আয়া
৭২	মিসেস মাকসুদা বেগম	আয়া
৭৩	মিসেস রহিমা বেগম	আয়া
৭৪	মিসেস নার্গিস আক্তার	আয়া
৭৫	মিস সাবরিনা আক্তার পলি	আয়া
৭৬	মিসেস পেয়ারা বেগম	আয়া
৭৭	মিস তাহমিনা তারিন	আয়া
৭৮	মিসেস শামিমা আখতার	আয়া
৭৯	মিসেস ফাহিমা বেগম	আয়া
৮০	মিস রেহানা	আয়া
৮১	মিস আনজুম আরা বেগম	আয়া
৮২	মিস পারভীন	আয়া
৮৩	মিসেস রহিমা খাতুন	আয়া
৮৪	মিসেস জাহানারা বেগম	আয়া
৮৫	মিসেস শাহীনা আক্তার	আয়া
৮৬	মিস আসমা আক্তার	আয়া
৮৭	মিস শাহীন আক্তার	আয়া
৮৮	মিস রোজিনা	আয়া
৮৯	মিস পারুল	আয়া
৯০	মিস হাজেরা	আয়া
৯১	মিস আরজু বিবি	আয়া
৯২	মিস সাবিনা ইয়াসমিন	আয়া
৯৩	মিস রিনা-২	আয়া
৯৪	মিস মমতাজ-৩	আয়া
৯৫	ফাতেমা আক্তার লাকী	আয়া
৯৬	জনাব জুয়েল	ক্লিনার
৯৭	জনাব তাপস	ক্লিনার
৯৮	জনাব শ্রী রাজেশ	ক্লিনার
৯৯	জনাব ওয়াই গোপাল	ক্লিনার
১০০	জনাব নিয়ামত	ক্লিনার
১০১	জনাব আক্তার হোসেন বাবুল	ক্লিনার

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ১৬তম স্থান অধিকার করায় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এর কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে এ প্রতিষ্ঠান বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উভয় মাধ্যমে অত্র প্রতিষ্ঠানের বালক ও বালিকা শাখায় শিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যই হলো প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সৎ, দক্ষ, আদর্শবান ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে সক্ষম করে তুলতে তাই অত্র প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি নানা ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুচারুভাবে সম্পাদন করে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি ও পিএসসি পরীক্ষাতে ধারাবাহিকভাবে সম্মানজনক ফলাফল অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের আভ্যন্তরীণ ও প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করছে। নানা ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তিচর্চা, ক্রীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন হয়ে উঠছে চৌকষ তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে তারা হয়ে উঠছে দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সচেতন। এ সকল অগ্রযাত্রায় তাদের পথিকৃতের কাজ করে যাচ্ছে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত সুদক্ষ, উচ্চ শিক্ষিত, কর্মচঞ্চল, চৌকষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী। যাঁদের দিক নির্দেশনায় অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা সঠিক পথে ত্বরান্বিত হচ্ছে তাঁরা হলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের নিবলস-কর্মী, পথপ্রদর্শক, নিবেদিতপ্রাণ পরিচালনা পর্ষদ।

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় ৮ম স্থান অধিকার করায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষমণ্ডলীর সঙ্গে অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

এখানে জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বার্ষিক নানা কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি), জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি), মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এইচএসসি) পরীক্ষার্থীদের বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা, একাধিক মডেল টেষ্ট নেওয়া, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও নিয়ম শৃঙ্খলার উন্নতি সাধনের ফলে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরা হলো:

পরীক্ষার নাম ও বছর	বিভাগ	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত জিপিএ অনুযায়ী পাশের সংখ্যা					মোট পাশ	পাশের হার (%)
			A+	A	A-	B	C		
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি)-২০১২	-	৬২৭	৫০৮	১০৪	১১	০১	-	৬২৪	৯৯.৫২
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি)-২০১৩	-	৬৮৩	৬৫১	১৮	২	৩	-	৬৮৩	১০০
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি)-২০১২	-	৪৪০	২০০	২১৭	১৪	০৭	-	৪৩৮	৯৯.৫৫
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি)-২০১৩	-	৫০৭	৪৪৪	৫৯	৪	-	-	৫০৭	১০০
এসএসসি-২০১২	বিজ্ঞান	২৪২	১৯৭	৪৩	০২	-	-	২৪২	১০০
	ব্যবসায় শিক্ষা	৯৩	৩১	৪৯	১১	০২	-	৯৩	
এসএসসি-২০১৩	বিজ্ঞান	২২৪	১৯৭	২৭		-	-	২২৪	১০০
	ব্যবসায় শিক্ষা	১২৪	৫১	৬৯	০৪	-	-	১২৪	
এইচএসসি-২০১২	বিজ্ঞান	১৮১	৩৪	৮৪	৩৩	১৩	০৩	১৬৭	৯৪.৩৫
	ব্যবসায় শিক্ষা	১৩২	০৮	৭৯	২৬	১৪	০১	১২৮	
	মানবিক	২৩	০২	১০	০৬	০৩	০১	২২	
এইচএসসি-২০১৩	বিজ্ঞান	১৫৩	০৯	৭৮	১৭	০৭	-	১১১	৮৪.২৮
	ব্যবসায় শিক্ষা	১৪১	-	৫৮	৪০	২৫	১১	১৩৪	
	মানবিক	২৪	০২	০৭	০৫	০৬	০৩	২৩	

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান ২০১২ সালে পঞ্চম স্থান এবং ২০১৩ সালে নবম স্থান অধিকার করে ।
- জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান ২০১২ সালে অষ্টম স্থান এবং ২০১৩ সালে পঞ্চম স্থান অধিকার করে।
- এস এস সি পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান ২০১৩ সালে ১৬ তম স্থান অধিকার করে।

২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান ৫ম স্থান অধিকার করে এবং নিম্নলিখিত ১১ জন শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তদের নামের তালিকা:

হৃদিতা ইসলাম	সাদিয়া জামান দীপা	অপর্ণা সাহা
জারিন তাসনিম	জারিয়া তাহসিন স্নেহা	দিবা বিশ্বাস
কাজী আদিবা তাসনীম	মুস্তাকিমা ছাহীহা	মাফরুহা মামুন মাহিয়া
প্রথমা ঘোষ	অবনী জান্নাত	

২০১২ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান ৮ম স্থান অধিকার করে এবং ১১ শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে এবং ২৪ জন সাধারণ বৃত্তি পায়।

সাইমা আফিয়া	অদ্রিবা শামস	মুশারাত আজম নুর
ফাতিমা মোনোয়ার	ফারিহা ইসলাম	সৈয়দা রিফাহ
দুরদানা ঐশী মলিক	খন্দকার রিফাহ তাসনিয়া	তায়েবা তাহসিন নাওয়ার
নাদিয়া হাসান ডানা	সাদমীন সাফাহ জাহান	

সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তদের নামের তালিকা:

জাসিয়া ইসলাম	নুশরাত জাহান	ইলমি তাবাসসুম
মাইসা শাবনাম আনাম	লাবিবা জাহান সৈয়দ	শার্মী আক্তার মীম
নাহিদা সুলতানা	রিশতা আশরাফী	কাশফিয়া হাসান
রচকাইয়া হোসেন এষা	কাবেরী বিনতে কবির হৃদি	নাজিফা নাওয়ার নিকিতা
মারুফা তাবাসসুম	প্রজ্ঞা জ্যোতি বিশ্বাস	আফিনা তুবা
নওরীন আহমেদ	নিশাত তাসনিম অহনা	ইফাত বিনতে মিজান শুক্তি
সামিহা সাইয়ারা	সোহরাব আনজুম	সায়মা জাহান
ফারিয়া বিনতে মালিক	সাদিয়া মোবাসহিরা	সামরিন নাওয়ার

২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্রীদের সাথে বালিকা শাখা বাংলা মাধ্যমের উপাধ্যক্ষ রাবেয়া হাবীব।

২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত বালিকা শাখার ইংলিশ ভার্সনের কৃতী ছাত্রীরা 'ভি' প্রদর্শন করছে।

২০১২ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ইংলিশ ভার্সন বালিকা শাখার বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্রীরা 'ভি' প্রদর্শন করছে।

২০১২ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্রীদের সঙ্গে বালিকা শাখা বাংলা মাধ্যমের উপাধ্যক্ষ সেলিনা বানু।

২০১৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় নবম স্থান অর্জনকারী কৃতী ছাত্রীদের একাংশ 'ভি' প্রদর্শন করছে।

২০১৩ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ৫ম স্থান অর্জনকারী কৃতী ছাত্রীদের একাংশ 'ভি' প্রদর্শন করছে।

২০১৩ সালে পি.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক আলেয়া ফেরদৌসী ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ

২০১৩ সালের জে.এস.সি পরীক্ষায় কতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সঙ্গে উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ

২০১৩ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের সঙ্গে উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ

বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

স্বাগত ভাষণ প্রদান করছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

প্রধান অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এম এ মালিক, সদস্য জনাব এম এ গোলাম দস্তগীর ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী।

কৃতী ছাত্রীকে পুরস্কৃত করছেন প্রধান অতিথি রাশেদা কে চৌধুরী ও অন্যান্যরা।

কৃতী ছাত্রীকে পুরস্কৃত করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম এ গোলাম দস্তগীর, প্রধান অতিথি রাশেদা কে চৌধুরী ও অন্যান্যরা।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন বালক শাখা (ইংলিশ ভার্সন)-এর রেক্টর লে. কর্নেল (অব.) খন্দকার ওবায়দুল আনোয়ার।

বিগত ১৭ই জানুয়ারি ২০১৩ অত্র প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মিসেস রাশেদা কে চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, সদস্যমণ্ডলী ও বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ। এ উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং ৯০% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এম এ মতিন বৃত্তি, ওয়ালিউর রহমান গাজী বৃত্তি ও আতাখান বৃত্তির জন্য তালিকাভূক্ত করা হয়। সুধী সমাবেশে এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এম. এ মালিক।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম লগ্ন থেকেই প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। এর মধ্যে বছরের শুরুতেই উভয় শাখায় মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। উক্ত মাহফিল উপলক্ষ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত রচনা, হামদ, নাতে রাসুল (সাঃ), কোরআন তেলাওয়াত ও আরবী হাতে লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, অধ্যক্ষ, শাখা প্রধানগণ ও দেশ বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।

পরিশেষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সঠিক দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করে দেশ, জাতি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল কামনা করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করা হয়।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালক শাখা) কর্তৃক ছাত্রদের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্যে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে কিরআত্, হাম্দ, না'ত, প্রবন্ধ ও আরবি হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে ইসলামি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক মূল্যবান পুস্তক বিতরণ করা হয়। উক্ত মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব এম.এ. মালিক, প্রধান আলোচক মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লা মাহমুদ, ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ বেলায়েত হসেন, উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী ও ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৩

লেখাপড়ার একঘেঁয়েমী দূর করে জীবনকে আনন্দে ভরে তুলতে খেলাধুলা উৎকৃষ্ট নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সুস্থ' দেহে বাস করে সুস্থ মন। আর দেহকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। তাছাড়া খেলাধুল মনকে প্রফুল্ল করে এবং যেকোন কাজে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগায়।

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের মত এবছরও গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ বুধবার এ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন 'উদয়াচল ক্লাব' মাঠে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়া কমিটি। ক্রীড়ানুষ্ঠানটি সফল করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অভিভাবকগণ সহযোগিতা করেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি, প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, চেয়ারম্যান, ট্রাষ্টিবৃন্দ এবং অধ্যক্ষ ও শাখা প্রধানগণ আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ট্রাষ্টিবৃন্দসহ অধ্যক্ষ মঞ্চে আরোহণ করেন। এসময় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, তরজমা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত সমবেতভাবে পরিবেশন করা হয়। এরপর মাননীয় মন্ত্রী ও বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন।

বেলুন উড়িয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম এ গোলাম দস্তগীর ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান জনাব আতা উদ্দিন, সদস্য জনাব এম এ গোলাম দস্তগীর, জনাব ড. ম তামিম, জনাব ইঞ্জি. মসিহ্-উর রহমান ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বর্ণিল রঙে সজ্জিত ছাত্রীরা ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে।

প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কুচকাওয়াজ দলের দলনেত্রী।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেশাত্ববোধক গানের সাথে বালক শাখার ছাত্ররা ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বর্ণিল রঙে সজ্জিত ছাত্রীরা ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বোর্ড অব স্ট্রাষ্টিজ এর মাননীয় সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম.এ, গোলাম দস্তগীর। তিনি প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে এ প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে সকল সময় আমাদের এ প্রতিষ্ঠানের সাথে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি দেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রণি ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করেন। এরপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করেন ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে মাঠ অত্যন্ত- সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, বেলুন উড়ানো, মশাল প্রজ্জ্বলন, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত- সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীরা ডিসপ্লে পরিবেশন করে। প্রধান অতিথি একাদশ শ্রেণির (বালক) ৮০০ মি. দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করে অনুষ্ঠান স্থান ত্যাগ করেন।

অনুষ্ঠানের দিনে সব খেলা সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বলে বেশিরভাগ খেলাই পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেসব খেলার পুরস্কার এদিন প্রদান করা হয়। মাঠে অনুষ্ঠিত খেলাগুলো হল বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর খেলা, বিভিন্ন শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের ডিসপ্লে, ১০০ মি. দৌড় দশম (বালিকা), যোগাযোগ দৌড় (বালক ও বালিকা), অফিস স্টাফ (মহিলা ও পুরুষ) মার্বেল চামচ খেলা, অভিভাবকদের ১০০ মি. দৌড়, অভিভাবিকাদের সুঁইসুতা দৌড়, পুরাতন ছাত্র ও ছাত্রীদের ১০০ মি. দৌড়, শিক্ষকদের সুঁইসুতা দৌড়, শিক্ষিকাদের বাজনার তালে তালে বালিশ পাচার, যেমন খুশি তেমন সাজো ইত্যাদি। খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরস্কারও বিতরণ করেন বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও শাখা প্রধানগণ। সবশেষে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি আকর্ষণীয় পর্যায় 'যেমন খুশি তেমন সাজো' তে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা।

ছোটখাট ত্রুটি ছাড়া পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত গোছানো। মাঠের শৃঙ্খলায় নিয়োজিত শিক্ষক শিক্ষিকামণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সকলেই আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অবশ্যই তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

এস এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা-২০১৩

এস এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

গত ২৭ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে অত্র প্রতিষ্ঠানের বালক শাখায় অধ্যয়নরত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা প্রতিষ্ঠান ভবনের ৭ম তলায় অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বেলা ১১ ঘটিকায় এবং শেষ হয় বিকেল ৪ ঘটিকায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য, একাডেমিক উপদেষ্টা জনাব ইঞ্জিনিয়ার গোলাম দস্তগীর। সভাপতিত্ব করেন বালক শাখার উপাধ্যক্ষ মোর্শেদা শাহীন ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় ছাত্রদেরকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের বেশি বেশি বই পড়ার উপর জোড় দিয়ে বলেন, 'আগামীতে তোমরা এখানে কলেজ সেকশনে ভর্তি হলে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ ভালো ফলাফলের নিশ্চয়তার জন্য সবই করা হবে।' শ্রেণিশিক্ষকদের পক্ষ থেকে মো. সাদেকুল আলম ছাত্রদের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার হলে যাওয়ার পূর্বেই যা যা করণীয় তা স্মরণ করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও নবম-দশম শ্রেণির ছাত্ররাও উপস্থিত ছিল। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৭ জানুয়ারি, ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয় বালিকা শাখার এস.এস. সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব আতা উদ্দিন খান, সদস্য এম এ গোলাম দস্তগীর ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন। অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

Farewell of SSC Examinee-2013

A group of girls participat in "Fashion Show" on the occasion of the Fare-well of SSC Examination-2013.

On the 27th of January 2013 we bade farewell to yet another batch of SSC Examinee. The program commenced with the recitation from the holy Quran. The chief guest Mr. Golam Dostagir, member board of trustees, special guest Mr. Ata Uddin Khan, member of board of trustees and the principal Mr. Belayet Hossain and the respected teachers blessed the ceremony with their gracious presence.

In the next year 287 candidates are sitting for the coming SSC exams. Chief guest Mr. Golam Dostagir encouraged the candidates to do well in the upcoming exams and sincerely wished for the success of the students. Special guest Mr. Ata Uddin wished for the presistent and unobstructed success for the future of the students. Principal Mr. Belayet Hossain expressed humble gratitude and hoped for the excellent success of the students.

The first part of the program was concluded after the beautiful supplication by senior teacher Fazlul Bari.

A stunning cultural program was presented by the students of the tenth grade and thus the ceremony was ended.

Photo session of the students present on the occasion of the 'Farewell of SSC Examinee-2013.

শিক্ষা সফর- ২০১৩

শিক্ষা সফরকালীন বিশ্রামরত ছাত্রবৃন্দ।

প্রাচীন ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শন সোনারগাঁ। বাংলার এই ঐতিহ্যকে সচক্ষে দেখতে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্ররা শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করে। ১৮ নভেম্বর, ২০১৩ উপাধ্যক্ষের নির্দেশনায় শ্রেণি শিক্ষকসহ অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্ররা শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ রওনা হয়। সেখানে পৌঁছেই ছাত্ররা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবলোকন করে। তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প এবং আরও অনেক শৈল্পিক সৌন্দর্য ছাত্রদের অভিভূত করে। ছাত্ররা অনেক উদ্দীপনা নিয়ে নানান অজানা বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত-করে তুলতে প্রতি বছরের মতো এ বছরও মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালক শাখা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন করে। এ উপলক্ষে ২৮ শে সেপ্টেম্বর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও 'মনি প্রিন্টার্স' নামক একটি ছাপাখানায়। উদ্দেশ্য একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সম্মানে নির্মিত স্মৃতিসৌধ দর্শন এবং ছাপাখানায় কীভাবে কাজ করা হয় তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন।

নির্দিষ্ট দিন সপ্তম শ্রেণির ৭০ জন ছাত্রকে নিয়ে এবং সাতজন সহকারী শিক্ষকসহ সকাল ৮.৩০ টায় নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আমাদের বাস ছাড়ে। যাত্রাপথে ছাত্রদের চিপস্ ও কোল্ড ড্রিংক্স প্রদান করা হয়। ১০.৩০ টায় আমরা পৌঁছে যাই সাভার স্মৃতিসৌধে। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর পুনরায় ১১.০০ টায় আমরা 'মনি প্রিন্টার্স' পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বাসে উঠি। ১১.১৫ টায় আমরা পৌঁছে যাই 'মনি প্রিন্টার্স' ছাপাখানায়। ছাত্ররা ছাপাখানার বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এরপর সেখান থেকে আমরা ১১.৫০ টায় স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিই এবং ১.৩০ টায় বিদ্যালয়ে পৌঁছে যায়। আর এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি আনন্দমুখর শিক্ষা সফরের।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী যথাযথভাবে পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও দেরিতে হলেও উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলামের সুযোগ্য নেতৃত্বে গত ৯/১০/২০১৩ তারিখে বালক শাখার নবম শ্রেণির ছাত্রদের 'শিক্ষা সফর-২০১৩' অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৮টায় সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রদের নিয়ে রওনা করে আমরা গন্তব্যস্থল 'বালিয়াটি জমিদার বাড়ি' সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ পৌঁছলাম বেলা এগারটায়। পথিমধ্যে ছাত্রদের কিছু স্নাক্স ও ড্রিংক্স দেয়া হলো। শিক্ষার্থীরা ইট-পাথরের দেয়ালে আটকে থাকা জীবন থেকে সেদিন ওরকম মুক্ত পরিবেশ পেয়ে মহা খুশি। রাস্তার দু'ধারে সবুজ গাছপালা। বর্ষার পানিতে গাছপালা সতেজ হয়ে উঠেছে।

ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁর পথে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রদের একাংশ।

বালিয়াটি জমিদারবাড়িটি উনিশ শতকে নির্মিত। ৫.৮৮ একর জমির উপর ২০০ কক্ষ বিশিষ্ট জমিদারবাড়ি। ইমারতের প্রতিষ্ঠাতা লবণ ব্যবসায়ী গোবিন্দ রাম সাহা। তার উত্তরাধিকারী পরবর্তীতে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে ১৯৮৭ সালে তৎকালীন সরকার এই জমিদারবাড়িটিকে 'সংরক্ষিত পুরাকীর্তি' ঘোষণা করে। ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে পরিদর্শনের পর জোহরের নামাজ শেষে খাওয়া- দাওয়া সেরে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে দুপুর দুইটায় রওনা দিলাম। ঢাকায় পৌঁছাতে বিকেল চারটা বেজে গেল। ছাত্রদের কিশোরসুলভ কৌতূহল ও আনন্দ উচ্ছ্বাস দিনটিকে আরও আনন্দময় করে তুললো। এভাবেই নির্বিঘ্নে শেষ হলো নবম শ্রেণির 'শিক্ষা সফর- ২০১৩'।

দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা সফর-২০১৩

শিক্ষা সফরে আগত দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক।

শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে জাতীয় স্কাউটস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক আনন্দঘন মুহূর্তে ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও শিক্ষকমণ্ডলী।

"আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ"। এই আনন্দ উপভোগের অফুরন্ত স্পৃহা থেকে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা হচ্ছে শিক্ষা। জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার যে বিচিত্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে তার যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনে শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাই শিক্ষায়তনে অর্জিত শিক্ষার সঙ্গে বাইরের জগতের শিক্ষাকে সমন্বিত করতে হয়। এই প্রবণতা থেকেই শিক্ষা সফরের উৎপত্তি।

শিক্ষা সফর শুধু যে বাস্তব জ্ঞানের আধার তা নয়, এটি এক ধরনের নির্মল চিত্তবিনোদনও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার আদান-প্রদান সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষায়তনের বাইরে পড়ে আছে বিচিত্র জগৎ, আছে বিচিত্র জীবন, এই বিচিত্র জগৎ ও জীবনের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করতেই প্রতি বছর দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের জন্য আয়োজন করা হয় শিক্ষা সফরের।

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয় গাজীপুরের মৌচাকে স্কাউটস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। স্কাউটস আন্দোলন একটি আর্ন্তজাতিক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বমূলক, অরাজনৈতিক, ধর্ম নিরপেক্ষ ও স্বেচ্ছাধর্মী সেবামূলক যুব আন্দোলন। ছয় থেকে পঁচিশ বছর বয়সী শিশু-কিশোর-কিশোরী ও যুব সমাজের চরিত্র গঠন ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার এক অদম্য সুযোগ।

বালিয়াতি জমিদার বাড়ির সামনে শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দের একাংশ।

নিয়মিত সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে এ বছর বালক শাখার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের শিক্ষা সফরের স্থান নির্ধারিত হয় গাজীপুরে অবস্থিত বেক্সিমকো সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মানিকগঞ্জ বালিয়াতিতে অবস্থিত জমিদার বাড়ি। ইতিহাস ও আধুনিকতার সমন্বয়ে আয়োজিত এ শিক্ষা সফরে ছাত্রদের ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় দুটি ভিন্ন বাসে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্ররা রওনা করে গাজীপুরের উদ্দেশ্যে। ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপাধ্যক্ষ এবং কলেজ শাখার শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ। প্রায় তিন ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে বেলা ১২টায় বাস দুটি পৌঁছায় গাজীপুরে অবস্থিত বেক্সিমকো গ্রুপের সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ-এ যা সাইনপুকুর সিরামিক নামে পরিচিত। এখানে ছাত্ররা সিরামিক প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন ধাপ সচক্ষে দেখে এবং অভিভূত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহার্য সিরামিক পণ্য কাঁচামাল থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কিভাবে অনেকগুলো ধাপ পার করে মোড়কজাত করা অর্থাৎ শেষ ধাপ পর্যন্ত আনা হয় তা তারা দুচোখে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে। বিস্ময় আর মুগ্ধতার এক ঘণ্টা পার করে শুরু হয় দুপুরের আহারপর্ব, অতঃপর জমিদার বাড়ির পথে যাত্রা। গ্রামের ছায়াঘেরা পথ ধরে বাস দুটি মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে মানিকগঞ্জের বালিয়াতির দিকে। আধুনিক প্রযুক্তির ভুবন থেকে প্রবেশ করা হয় প্রাচীন ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে। বিশাল জমিদার বাড়ির পারিপার্শ্বিক আবহ ছাত্রদের দেয় এক ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা। সম্পূর্ণ চত্বরটি ঘুরে ছাত্ররা জানতে পারে ৫.৮৮ একর জমির উপর অবস্থিত বালিয়াতির জমিদার বাড়িটি তৎকালীন হিন্দু জমিদার গোবিন্দ রাম সাহা কর্তৃক স্থাপিত। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত লবণ ব্যবসায়ী। এই জমিদার এবং তার পরবর্তী বংশধর যেমন দধীরাম, পণ্ডিতরাম, আনন্দরাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। তার অন্যতম নজির ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল। অবশেষে এক রাশ মগ্ধতা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা দুটি ভিন্ন জগতে পরিভ্রমণ শেষে উপনীত হয় তাদের অতি প্রিয় নিজ ক্যাম্পাসে।

২১ শে ফেব্রুয়ারি- ২০১৩

মহান শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিঁতার পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি "দৈনিক সমকাল' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক কবি নাসির আহমেদ।

মহান শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব খায়রুল আলম সবুজ

মহান শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি "দৈনিক সমকাল' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক কবি নাসির আহমেদ'কে ক্রেস্ট প্রদান করছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী।

বালক শাখায় ২১ শে ফেব্রুয়ারি (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস) ২০১৩ অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রতিবারের মতো এবারও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করেন বালক শাখার উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, রেক্টর জনাব লে. কর্নেল অবঃ খন্দকার ওবায়দুল আনোয়ার এবং তত্ত্বাবধায়ক আলেয়া ফেরদৌসী।

এ উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা দেয়াল পত্রিকা তৈরি করে যা পুরো বছরের বিশেষ আকর্ষণ। এ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজি হাতের লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব কার্যক্রম ২১ তারিখের আগে সম্পন্ন হলেও পুরস্কার প্রদান করা হয় ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রধান অতিথির হাত দিয়ে। প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করে ছাত্রদের উৎসাহিত করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব খায়রুল আলম সবুজ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শাখার শিকক্ষমণ্ডলীর সার্বিক দিকনির্দেশনা ও পরিকল্পনায় পরিবেশিত হয় কবিতা আবৃত্তি, গান, নাটক, ছায়াচিত্র, নৃত্য ইত্যাদি।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও বালক শাখায় কিছুটা হলেও নতুনত্ব সহকারেই ২১ শে ফেব্রুয়ারি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

বালিকা শাখায় যথাযথ মর্যাদায় প্রতিবারের ন্যায় এবারও "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" পালন করা হয়। স্কুল প্রাঙ্গনে নবনির্মিত শহীদমিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের আত্মার প্রতি সম্মান জানানো হয়। এদিন প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ জনাব ইঞ্জিনিয়ার গোলাম দস্তগীর এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সকলের সঙ্গে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ শে ফেব্রুয়ারি' গানটি গেয়ে দিবসের উদ্বোধন করেন। সকাল ৯ টায় প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এখানে প্রধান অতিথি হিসাবে 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক কবি নাসির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। জনাব গোলাম দস্তগীর এবং অধ্যক্ষ বেলায়েত হুসেন প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। গোলাম দস্তগীর তাঁর ভাষণে বলেন ২১ এর সংগ্রাম অনুপ্রাণিত করেছে দেশকে স্বাধীন করার। ৫২র ভাষা আন্দোলন দেশকে স্বাধীন করার অনুপ্রেরণা দেয়। তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের তারুণ্যে আমরা এদিনটি পালন করবো।"

কবি নাসির মনে করেন আমাদের ভাষাকে ৭০০ বছর পূর্বেও অপমান করা হয়েছে। স্কুল সম্পর্কে তিনি বলেন জনাব আজহার সাহেব একটি অসাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশকে ভালবাসতে হবে। যারা সত্যিকার সৎ তারা অন্যায় করে না। সৃজনশীলতাই শিক্ষা। কর্মজীবনে মানুষ হতে হলে বৈষয়িক চিন্তা বাদ দিয়ে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। দেশটা দুঃখী। দেশকে সবার ভালবাসতে হবে। তিনি সকল পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মহান শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত "দৈনিক সমকাল' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক কবি নাসির আহমেদ, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জনাব এম এ গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও শাখা প্রধানগণ।

মহান শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার ছবি পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি "দৈনিক সমকাল' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক কবি নাসির আহমেদ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন ট্রাস্টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এম এ মালিক এবং উপস্থিত রয়েছেন বালক শাখার রেক্টর লে. কর্নেল (অব:) খন্দকার ওবায়দুল আনোয়ার, প্রধান অতিথি দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক কবি সোহ্‌রাব হাসান, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম ও উপাধ্যক্ষ সেলিনা বানু।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতির জনক। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। বাঙালি জাতির জনকের এই জন্ম দিনটিকে বাংলাদেশের জাতীয় শিশুদিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

'সকল শিশুর সমান অধিকার ও নিরাপদ বসবাস'– জাতীয় শিশুদিবসের মূল অঙ্গিকার। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অত্র প্রতিষ্ঠান একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠানের ওয়ালিউর রহমান গাজী হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে। প্রধান অতিথির আগমনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অতিথি ছিলেন সাংবাদিক, কলামিস্ট ও কবি সোহ্‌রাব হাসান, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অত্র প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সভাপতি জনাব এম এ মালেক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উৎসাহমূলক বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক কবি সোহ্‌রাব হাসান।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক কবি সোহ্‌রাব হাসান।

এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

(ছোট্ট এই জংশনে থেমেছিল কিছুক্ষণ)

বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'মিস প্রিপারেটরী'র সাথে ট্রাস্টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এম এ মালিক, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও শিক্ষক শিক্ষিকামণ্ডলী।

বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ট্রাস্টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এম এ মালিক, সদস্য জনাব ড. ম তামিম, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, উপাধ্যক্ষ সেলিনা বানু, প্রাথমিক শাখার প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক নিগার নাজনীন ও শিক্ষক শিক্ষিকামণ্ডলী।

২৫ মার্চ ২০১৩ এইচ এস.সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ড. ম. তামিম। ভালোবাসা, আবেগ আর কান্নায় ১ম বর্ষের ছাত্রীরা অনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দিয়েছিল তাদের অগ্রজদের। সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন শিকক্ষগণ। এস.এস.সি পাশের পর এই প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্কুলের ছাত্রীরা আসে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশুনার জন্য। এখানে ভর্তির ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা হয়। বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা এই সকল ছাত্রীরা যখন এখানে একত্রে পড়াশুনা করে তখন সকলে মিলে এক আত্মা হয়ে যায়। হয়ে যায় Perpetuatorian. শ্রেণিকক্ষে পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের শিক্ষায় উজ্জীবিত ছাত্রীদের কলকাকলিতে মুখর থাকে এই প্রাঙ্গনটি প্রায় পনের মাস। চলে আসে বিদায়ের পালা। ছোট এই গণ্ডি পেরিয়ে জীবনে অবারিত সম্ভাবনার দিকে হাত বাড়ানোর সময় হল এইক্ষণ। তাই যে যত বেশী পরিশ্রমী হবে তার ভবিষ্যৎ ভিত তত বেশী মজবুত হয় এই দু'বছরে। ছাত্রীদের মুখের হাসি দেখার প্রতীক্ষায় থাকেন শিক্ষকগণ। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা। বক্তব্য অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে গান, নাচ, কৌতুক ও বিশেষ নাটক অনুষ্ঠিত হয়, যার অংশ গ্রহণে ছিল শুধুমাত্র ছাত্রীরা।

২৫শে মার্চ, ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয় বালক শাখা বাংলা মাধ্যমের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের বিদায় সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার এম এ গোলাম দস্তগীর। সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম। অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১০টায় এবং শেষ হয় বেলা ১টায়। মঞ্চসজ্জা, ব্যানার তৈরি, আসন ব্যবস্থা ও পুরস্কার ক্রয় করেন মাসুদুর রহমান ও শহীদুল ইসলাম, ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রতাপ চন্দ্র মণ্ডল ও সঙ্গীতা শর্মা। ছাত্রদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত ছিলেন সঙ্গীতা শর্মা, লাইলা জামান। অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র তৈরি ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন দুলাল চন্দ্র মণ্ডল ও উম্মে হাসিনা। সার্বিক শৃঙ্খলা ও ভলান্টিয়ার নির্বাচন করেন শহীদ আলী ও অতীন্দ্র কুমার। একাদশ শ্রেণির ক্যাপ্টেনরা বিদায় সংবর্ধনাতে অনুষ্ঠান ঘোষণার দায়িত্ব পালন করে। অনুষ্ঠানটি দুই পর্বে পরিচালিত হয়। প্রথমপর্বে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দ্বিতীয়পর্বে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জনাব ড. ম তামিম, উপস্থিত আছেন ট্রাস্টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এম এ মালিক, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, উপাধ্যক্ষ সেলিনা বানু ও প্রাথমিক শাখার প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক নিগার নাজনীন।

বিদায়ী ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করছেন প্রি-স্কুল শাখার তত্ত্বাবধায়ক বিলকিস বানু, উপস্থিত আছেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জনাব এম এ গোলাম দস্তগীর, বালক শাখার উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম ও রেক্টর লে. কর্নেল খন্দকার ওবায়দুল আনোয়ার।

স্বাধীনতা দিবস- ২০১৩

প্রধান অতিথি শেখ আফজাল হোসেন-কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন এবং উপস্থিত আছেন বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার চিত্রগুলো পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি শেখ আফজাল হোসেন, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, উপাধ্যক্ষ জিনাতুন নেসা।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বালক শাখার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মনিরুজ্জামান কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জনাব মসিহ্-উর রহমান ও উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি ব্যতিক্রমধর্মী সুবিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশের উপযুক্ত ও যোগ্য নাগরিক গড়ার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। এ ছাড়াও উদ্‌যাপিত হয় বাঙালি জাতির ঐতিহ্যপূর্ণ দিবসসমূহ। ২০১৩ সালের ২৬ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রিপারেটরী শাখায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৩টি গ্রুপে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় ৩টি গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। নির্বাচিত চিত্রগুলি হলরুমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান ৩টি অংশে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শেখ আফজাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ ছিল আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় অংশ নেন প্রধান অতিথিসহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ। আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তার আলোচনায় উঠে আসে স্বাধীনতার স্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল স্বাধীনতা, স্বাধীনতার গুরুত্ব, দেশের প্রতি ও স্বাধীনতায় নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় অংশে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি শেখ আফজাল হোসেন। দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের তৃতীয় ও শেষ অংশ। এই অংশে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

বরাবরের মতো এ বছরও ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস বেশ বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজন করা হয় বালক শাখাতে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু ও কারুকলা বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। এই দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এ উপলক্ষ্যে ছাত্ররা চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তিসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সপ্তাহব্যাপী পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারা মঞ্চ তৈরিসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সফলতার পরিচয় দেয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে ছাত্রীরা।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বালিকা শাখার অনুষ্ঠানে বিজয়ী ছাত্রীকে পুরস্কৃত করছেন প্রধান অতিথি শেখ আফজাল হোসেন ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছে ছাত্রীরা।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করছেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী জিনাত বরকত উল্লাহ, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়ত হুসেন ও বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ।

মানুষের গতানুগতিক জীবনের অবসাদ দূরীকরণে বিনোদন কখনও জীবনে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সুস্থ ও রুচিশীল বিনোদন মানুষের চিন্তা চেতনাকে যেমন পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার উন্নয়ন ও মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশে সংস্কৃতি-চর্চা অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতি-চর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রদান করা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই একটি উপায়। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিবারের মতো এ বছরও ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবিকাশ এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে বিগত ১৭ আগষ্ট থেকে ২২ আগষ্ট পর্যন্ত 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৩' পালনে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৩' পালন উপলক্ষ্যে ক্রীড়া ও গানের শিক্ষকদের সাথে নিয়ে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় একটি পরিচালনা কমিটি। বিষয় নির্বাচন, বিচারমণ্ডলী নিয়োগ, কর্মসূচি, প্রণয়ন, পুরস্কার ক্রয়, উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপ-পরিষদ গঠিত হয়। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত আয়োজন ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সকলে সচেতন ও আন্তরিক ছিলেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ১৭ ও ১৮ আগষ্ট প্রাথমিক বাছাই শেষে মনোনীত প্রতিযোগীদের নিয়ে ১৯,

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী জিনাত বরকত উল্লাহ।

প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী জিনাত বরকত উল্লাহ কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী জিনাত বরকত উল্লাহ।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিজয়ী ছাত্রের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী জিনাত বরকত উল্লাহ।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ অনুষ্ঠানে 'ফ্যাশন শো' করছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীবৃন্দ।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ অনুষ্ঠানে 'ফ্যাশন শো' করছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃন্দ।

২১ ও ২২ আগষ্ট চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিযোগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশনা দর্শক-শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে তুলেছিল। অভিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী দ্বারা যোগ্যতম প্রার্থীকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইত্যাদি স্তরে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী ঘোষণা করার মধ্যে দিয়ে এই পর্বটি শেষ হয়েছিল।

প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের জন্য ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় 'পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'। অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও নাট্যব্যক্তিত্ব জিনাত বরকত উল্লাহ। তিনি প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বা মেধা বিকাশের সহজ পথ। আর সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর কথা আসলেই প্রথমে চলে আসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা। বিষয়টির বর্তমান গুরুত্বের উপলব্ধি থেকেই প্রতিষ্ঠানের বালক শাখায় প্রতি বছরের মতো এবারও পুরো এক সপ্তাহ জুড়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে বিগত আগষ্ট মাসের ১৭ তারিখ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত। বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে তাদের জন্য বাংলা এবং ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি, সংগীত, একক অভিনয়, উপস্থিত বক্তৃতা এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছাত্ররা এসব প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের ও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ প্রতিযোগীদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। অতঃপর সপ্তাহের কর্মব্যস্ততার অবসান ঘটিয়ে চূড়ান্তভাবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীবৃন্দ।

প্রতি বছর আগমন ঘটে একদল মেধাবী নবীন শিক্ষার্থীর এবং সাফল্যের সাথে অধ্যয়ন সম্পন্ন করে বিদায় নেয় একদল প্রবীণ শিক্ষার্থী। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১লা জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় কলেজ শাখার বাংলা মাধ্যমের ২১তম ব্যাচ এবং ইংরেজি মাধ্যমের ২য় ব্যাচের Orientation Program 2013.

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব গভর্নরস্ এর সম্মানিত সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্- উর-রহমান। তিনি নবীনদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, যেহেতু তোমরাই আগামী দিনের দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিবে, সেহেতু পড়ালেখার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ অতীব জরুরি। তিনি ছাত্রীদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে তার মূল্যবান বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন। তিনি নবাগত ছাত্রীদের ভালোভাবে লেখাপড়া করে ভালো ফলাফল করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করে College Orientation Program 2013 এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১লা জুলাই সকাল ১০ ঘটিকায় কলেজ অডিটরিয়াম এ বালক শাখা বাংলা মাধ্যমের কলেজ ছাত্রদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের উপাধ্যক্ষ মিসেস মুর্শেদা শাহীন ইসলাম এর সভাপতিত্বে সকল শিক্ষক ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে যথাসময়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য ও একাডেমিক উপদেষ্টা জনাব ইঞ্জি. গোলাম দস্তগীর। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিজ্ঞান শাখার শ্রেণী শিক্ষক জনাব শহীদ আলী এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শ্রেণী শিক্ষক অতীন্দ্র কুমার দাস। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।

সব ভাল তার, শেষ ভাল যার।
উইলিয়াম শেক্সপিয়ার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির শিক্ষিত জাতি তৈরীর কারখানা আর রাষ্ট্র ও সমাজের সব চাহিদার সরবরাহ কেন্দ্র।
আবুল ফজল

নবীনবরণ-২০১৩

একাদশ শ্রেণির নবীন ছাত্রীদের একাংশের ফটোসেশন।

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জনাব এম এ গোলাম দস্তগীর কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে ছাত্রদের অংশগ্রহণে নাটকের একাংশ।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছে ছাত্ররা।

গত ১২/০৯/২০১৩ অত্র প্রতিষ্ঠানের বালিকা শাখার একাদশ শ্রেণি (২১তম ব্যাচ) এর ছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন। সকাল ১০ টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা ফুল দিয়ে নবাগত ছাত্রীদের বরণ করে নেয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ড. মুস্তাফিজুর রহমান। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ম- শৃঙ্খলা মেনে চলার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, নিয়মিত পড়াশোনার মাধ্যমেই একজন ছাত্রী তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে। একাদশ শ্রেণির পক্ষ থেকে তিনজন ছাত্রী তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। তারাও তাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন সুশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশসেবা। তিনি নিজ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাঙালিদের সাথে তাঁর নিজের সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতার বর্ণনার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন নবাগত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে কলেজ অডিটেরিয়াম (৭ম তলা)-এ বালক শাখার নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। নবীনবরণ উপলক্ষ্যে অডিটেরিয়ামটি বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্রদের সাথে অভিভাবকগণও যোগ দেন। প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টের সম্মানিত সদস্য ও কলেজ একাডেমিক কমিটির সম্মানিত উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. গোলাম দস্তগীর প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাখা প্রধানগণ, স্বাগত বক্তব্য দেন ইংরেজি ভার্সনের রেক্টর লেঃ কর্নেল (অব.) ওবায়দুল আনোয়ার। শ্রেণী শিক্ষকগণ নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কলেজের শৃঙ্খলা বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল মুর্শেদা শাহীন ইসলামের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ছাত্ররা কবিতা আবৃতি, গান এবং বিশেষ অনুষ্ঠান মঞ্চনাটক উপস্থাপন করে। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন। ১৫ই আগষ্ট আমাদের জাতীয় শোকদিবস।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিবছরের মতো এ বছরেও এই দিনটিকে সুন্দরভাবে মর্যাদার সাথে পালন করে। বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে ১৫ আগষ্ট ২০১৩, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ৩৮ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে উপস্থি'ত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন শাখার প্রাধানগণ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। এতে বক্তব্য রাখেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মসিহ-উর রহমান, বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন, বালক শাখার ইংরেজি মাধ্যমের রেক্টর লে. কর্নেল (অব.) খন্দকার ওবায়দুল আনোয়ারসহ আরও অনেকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বার্ষিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন তৈরীতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে সম্পাদনা পরিষদ গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। প্রতিবেদকগণ- প্রকাশ কুমার দাস, খালেদ মোশাররফ, ড. আনোয়ারুল ইসলাম, মাহফুজা বেগম, রেহানা হোসনে আখতার, রাবেয়া হাবীব, শানজিদা চৌধুরী, শামীম আরা, তাসমিয়া আহমেদ, নূরুন নাহার হোসেন, শাহনাজ করিম, দুলাল চন্দ্র মণ্ডল, নাজমা পারভীন, রওশন আরা, এম. এস নবী, কামরুন নাহার বাণী, কাজী উম্মে সালমা হক, দিলরুবা বেগম, ড. শাহনাজ পারভীন, সাদেকুল আলম, আফরোজা খানম ও কে এম মাসুদুর রহমান।

Green Apple Day of Service at the Preparatory Premises

Rally on the occasion of Green Apple Day of Service

On that day, the school premises really appeared with a new dimensional look and became greener than any other day. Innocent students with live plants created a heavenly atmosphere. It was 28th September. When Spandan B proposed, grabbed the opportunity as I and my students had been waiting for such an extra ordinary learning activity since long time, which is not like the bookish curriculum.

In 2012, on this day approximately 169,000 volunteers participated in more than 1,250 service projects in 49 countries around the world. Green Apple (An American organization) a cause-marketing initiative gives individuals, companies and organizations the opportunity to transform all our schools into healthy, safe learning places. It is powered by volunteers who participated in community-based efforts and funded by donation. With a view to economizing the maintenance and serving for the safe and green earth, this organization mostly focuses on the school children. At this founding stage, this learning will bring the long term effect for their coming future. Three schools in Bangladesh have joined to this colossal movement for the first time and our school is one of them. This is definitely a good news for us.

To save natural resources is the most prior issue now a days. Our existence has become threatened for this reason. That's why it is said- "There will be no third world war - if there is any it will be for pure water."

In the context of Bangladesh, it is high time we initiated. Our forest, water bodies, air-the surrounding has been appeared to be polluted. Many reasons are behind it but ignorance is one of the vital causes. So through observing this program we want to convey this message to our future generation - 'school children' who will be

Tree plantation on the occasion of " Green Apple day of service" by the chief guest Dr. M. Tamim.

the decision maker to protect and maintain the eco system.

Green is the symbol of life and a green apple represents the health and nature. Its green color takes us to the green era of our existence. Once in the USA, with a view to popularizing the spinach among the small children 'Popeye the Sailor Man' carton show was introduced widely and it worked like magic.

One committee was formed to observe the day with the Principal and different Vice-Principals of different sections of Mohammadpur Preparatory Higher Secondary School.

The Committee was supervised by Masih-ur-Rahman, The country director of Spandand B

The other associated persons' names have been given below:-

- **Belaet Hossain**, Principal
- **Zeenatun Nessa**, Vice Principal, Girls' Wing
- **Selina Banu**, Vice Principal, Bengali Medium
- **Morsheda Shaheen Islam**, Vice Principal, Boys Section
- **Morshedul Alam**, Executive, Spandan B
- **Nurun Nahar Hossain**, Coordinator (Teacher, English Version, Girls' Wing)

There was an eye-catching program on the 28th September. The festival began with cleaning the school campus. Students from all sections participated there. Then there was a beautiful rally. The students in white T-shirt, holding

Audience in the seminer on the occasion of "Green Apple day of service".

colourful banners, slogan and festoons, made the divine radiance of the day. Then the chief guest of the program Dr. M Tamim (acted as a Special Assistant, Ministry of energy and mineral resources to the chief advisor of the last caretaker government of Bangladesh) arrived in the campus and planted a tree by himself. Then the ceremony began with the welcome speech by the coordinator. After that the country director of Spanda B came up with his speech and introduced the Green Apple organization. He also explained the objectivities and target of the Spandan B.

Meanwhile about five hundred apples were distributed among the audience, guests along with the students. The whole hall room turned into a feast of the eye within a few minutes. The combination of white and green were such

Students cleaning school premises on the occasion of " Green Apple day of service".

Tree Plantation on the occasion of " Green Apple day of service" by the studens.

deeply interfused that everybody will remember the scene for long time.

Then few students exchanged their view, experience and feeling about the program and the green apple day. Then the chief guest delivered his valuable speech. This part continued through asking questions and delivering answers on the environmental issues and their participation made the program more live and attractive. At last the prize giving ceremony began. All the winners of different competitions were awarded with green plants that enhanced the importance of the celebration.

Our students, planted more than two hundred trees, cleaned the school campus, made posters, wrote slogans, and essay, drew pictures and many other things. After that, they became surprised to see the clean and newly re-arranged campus. It was beyond their imagination that their well-known campus can can turn into such a new look only because of their simple initiative.

They became happy to discover their ability that they can change something-can remake something and also can contribute for such a noteworthy event. They expressed their experience of the habitual interchange and alternation of the emotion of joy and work. Their feeling for nature found expression.

I really enjoyed the moment of metamorphosis of their cognitive horizon. At least for one day they got rid of the mood of melancholy which is a common phenomenon now a days among most of the urban children. But we are committed to continue this as routine wise practice.

I am very grateful to SpandanB to support and encourage us and the school authority to permit me and my students to have such an extraordinary day. I also wish to lay my gratitude for all the teachers without whom it would not be possible to have this program. I am very thankful to all my students who added a profound flavor to the occasion. Through this event our students will be habituated very soon to keep clean their school campus. They will also be able to be more organized and realize the significance of the day and undoubtedly our school, country and the earth will get conscious inhabitants-who will preserve the proper eco-system to ensure the man kind's existence in the world.

Posters and Slogans on the occasion of " Green Apple day of service".

Nurun Nahar Hossain
Asst. Teacher
Girls English Version

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল : একটি স্বপ্ন-পদযাত্রা এবং সফলতা

স্বাধীনতার পর মোহাম্মদপুর ইকবাল রোড (ব্লক-এ) তে বসবাসরত মানুষ এলাকার নানাবিধ সমস্যা- ছেলেদের ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতা, শিক্ষার ক্ষেত্রে কাছাকাছি মেয়েদের ভাল স্কুল না থাকা, ছেলেদের নিচের দিকের অর্থাৎ প্রাইমারি ক্লাসসহ স্কুল না থাকা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, পানি-বিদ্যুতের সমস্যা ইত্যাদি নানাবিধ সমাজকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যাবলির সঠিক নির্ধারণ ও সমাধানকল্পে এলাকাবাসীদের নিয়ে ২৪ জুন, ১৯৭৩ সনে মোহাম্মদপুর কল্যাণ সমিতি গঠন করে। এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি জনাব মৃত একরামুল হক সাহেব, প্রাক্তন মেম্বার পাবলিক সার্ভিস কমিশন'কে চেয়ারম্যান এবং আমাকে ভাইস চেয়ারম্যান এবং আব্দুল মতিন সাহেবকে সেক্রেটারি করে কমিটি গঠিত হয়। কমিটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান প্রিপারেটরী স্কুলের পূর্বদিকে (পূর্বে যেখানে হাউজিং এর গোডাউন ছিল) স্থান নির্দিষ্ট করে। বিদ্যাশিক্ষার সমস্যা প্রথমেই চিহ্নিত হয় এবং কল্যাণ সমিতি মেয়েদের প্রাইমারী স্কুল অর্থাৎ শিক্ষার প্রাথমিক দিকের ক্লাস নিয়ে স্কুল করার স্বপ্ন দেখে–তাই স্কুলের নাম রাখা হয় প্রিপারেটরী গার্লস স্কুল। পরবর্তীতে অল্প কিছু ছেলেদেরকেও পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়- কিন্তু গার্লস স্কুল হিসাবেই বেশী পরিচিতি লাভ করে। স্কুল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল ক্লাস ফাইভ (প্রাইমারি) পর্যন্তই স্কুল রাখা হবে- ছাত্রীছাত্ররা পরবর্তীতে ভাল স্কুলে ভর্তি হবে–এই প্রচেষ্টায় স্কুলের নামকরণ প্রিপারেটরী স্কুল রাখা হয়। কোন কিছুই এমনি এমনি ঘটে না। স্কুল আজ যে পর্যায় এসেছে, বহু লোকের আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টাই এই সার্থকতার কারণ। এই ইতিহাস অনেকেরই জানা নাই-থাকার কথাও না, সেই কথাই লিখতে বসেছি–"স্মরণ করার চেষ্টা করছি" সবার প্রচেষ্টার কথা।

কল্যাণ সমিতিতে এলাকার অনেক মানুষই জড়িত ছিল। বিভিন্ন মতামতকে সামনে রেখে সঠিক মতামত গ্রহণ করাই সাফল্যের সঠিক মাপকাঠি। এ জন্য প্রয়োজন একজন সুদক্ষ, অভিজ্ঞ এবং সৃজনশীল মানুষ। তাই এলাকার অনেককে অসন্তুষ্ট করেও ইকরামুল হক সাহেবের পরিবর্তে মরহুম কাজী আজহার আলী সাহেবকে কল্যাণ সমিতির সভাপতি করার চেষ্টা করি এবং সফলও হই; যদিও অনেকেই আলহাজ্ব হেলাল উদ্দিন সাহেবকে চেয়ারম্যান করার চেষ্টা করে। সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি-পরবর্তীতে কাজী আজহার আলী সাহেবকে আনার জন্য একদিকে স্কুল যেমন এগিয়ে গেছে অন্যদিকে কল্যাণ সমিতি থেকে পৃথক হয়ে স্কুলের জন্য ভিন্ন কমিটি হয়, যার প্রথম চেয়ারম্যান হন কাজী আজহার আলী, আমি ভাইস চেয়ারম্যান এবং মরহুম ওয়ালিউর রহমান গাজী হন প্রথম সেক্রেটারী। স্কুল যদিও কল্যাণ সমিতির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু পরবর্তীতে প্রয়োজনের নিরিখেই স্কুলটির জন্য ভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। শুরুতে হাউজিং সোসাইটির গোডাউনটি ১০ টাকায় ভাড়া নিয়ে স্কুলটি চালু হয়। স্কুলে আমাদের সার্থকতা, এলাকায় ভাল স্কুল না থাকায় ধীরে ধীরে প্রিপারেটরী স্কুলটি মাধ্যমিকে রূপ নেয়; পরবর্তীতে মাধ্যমিক বালকদের জন্য পৃথক শাখা, বাংলা ভার্সনের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সন চালু করা হয়।জায়গা ক্রয় এবং উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এরপর ভাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ দিয়ে স্কুলের ছাত্রীদের ভাল ফলাফল করার চেষ্টা করা হয়। সফলতা আসে। পর পর দুইবার শ্রেষ্ঠ স্কুলের পুরস্কার অর্জন ছাড়াও ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ১০টি স্কুলের একটিতে পরিণত হয়। কবির ভাষায়-

বহু বছরের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে এ ফুল, এ মাধবি এ আনন্দ ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

স্কুলটি কোন ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্ঠায় যেমন গড়ে উঠে নাই, তেমনি সকলের সমবেত প্রচেষ্ঠার কথা অস্বীকার করা হবে নিতান্তই মিথ্যা-ইতিহাস বিকৃতি যেটা মোটেই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয়। সত্য-সত্যই। Truth alone is not enough, it has to be demonstrated. Founder Member -দের মধ্যে আমি, জনাব এফআর খান এবং এম.এ. সাত্তার সাহেব ছাড়া সবাই ইন্তেকাল করেছেন। পরে আরো অনেক লোকই সদস্য হচ্ছেন। এই স্কুল থেকে বহু ছাত্রী ভালভাবে পাশ করে ভাল ভাল পেশায় নিয়োজিত আছে-থাকবে এই আশা করছি এবং স্কুলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। একটি ভাল স্কুলের সঙ্গে থেকে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেও আনন্দিত।

আমি BOT-র বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য। পরবর্তীতে যারা আসবে তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা সততা দ্বারা স্কুলটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আমার প্রত্যাশা। ভালো কাজে সব সময়ই আল্লাহ সহায় হোন-আশা করি প্রিপারেটরী স্কুলের জন্য যাদের অবদান রয়েছে সবাইকে আল্লাহ তাদের এই সুন্দর কাজের যেমন সম্মান দেবেন তেমনি স্কুলটিকেও আগামীতে আরো ভালো স্কুলে পরিণত করবেন এই প্রার্থনা করছি।

স্কুলে বহু শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন, বর্তমানেও অনেকে কাজ করেছেন। চেষ্টা করেছি সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করার। অনেকেই দায়িত্ব পালনের নামে বিষয়টি বিবেচনা করেন না। শিক্ষকদের সহযোগিতার ফলেই স্কুল সফল হয়েছে, সম্মানিত হয়েছে। আমি হতে পেরেছি সম্মানিত স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, যাতে সুষ্ঠু সুন্দর বিনোদনের মাধ্যমে সময়কে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য খেলা-ধুলার (Outdoor-indoor) ব্যবস্থা কল্পে স্কুলের পূর্ব দিকের মাঠে উদয়াচল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। মরহুম ওয়ালীউর রহমান গাজী সাহেবের বিশেষ অনুরোধে আমি নিজস্ব অর্থায়নে ক্লাব ঘরটি নির্মাণ করে দেই। এখনও ক্লাবটি ভালভাবেই চলছে। স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টস এই মাঠেই হয়। পরবর্তীতে ক্লাব ঘরটি সম্প্রসারণ করার ব্যয় বহন করি।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তারাই যারা প্রতিষ্ঠার সময় সংশ্লিষ্ট থাকে। নিম্নে

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের তালিকা দেওয়া হল।
প্রতিষ্ঠাতা : মোহাম্মদপুর কল্যাণ সমিতি।
প্রতিষ্ঠার তারিখ : ২৪ জুন, ১৯৭৩
List office bearer (List Committee)
SL No. Name Designation
Sd/-
E: Haque

২৪. ০৬. ১৯৭৩

SL No.	Name	Designation
1.	Mr. Ekramul Hoque	Chairman
2.	Mr. Waliur Rahman Gazi	Vice Chairman
3.	Z.R. Zahid	Vice Chairman
4.	Md. Sulaiman Ali	General Secretary
5.	Mr. Samsul Huda	Joint Secretary
6.	Mr. Samsuddin Ahmed	Joint Secretary
7.	Mr. Ashraful Hoque	Treasurer
8.	Mr. Badanuddin Ahmed	Cultural Secretary
9.	Abul Laiskhan	Sport Secretary
10.	M.A. Matin	Member
11.	A.M. Mozamm ael Hossain	Member
12.	Mr. Atauddin Khan	Member
13.	M.A. Malik	Member
14.	Dr. M.H. Chowdhury	Member
15.	Mr. Mozammel Hoque	Member
16.	Mr. Azizul Islam	Member
17.	Mr. Mahbubur Rahman	Member
18.	Mr. Samsuzzaman	Member
19.	M.A. Sattar	Member
20.	Mr. Modasser Ali	Member

১৯৭৪ইং এর জানুয়ারী থেকেই মাত্র ১৭জন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি হাউজিং এর গোডাউনে শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ওয়ালিউর রহমান গাজী সাহেব কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি হন এবং আমি সহ-সভাপতি হই।

আভ্যন্তরীণ কলহের জন্য কল্যাণ সমিতির কমিটিতে বিভাজন হয়। ১৯৭৬ সনে স্কুলটির জন্য একটি আলাদা কমিটি হয়। সেই কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা শ্বেত পাথরের গায়ে লেখা আছে। জনাব মরহুম কাজী আজহার আলী সাহেব চেয়ারম্যান, আমি ভাইস চেয়ারম্যান, ওয়ালিউর রহমান গাজী সেক্রেটারি এবং মাসিহ্-উর রহমান সাহেব কোষাধ্যক্ষ সহ ১৭ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। এভাবেই স্কুলটির জন্য পৃথক কমিটি গঠিত হয়। যাদেরকে আজ আমরা স্মরণ করি না-অথচ যারা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তাদেরকে মূল্যায়ন না করলে সত্যের অপমান হবে-ইতিহাস হবে না-হবে একটি বিকৃত ইতিহাস, একটি মিথ্যাচার। ভাল স্কুলের জন্য প্রয়োজন প্রয়োজনীয় ভাল অবকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন। এ ব্যাপারে আমি কিছু লিখব আগামী প্রজন্মের জন্য।

ক) অবকাঠামো :

সুন্দর ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর জন্য প্রকৌশলী এম. এ গোলাম দস্তগীর সাহেবকে ১৯৮৯ সনে স্কুল কমিটির সদস্য করা হয়। মূলত: উনার উদ্যোগে, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও কাজী আজহার আলি এবং নিম্নে বর্ণিত কন্সট্রাকশন কমিটির গতিশীল নেতৃত্বেই বর্তমান অবকাঠামোগুলো নির্মাণ হয়। ১৯৯২ ইং তারিখে নির্মাধীন কন্সট্রাকশন কমিটি হয়। কমিটি নিম্নরূপ–

১) জনাব আতাউদ্দিন খান, সভাপতি
২) জনাব মসিহ্ উর রহমান, সহ সভাপতি
৩) জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর, সেক্রেটারি
৪) জনাব এম. এ. মালিক, সদস্য
৫) জনাব আজিজুল ইসলাম, সদস্য সচিব ম্যানেজিং কমিটি
৬) জনাব গাজী আনোয়ার হোসেন, সদস্য

প্রতি বছরেই স্কুল কর্তৃপক্ষ স্পোর্টস এর জন্য প্রধান অতিথি করেন। গত বছর এসেছিলেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম

নাহিদ। তিনি স্কুলের Infrastructure ও Laboratory দেখে বললেন এমন ভালো Lab অনেক কলেজেও নেই এবং নেই সুন্দর অবকাঠামোও। ১৫/১ ইকবাল রোডই নয়, ৩/৩ আসাদ এভিনিউ (বালক শাখা), ৭৩/সি আসাদ এভিনিউ (প্রি স্কুল শাখা) এই ৩টি বিল্ডিং এর প্রায় নতুন সমস্ত কাজই দস্তগীর সাহেব করেন। আমি সভাপতি হিসাবে অবকাঠামো নির্মাণে দস্তগীর সাহেবের প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। কমিটিতে অনেকেই ছিলাম। কিন্তু অত্যাধুনিক অবকাঠামো নির্মানে তাঁর দূরদর্শিতা এবং জ্ঞানের গভীরতায় আমি খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম। অবকাঠামোতে গেট থেকে শুরু করে সব কিছুতেই তাঁর বুদ্ধিমতায় পরিচয় আছে।

মূলত স্কুলের saving থেকেই অবকাঠামো নির্মিত হয়। অল্প কিছু সাহায্য সরকারের নিকট থেকেও পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ–

1) 40 Lac Facility Department, Gov, 1996 (2nd Floor, New Building)
2) 4 Lac Ministry of Education, Gov, (Kazi Jalal Uddin Secretary Education)
3) 7 Lac Ministry of Education, Gov, Quazi Azher Ali, Secretary Education.
4) 40 Lac Facility Department, Gov, Zimnisium 2002.

Academic Development

কাজী আজহার আলী সাহেবের বুদ্ধিমত্তা, সঠিক এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে ধীরে ধীরে স্কুলের মান বৃদ্ধি পায়। জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর সাহেবকে একাডেমিক উপদেষ্টা করা হয়। তিনি অধ্যক্ষ জনাবা জাকেরা রহমানের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রথমে ৫ম শ্রেণি এবং ৮ম শ্রেণি এর বৃত্তিতে মোহাম্মদপুর এলাকার প্রায় সব বৃত্তিই প্রিপারেটরী স্কুলে ছাত্রীদের পেতে বিশেষ সহযোগিতা করেন। যা এখনো বজায় আছে। Win creates new Win. ১৯৯৫ সনে প্রথম বারের মত কাঙ্ক্ষিত ফল অর্থাৎ Best স্কুল Award অর্জিত হয়। ১৯৯৪ সনে প্রথম, দ্বিতীয় ও ৪র্থ সহ একাধিক ছাত্রী এস এস সি পরীক্ষার মেধা তালিকায় থাকে যা স্কুলটিকে একটি মাইল ফলক বা অত্যন্ত ভাল স্কুল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সাবেক অধ্যক্ষ জাকেরা রহমানের প্রচেষ্ঠায়, দস্তগীর সাহেবের ছাত্রীদের Motivation Process এবং ছাত্রীদের চেষ্টায় স্কুলটি ঢাকা শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে সুনাম অর্জন করে। বিজয় একটি ঘটনা কিন্তু বিজয়ীর মনোভাব একটি অনুপ্রেরণা। এই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সনে দ্বিতীয় বারের মত শ্রেষ্ঠ স্কুলের সুনাম অর্জিত হয়।

স্কুলটির কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়, কলেজ খোলা হয় (১৯৯৩)। Boys Section খোলা হয় (২০০৫), Pre-School Section খোলা হয় (২০১০)। ৩টি স্কুলেই প্রয়োজনের নিরিখে English Version চালু করা হয় এবং বর্তমানে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভার্সনেই ফলাফল ভাল হচ্ছে। সরকার যে দশটি স্কুলকে ২০১৩ সালে শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে স্বীকৃতি দেয় মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল তার মধ্যে একটি এবং অত্র এলাকায় শ্রেষ্ঠ মেয়েদের স্কুল হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত। আমার জানামতে জনাবা জাকেরা রহমান সব অধ্যক্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার প্রচেষ্টার ফসল আজকের এই প্রিপারেটরী স্কুল। মূলত অধ্যক্ষ জাকেরা রহমান স্কুলটির ভাল ফলাফলের রূপকার, যাকে সক্রিয় সহযোগিতা করেন গোলাম দস্তগীর সাহেব। ১৯৯৮ সনে সাংসদীয় অধিকারে এলাকার সাংসদ স্কুলটির সভাপতি হতে চেষ্টা করেন। সকল শিক্ষক সেদিন আমাদের প্রতি যে অসামান্য সম্মান দেখিয়েছে তাতে দস্তগীর সাহেবের পরিশ্রম ছিল অসামান্য। বয়সে অনেক ছোট হলেও তার একান্ত প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

১৯৯৮ সনে সাংসদীয় অধিকারে এলাকার সাংসদ স্কুল ও কলেজটির চেয়ারম্যান হতে চেষ্টা করেন। সকল শিক্ষক শিক্ষিকা সেদিন ম্যানেজিং কমিটির প্রতি আস্থা এবং অসামান্য সম্মান দেখিয়ে M.P.O Surrender করেন। এ ব্যাপারে মরহুম কাজী আজহার আলী, জনাব এম. এ. গোলাম দস্তগীর, মরহুম এম. এ মালেক ও আমার পরিশ্রম এর ফলেই সম্ভব হয়েছিল। বয়সে অনেক ছোট হলেও দস্তগীর সাহেবের প্রচেষ্টায়ই এ অসামান্য কাজটি বাস্তবায়িত হয়। শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য M.P.O Surrender করলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ M.P.O ভুক্ত সকল সুযোগ সুবিধা যথাযথ প্রদানের আশ্বাস দেয় এবং বাস্তবায়িত করে।

স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা, স্কুলটিকে ভাল স্কুলে পরিণত করা মোটেই সহজ কথা নয়। আজ স্কুলটি সুপ্রতিষ্ঠিত। সবার ত্যাগ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরলস প্রচেষ্ঠা, অভিভাবক অভিভাবিকাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং ছাত্রীদের যথাযথ পরিশ্রমই স্কুলটিকে যশস্বী করেছে। আমি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পরিচালনা কমিটির সদস্য ও আজ চেয়ারম্যান হিসাবে থাকতে পেরে গর্বিত-সম্মানিত। স্কুলটির উত্তর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। যারা এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, পরবর্তীতে সদস্য হয়েছেন, এখন সদস্য, এই স্কুল সবার কাছে ঋণী। যারা জীবিত নাই তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি একরামুল হক সাহেবকে যিনি কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে স্কুলের কার্যক্রম শুরু করেন। বয়ঃভারে কিছু কথা স্মরণ করতে পারলাম না–সেজন্য দুঃখিত। আজকের এই প্রগতিশীল স্কুলটির এটিই সঠিক ইতিহাস।

আতাউদ্দিন খান
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট (লন্ডন), প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও গভর্নিং বডি

"মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল" এর যাত্রা শুরু হয় পরিত্যক্ত এই সিমেন্টের গুদামঘর থেকে ১৯৭৫ সালে ।

আজ তোমরা মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে ১৫/১ ইকবাল রোডে এক একর জমির উপর ছয় তলার চারটি ভবন, সুবিশাল খেলার মাঠ, আধুনিক অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, জিমনেসিয়াম, কম্পিউটার ল্যাব, লিফট, জেনারেটরসহ যা কিছু দেখতে পাচ্ছ তার শুরুটা ছিল পরিত্যক্ত একটি সিমেন্টের গুদামঘর থেকে। একদল নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ নিবেদিত প্রাণ মানুষের চেষ্টায় ১৯৭৫ সালে "মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল" এর যাত্রা শুরু হয়।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে মোহাম্মদপুর এ ব্লকের অধিবাসীদের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে "মোহাম্মদপুর কল্যাণ সমিতি" নামে একটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এ সমিতি এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাসহ নানা ধরণের জনকল্যাণকর কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই কল্যাণ সমিতি শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ১৯৭৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে সদস্য ছিলেন– জনাব কাজী আজহার আলী-সভাপতি, জনাব গাজী ওয়ালিউর রহমান-কনভেনর, জনাব আতাউদ্দিন খান, জনাব আব্দুল মালিক, জনাব এফ আর খান, জনাব আজিজুল ইসলাম, জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ, জনাব মোদাচ্ছের আলী, জনাব মসিহ-উর রহমান প্রমুখ।

১৯৭৫ সালে হাউজিং এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিস থেকে ১৫/১ ইকবাল রোডে পরিত্যক্ত গুদাম দু'টি স্কুলের জন্য বরাদ্দ নেওয়া হয়। সেই গুদাম ঘর দু'টির সংস্কার করে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে জানালা বসানো হয়, হার্ডবোর্ড দিয়ে পার্টিশন এবং উপরে সিলিং করে ক্লাসরুমের উপযোগী করা হয়। ক্লাসরুমের উপযোগী আসবাব তৈরি করে ১৯৭৬ সালে ৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে ১৭ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে পিজি, কেজি ও ক্লাস ওয়ান এর মাধ্যমে সূত্রপাত ঘটে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুলের।

স্কুল পরিচালনার জন্য নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি ১৯৭৬ সালে গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্যদের নাম খচিত পাথরের ফলকটি অডিটোরিয়াম ভবনের পূর্ব পাশের দেওয়ালে দেখতে পাবে।

সে সময় মোহাম্মদপুরের এই এলাকায় সেন্ট জোসেফ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল নামের দুটি খ্যাতনামা বিদ্যালয় ছিল এবং এ দুটি বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণি থেকে ছাত্রদের ভর্তি করা হতো। স্কুল দুটির খ্যাতির জন্য সমগ্র ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই স্কুলে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা বিরাজ করত। এতে করে এই এলাকার ছেলেমেয়েরা ভর্তি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। আমরা সে জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি সংস্কার করে ইংরেজি ও অংকের উপর গুরুত্ব দিয়ে সিলেবাস তৈরি করি। এমনভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় যেন নামকরা বিদ্যালয়গুলোতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে ভর্তি হতে পারে। আমাদের পরিকল্পনা যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ পেয়েছি পরবর্তী বছরগুলোতে যখন আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি ভর্তি হতে পেরেছে ঢাকার ভাল ভাল নামকরা প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে।

আমাদের লক্ষ্য ছিল যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত হয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভাল স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পায়, সেই ভাবেই প্রস্তুত করা। ভর্তির জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে স্কুলটি স্থাপন করার পরিকল্পনা হয়েছিল বলেই কাজী ভাই (কাজী আজহার আলী) এর প্রস্তাব মোতাবেক স্কুলের নামকরণ করা হয় "মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল"।

১৯৭৬ সালে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল খোলা হয়। ১৯৮১ সালে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হলে নামকরণ করা হয় মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী এন্ড গার্লস হাই স্কুল। ১৯৯৩ সালে যখন কলেজ খোলা হয়, তখন ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড "প্রিপারেটরী গার্লস কলেজ" নাম অনুমোদন করে। ১৯৯৯ সালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানে তিনটি ভাগ হয়; "মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল", "মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী গার্লস হাই স্কুল" এবং "মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়"। ২০০৪ সালে বালক শাখার জন্য অনুমোদন চাইলে বোর্ড "মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়" নামে প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদন দেয়।

অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য একটি প্রতিষ্ঠানকে করে তোলে অনন্য সাধারণ। সেটি চলতে শুরু করে সফলতার পথে, রচনা করে গৌরবগাথা। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তারই একটি উদাহরণ।

যে বৈশিষ্ট্যগুলো এই প্রতিষ্ঠানটিকে অসাধারণ করেছে তা হলো–

- বিদ্যালয় ও শাখা প্রধানগণ সম্পূর্ণরূপে একাডেমিক কার্যক্রমে নিয়োজিত। উন্নয়ন প্রশাসনিক বা আর্থিক সমস্যা দেখাশোনা করা তাঁদের দায়িত্ব নয়। এই জন্য তাঁরা তাদের মেধা, শ্রম ও সময় পাঠদানে ও একাডেমিক উন্নতির জন্য ব্যয় করতে পারেন।
- শিক্ষাদান ও তিন শতাধিক শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানের জন্য বিদ্যালয়ে ৯টি শাখা আছে, যার প্রধান প্রশাসনিক ভাবে প্রিন্সিপালের অধীনে হলেও নিজ শাখার দায়িত্বের ক্ষেত্রে শাখা প্রধানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রিন্সিপাল সমস্ত শাখার শিক্ষার মান এবং বাৎসরিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করেন ।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় যার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার অগ্রগতির ধারা অক্ষুণ্ন রয়েছে।
- ছাত্রছাত্রীদের Foundation মজবুত করার জন্য ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত এক ক্লাস উপরের সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজি ও অংক করানো হয়।
- বিদ্যালয়টি বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি সঠিক সময়ে ইংরেজি ভার্সন চালু করে সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে দ্রুততম সময়ে অবিশ্বাস্য সফলতা পেয়েছে।
- একাডেমিক শিক্ষা ছাড়াও বিদ্যালয়টি নিয়মিতভাবে সহপাঠ্যক্রম কার্যাবলী অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত পড়াশুনার পাশাপাশি ডিবেটিং ক্লাব, ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, ইকো ক্লাব, ফটোগ্রাফি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে।
- ট্রাস্টি বোর্ড বছর জুড়ে বার্ষিক ও বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে মতামত বিনিময় সভা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেন ।
- গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে আধুনিক ও অগ্রসর চিন্তা ধারার মাধ্যমে যুগোপোযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার পাশাপাশি উন্নত চরিত্র গঠন, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, শাখা প্রধানগণ, শিক্ষক, অভিভাবকমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীসহ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সবাই এই বিদ্যালয়কে আন্তরিকভাবে ভালবাসেন বলেই ৯টি শাখায় বিভক্ত এই সুবিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে অত্র এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে বিশেষভাবে নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক চর্চা ও প্রভাবমুক্ত।

নানা সীমাবদ্ধতার কারণে, তাড়াহুড়ো না করে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর একটি করে নতুন ক্লাস যুক্ত করে আমাদের ছাত্রদের দিয়েই স্কুলের কলেবর বাড়তে থাকে। এতে করে স্কুলের মান বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং এই স্কুল ১৯৯৩ ও ২০০০ সালে সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ধীরে ধীরে প্রচারিত ও প্রশংসিত হতে থাকে প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন। ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয় উত্তর দিকের ভবনের নিচতলা এবং এটি উদ্বোধনের জন্য কাজী ভাই তৎকালীন সরকারে শিক্ষা সচিব কাজী জালাল উদ্দিন আহমেদকে আমন্ত্রণ করেন, যিনি ভবনটির দ্বিতীয় তলা নির্মাণের জন্য চার লক্ষ টাকা অনুদান দেন।

কাজী ভাই তৎকালীন সময়ে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা থাকায় তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকারী অনুদানে দক্ষিণ ব্লকের ২য় তলা ও ৩য় তলা, উত্তর ব্লকের তৃতীয় ও চতুর্থ তলা এবং জিমনেশিয়ামটি নির্মাণ করা হয় । এছাড়া তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে ২০০৪ সালে বালক শাখা পৃথক করার লক্ষ্যে ৩/৩ আসাদ এভিনিউতে এবং ২০০৯ সালে ৭৩/সি আসাদ এ্যাভিনিউতে প্রি-স্কুলের জন্য নতুন দু'টি ভবন ক্রয় করা হয়।

সরকার নতুন শিক্ষা নীতি মোতাবেক মাধ্যমিক স্কুলগুলো একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি যুক্ত করে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাই ১৯৯৩ সালে একাদশ শ্রেণি চালু করা হয়। প্রথমে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

পরে বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়। এ সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০।

আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা ছিল না, এখনও নেই । উচ্চ শিক্ষার জন্য কাজী ভাই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি স্থাপন করেন যাতে আমাদের বিদ্যালয় প্রাথমিক ভাবে ঋণ ও স্থান দিয়ে সার্বিক সহোযোগিতা করে এবং তাদের ট্রাষ্ট্রি বোর্ড স্কুল থেকে ৫ জন সদস্য ট্রাস্ট হিসেবে গ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। ইতোমধ্যে আদাবরে ১০৫ কাঠা জমি কিনে নিজস্ব ক্যাম্পাসে নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। ইনশাল্লাহ্ আগামী ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি তাদের নতুন ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করবে এবং আমাদের বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক শাখা পশ্চিম দিকের দালানে স্থানান্তরিত হবে ।অন্য দিকে বিদ্যালয়টি ট্রাস্টের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে, শিক্ষার মান বাড়ানোর মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত সুনাম ও বিস্তৃতি বেড়ে চলছে। নিচে তারই একটি উন্নয়ন ধারার চিত্র তুলে ধরা হল–

বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ধারা

১৯৭৫ - সিমেন্টের গুদাম ঘরটি সংস্কার করে বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

১৯৭৬ - ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ৩ জন শিক্ষক নিয়ে পিজি, কেজি ও প্রথম শ্রেণী দিয়ে যাত্রা শুরু হয়

১৯৭৭-৮০ - প্রতি বছর এক ক্লাস করে (দ্বিতীয়-পঞ্চম) উন্নীত করা হয়

১৯৮১ - ষষ্ঠ শ্রেণী খোলা হয়, বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুলের অনুমোদন পাওয়া যায়।

১৯৮২-৮৪ - সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণি খোলা হয়।
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন করার জন্য আবেদন করা হয় এবং দক্ষিণ দিকের ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

১৯৮৫ - নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়। দক্ষিণ দিকের ভবনের opening হয়। দোতলার জন্য শিক্ষা সচিব ০৪ (চার) লক্ষ টাকা অনুদান দেন।

১৯৮৬ - ছাত্রীরা প্রথম বারের মত এস এস সি পরীক্ষা আমাদের স্কুল থেকে দেয় ।

১৯৮৭-৯১ - নির্মাণ কাজ চলতে থাকে এবং এই জন্য সরকার থেকে প্রায় লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া যায়।

১৯৯২ - ভবনের ২য় তলা সম্পন্ন হয়।

১৯৯৩ - শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলা হয়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছ থেকে বেস্ট স্কুল এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ জাকেয়া রহমান (১৯৯৩)

১৯৯৪ - পূর্ব ও উত্তর ব্লকের বাড়ী নির্মাণ শুরু হয়।

১৯৯৫ - এস.এস.সি পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল প্রাপ্তি।
প্রথম ব্যাচের এইচ এস সি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

১৯৯৭ - ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

১৯৯৯ - ট্রাস্টের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়। এমপিও সারেন্ডার করা হয়।
প্রিপারেটরী, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শাখা গুলো ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রধানের অধীনে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক আগ্রাসন মুক্ত করা হয়।
অডিটোরিয়ামের উপর দ্বিতীয় তলা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

২০০০ - দ্বিতীয় বারের মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বেস্ট স্কুল এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ জাকেয়া রহমান (২০০০)

২০০৩ - বালিকা শাখায় ইংরেজি ভার্সনের যাত্রা শুরু।

২০০৪ - সরকারী অনুদানে জিমন্যাসিয়াম নির্মাণ করা হয়।
বালক শাখার জন্য ৩/৩ আসাদ এভিনিউতে বাড়ী ক্রয়।
জুলাই থেকে বালক শাখায় একাদশ শ্রেণি খোলা হয়।

২০০৫ - জানুয়ারি থেকে বালক শাখায় ১ম থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল সেকশন ভর্তি শুরু করা হয় ।

২০০৬ - বালক শাখার অবকাঠামোগত উন্নতি ।

২০০৭ - বালক শাখার ছাত্ররা এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ।

২০০৮ - ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীরা প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

২০০৯ - চেয়ারম্যান কাজী আজহার আলী ইন্তেকাল করেন।
প্রি-স্কুলের জন্য নুতন ভবন ক্রয় করা হয়।

২০১০ - প্রি-স্কুল শাখা নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

২০১১ - বালিকা বাংলা শাখার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়।

২০১২ - ইংরেজি ভার্সনের উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলা হয়।

২০১৩ - স্কুলে সোলার প্যানেল বসানো হয়।

স্কুলের প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অবদান রেখেছেন। যে যেভাবে পেরেছেন অর্থ, শ্রম, মেধা ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করছেন। ব্যবসায়ীগণ অর্থ দিয়ে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিরা শ্রম ও মেধা দিয়ে, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা তাদের মেধা ও প্রভাব দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এতে করে, আমাদের অনেক সমস্যার সহজে সমাধান হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যায়ে উন্নীত করতে যিনি আমরণ সভাপতি হিসাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি মরহুম কাজী আজহার আলী।

জনাব কাজী আজহার আলী ছিলেন একজন দূরদর্শী, সৎ, জ্ঞানী, শিক্ষানুরাগী মানুষ। তার সমস্ত ধ্যান ধারণাই যেন ছিল এই স্কুলটিকে ঘিরে। তিনি যখনই বিদেশ ভ্রমণে যেতেন সেখানের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষত মাধ্যমিক ও প্রাইমারি লেভেল সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করতেন এবং সেগুলো এখানে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। আমাদের সকলকে ডেকে নিয়ে বলতেন দেখতো এগুলো আমাদের স্কুলে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। উনি বিশ্বাস করতেন বিদ্যালয় শুধু পাঠদান আর গ্রহণ এর জায়গা না। এখান থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশ, মেধা বিকাশ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাই বিদ্যালয়ে ছবি আঁকা, নাচ, গান, আবৃত্তি, বক্তৃতাসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়।

চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে কাজী আজহার আলী এই স্কুলের বিভিন্ন কাজের উন্নয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য অনেক সময় দিতেন। ডেইলী স্টারে Remembering Quazi Azher Ali নামে একটি আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল যার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাই এটা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

Quazi Azher Ali was an outstanding and brilliant officer of the erstwhile civil service of Pakistan. Not only a civil servant, he was a reformer in the education and socio-economic fields. He was a dedicated philanthropist who founded many educational institutions and launched poverty eradication programmes.

As a philanthropist patron of education and learning he established many educational institutions with his personal funds and raising subscription from the generous public.

He was a man of courage, conviction and commitment. He was a man of starling qualities of head and heart. He dedicated his retired life to the cause of education and socio economic activities.

A man of strong will and missionary zeal he overcame all obstacles and achieved success to words peoples welfare. He was loved and admired by his colleagues and common men. He will be long remembered for his service he rendered.

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বালক শাখার আধুনিক অডিটোরিয়ামটি তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন।

এরপরই মনে পড়ে প্রয়াত গাজী ওয়ালিউর রহমান সাহেবের কথা। তিনিও ছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ ও প্রথম সেক্রেটারী। একবার হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলে প্রথম প্রশ্নই ছিল স্কুলের খবর কি? সব ঠিকঠাক আছে? কোন সমস্যা হয়েছে? তাঁর মৃত্যুর পর স্কুলে প্রথম স্মৃতিচারণ ও শোক সভায় আমার প্রস্তাব মোতাবেক স্কুলের অডিটোরিয়াম এর নাম সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ালিউর রহমান গাজী হল রাখা হয়।

আজিজুল ইসলাম, যিনি বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমরণ বিভিন্ন মেয়াদে নির্বাহী পরিষদের মেম্বার ছিলেন এবং মৃত্যুর সময় সেক্রেটারী হিসাবে ছিলেন। উনার মত নিবেদিত প্রাণ কার্যকরী পরিষদে খুব কম ব্যক্তি ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সভার কার্যবিবরণী তিনিই লিখতেন। তিনি আসবাবপত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তার অগ্রণী ভূমিকাতেই গুদামঘরকে সংস্কার করে স্কুল ঘর বানানো এবং আসবাবপত্র সরবরাহে তাঁর অবদান আমাদের মনে রাখার মত কারণ সে সময় বিদ্যালয়ে তা

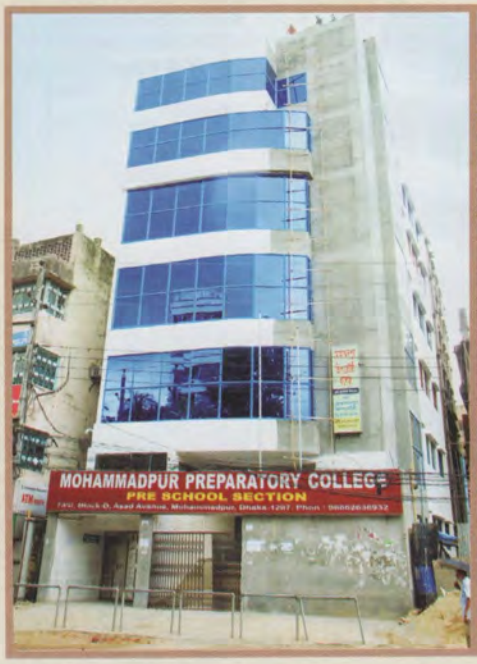

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রি-স্কুল শাখা

২০০৪ সালে এই ভবনটি ক্রয় করে স্কুলের বালক শাখার যাত্রা শুরু

ক্রয় করার যথেষ্ট অর্থ ছিল না এবং তিনি সমস্ত বাকিতে সরবরাহ করেছিলেন। তাছাড়া ৮০ ও ৯০ দশকের মাঝামাঝি আমাদের যত অনুষ্ঠান হত তার সমস্ত আপ্যায়ন এর দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।

স্কুল প্রতিষ্ঠায় অবাঙালি যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মরহুম জনাব এ.এইচ সিদ্দিকী এবং ডা. আনোয়ার অন্যতম। মরহুম সিদ্দিকীর আর্থিক অনুদান, সহযোগিতা ও স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর নামে বিদ্যালয়ের একটি ল্যাবরেটরী উৎসর্গ করা হয়।

প্রারম্ভিক সময়ে আতা ভাই (আতাউদ্দিন খান) এর প্রদত্ত বিভিন্ন সামগ্রী ও আর্থিক অনুদান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান। উনি ৬০ এর দশকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সাংসদ ছিলেন এবং পরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও মানব সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। উনার উপহার হিসাবে দেওয়া লাইব্রেরিতে বই রাখার জন্য অনেক আলমারি আছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে উনিই কাজী ভাইকে "মোহাম্মদপুর কল্যাণ সমিতিতে" সম্পৃক্ত করেন এবং স্কুলের দুর্দিনে সর্বশক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

মালিক ভাই স্কুল প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে স্যারগোদার লোয়ার টোপা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সে স্কুলের নিয়মকানুন, বৈশিষ্ট্য আমাদের স্কুলেও বাস্তবায়ন করানোর ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তাছাড়া শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করে সরকারী অনুদান (এমপিও) প্রত্যাহারেও অবদান রাখেন। বিদ্যালয়ের ১নং প্রধান ফটকটি মুলত তাঁরই উপহার। কাজী ভাই এর ইন্তেকালের পর তিনি ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে ইসলাম ভাইয়ের বিদেশ গমনের পর থেকেই অবকাঠামোগত উন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন জনাব গোলাম দস্তগীর। তিনি ৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর থেকেই তিনি মূলতঃ স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

মোহাম্মদপুরের জনাব এফ আর খান, জনাব মোমিনুল হক ও জনাব নজরুল ইসলাম স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকেই সংশ্লিষ্ঠ থেকে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিয়েছেন।

পরিশেষে স্কুল প্রতিষ্ঠায় এই এলাকার যাঁরা বিভিন্ন সময় অবদান রেখেছেন এবং আজ আর আমাদের মাঝে নাই তাঁরা হচ্ছেন জনাব মেজর হাকিম, জনাব আবু সুফি হোসেন আলী, জনাব আবদুল করিম, জনাব জেড আর জাহিদ, জনাব সি এম এ হোসেন, জনাব নবী উল্লাহ, জনাব এম এ মতিন, জনাব এ এইচ এম এ মতিন, জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ, জনাব এম টি উদ্দিন, জনাব মোদাচ্ছের হোসেন জনাব নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি।

ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লেখাটির পরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহ ও বাস্তবায়নে স্পন্দনবি এর মাহমুদুল হাসান, প্রভাষক জনাব সাজ্জাদুর রহমান এবং ভাইস প্রিন্সিপাল জিনাতুন্নেসার অবদানের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্বপ্ন-সত্য-কল্পনা

"Our life is what our thoughts make it."

-George Bernard Shaw

প্রয়োজনেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন বাস্তবায়ন আর স্বপ্ন দেখা এক কথা নয়। স্বপ্নকে সত্য করতে চাইলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দৃঢ় মনোবল এবং লক্ষ্যে অবিচল থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য সম্মুখে থাকে কাজটি যতই কঠিন হোক ধীরে ধীরে তা প্রিশ্রমের গভীরতায়, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় সহজ হয়ে আসে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়। এ কথা কোন মতেই ঠিক নয় যে ইচ্ছা বা স্বপ্নই লক্ষ্য অর্জন করে। মূলত লক্ষ্য অর্জনের জন্য দরকার প্রবল ইচ্ছা শক্তি। আর এই প্রবল ইচ্ছা শক্তির বলেই কাজটি আনন্দদায়ক অথবা কষ্টদায়ক হোক মানুষকে কর্মকাণ্ড চালিয়েই যেতে হয়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে– What ought to be done, one has to do it whether he likes it or not. স্বপ্নকে সত্য করার এই জ্বলন্ত ইচ্ছাই সার্থকতা বয়ে আনে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক Motivation Class আমি নিয়েছি। তাদের সহজ-সরল স্বীকারোক্তি এই যে, যারা ভালো করেছে তার মূলে ছিল সঠিক পরিকল্পনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম। তাদের ব্যর্থতার মূলেও ছিল সময়ের অপব্যবহার অথবা লেখাপড়ার চেয়ে অন্য বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া।

'কর যত্ন হবে জয়।'– কবির এ কথাটি সর্বাংশে সত্য। যারা পড়াশোনায় ভালো করে তাদেরও প্রথম প্রথম ভালোভাবে পড়াশোনার করার ইচ্ছা জাগে না। তারপরও তারা এই কাজটি একাগ্রচিত্তে ধারাবাহিকভাবে করে যায়। ফলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়।

যে কোন কাজ করার জন্য আগে নিজে Motivated হতে হবে। নিম্নে Motivation প্রক্রিয়া দেওয়া হল–

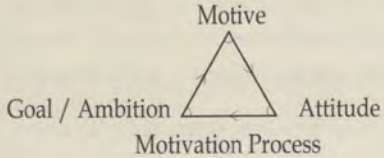

Motivation Process

অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ভালো করতে পারে যদি তারা সময়ের সঠিক ব্যবহার করে। সময়ের কাজ সময়ে না করে অথবা বছরের প্রথম থেকে ভালো করে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে না গেলে কখনও সফলতা অর্জন করা যায় না। একটি বিজয়ই আরেকটি বিজয় এনে দেয়। তাই বলা হয় 'Winning is a habit.' জীবনটাকে ঐশ্বর্যময়ী, সম্মানজনক করার স্বপ্নকে সার্থক করতে শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রম করে। কারণ তারা জানে 'বিজয়' একটি ঘটনা যা কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় অনুশীলনই দিতে পারে, অন্য কিছুই দিতে পারে না।

স্বনামখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। জনৈক এক ছাত্র সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে পড়াশোনায় সার্থকতা অর্জন করা যায়। তিনি ছাত্রটিকে পরের দিন সকালবেলা নদীর ধারে আসতে বললেন। যথাসময়ে ছাত্রটি নদীর ধারে আসলে তিনি তাকে নিয়ে নদীর গভীর পানিতে গেলেন। তারপর ছাত্রটির মাথাটিকে তিনি পানির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখলেন। ছাত্রটির যখন মরণাপন্ন অবস্থা তখন তিনি তার মাথাটিকে পানির উপরে তুললেন। ছাত্রটি তখন বুক ভরে শ্বাস নিলো। সক্রেটিস তখন ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তিনি ছাত্রটির মাথা পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলেন তখন তার কী ইচ্ছা হচ্ছিল। ছাত্রটি উত্তর দিল, তার তখন একমাত্র ইচ্ছা হচ্ছিল নিঃশ্বাস নেবার। কতক্ষণে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে সেই চিন্তা ছাড়া আর কোন কিছুই তার মাথায় ছিল না। সক্রেটিস ছাত্রটির সেই পূর্বের দিনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এই বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে। তিনি বললেন, পড়াশোনা ঠিক এমনি ভাবে একাগ্র মনে ও নিবিষ্টচিত্তে করতে হবে। তাহলেই সার্থকতা অর্জন করা যাবে।

Success has no hard and first rules. It is only hard and hard ones- a burning desire.

আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে, " It is meaningless to do things half-heartedly. If it be right, do it boldly. If it be wrong, leave it undone.

ঐতিহাসিক ভলটিয়ারের একটি উক্তি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য– "শান্তি আমার কাছে প্রিয়। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে আমি শান্তি কামনা করি। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কামনা করি আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত। আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার বলে আমি বলীয়ান। সেই শক্তি আমায় প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় শান্তির জন্য আমার ছাত্র / ছাত্রীর জীবনের সঠিক ব্যবহার।"

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে– "Results are rewarded, efforts are not." শুধু পরিশ্রম করলে সার্থকতা নাও আসতে পারে। সার্থকতা আসে লক্ষ্য অর্জনের উত্তরোত্তর উপলব্ধিতে। তাই যেভাবে পড়াশোনা করলে ভাল ভাবে বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞানের গভীরতা আসবে সেই ভাবে পরিশ্রম করতে হবে। একবার এক ধর্মযাজক একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় দেখলেন একটি বড় জমি। সেখানে প্রচুর ফসল ফলেছে। কাছেই জমির মালিক ছিল। তিনি ধর্মযাজকের কাছে আসলেন। ধর্মযাজক কৃষকটিকে বললেন আপনি ভাগ্যবান– আপনার জমিতে অনেক ফসল হয়েছে। উত্তরে লোকটি বললেন যে হ্যাঁ, জমি পাওয়ার ব্যাপরে আমি ভাগ্যবান, জমি বিধাতার দান; কিন্তু ফসল ফলানো আমার প্রচেষ্টার ফসল।

এ কথা আজ সবাই জানে যে 'বিজয়ীরা ভিন্ন কাজ করে না– তারা একই কাজ ভিন্ন ভাবে করে।'

"Winning is not a sometime thing, it is a lifetime thing. You may not win once in a while- you don't do right once in a while, you do them right most of the time. Winning is a habit. Unfortunately so is losing." - Vince Lombardi

ইঞ্জিনিয়ার এম. এ গোলাম দস্তগীর
একাডেমিক উপদেষ্টা ও সদস্য BOT

"মৃত্যুর পরে মানুষ আমাকে কতদিন মনে রাখবে?"

(মরহুম কাজী আজহার আলী স্মরণে)

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।"

কোন কিছু করার ইচ্ছা করা আর ইচ্ছা শক্তি দ্বারা কাজটি করা এক কথা নয়। মূলত এই দুটোই একজন সাধারণ মানুষের সাথে একজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষের পার্থক্য গড়ে দেয়। একজন মানুষকে তার পরিবার, এলাকার মানুষ, সমাজের মানুষ এবং দেশের মানুষ মৃত্যুর পরেও মনে রাখবে? নাকি- মৃত্যু দিবসে কিছু কুরআন খানি, গরিব মিসকিনদের খাওয়ানো, মিলাদ পড়ানো ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটা আমার পছন্দ নয়। আমি চাই মানুষ আমাকে মৃত্যুর পরও অনেকদিন স্মরণ করুক এবং আমার অভাব অনুভব করুক। আমার কার্যক্রম যা আমার বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রম দিয়ে আমি করতে পেরেছি তার সঠিক মূল্যায়ন হোক। তারপর প্রকৃতির নিয়মে আমি একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব একজন সফল মানুষ হিসাবে।

অনেক মানুষের ভিড়ে আমি হারিয়ে যেতে চাই না। আমি চাই আমার স্বজন, দেশের মানুষ আমাকে স্মরণ করুক, আমার অভাব অনেকদিন উপলব্ধি করুক, একজন সফল মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করুক। স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে মানুষের মনের গভীরে বেঁচে থাকতে চাই। গানের ভাষায়-

"আমি চির তরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দেবনা ভুলিতে।"

কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন মরহুম কাজী আজহার আলী। আজ তাঁর মৃত্যুর পরে মনে হয় যে তাঁর এই কথাগুলো তিনি শুধু বলার জন্যই বলেন নাই। তাঁর ভেতরে যে মানবের মনে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ছিল তারই ফলশ্রুতিতে তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়েছিলেন।

সফল মানুষেরা অনেক বড় কাজ করেন না। তাঁরা ছোট কাজ দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীতে সততা, বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশ্রম দিয়ে সেটাকে একটা বৃহৎরূপ প্রদান করে। তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল, কলেজ, বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়। এরকম একজন সফল ব্যক্তিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কোনটাই আমার নেই। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির অনুরোধে তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে বসেছি। কাজটি মোটেও সহজ নয়। সফল ব্যক্তির সফলতা কোন একটা বিশেষ দিকে হয় না। তাঁরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সফল কি পারিবারিক জীবনে, কি চাকরী জীবনে, কি সমাজ জীবনে, কি এলাকার উন্নয়নে, কি শিক্ষানুরাগী হিসাবে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি অভাবনীয় সাফল্যে অধিকারী হয়েছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বে মাসিক দশ টাকা ভাড়া হিসেবে হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট এর কাছ থেকে টিনসেডের ছোট একটা গোডাউন ভাড়া করে মাত্র ১৩ জন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হয় প্রিপারেটরী স্কুলের। তারই ধারাবাহিকতায় কলেজ, ছেলেদের স্কুল, ইংরেজি ভার্সন এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা তাঁর সততা, আন্তরিক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তারই ফসল। "World Rewards the result, not the Efforts"

সম্ভবত একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কারণে সদস্য করে তিনি আমাকে এই স্কুলে নিয়ে আসেন। হয়ত এই ভেবে যে আমি স্কুলের অবকাঠামোর উন্নয়নের সহায়ক হবো। তখন থেকে আমি তাঁর সাথে অনেক কাজ করেছি। তার সাথে কাজ করতে গিয়ে তাঁর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান দেখে অবাক হই। যদিও তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন এমন কাঠামো দিতে হবে যেন পরবর্তীতে দশ তলা পর্যন্ত করতে পারি।

তিনি বিশ্বের বহু দেশে গিয়েছেন এবং সেখানের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ঘুরে দেখেছেন এবং ভাল ভাল দিকগুলো তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার বাস্তব প্রমাণ এই প্রিপারেটরী স্কুল ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ছিলেন অভিষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে গিয়েছেন অকুতোভয়ে। শুধু এখানেই নয়। তাঁর জন্মভূমি খুলনা ফকির হাটে কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, এতিমখানাসহ আরও অনেক স্কুল কলেজ তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে করে গিয়েছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

যে চারটি গুণ সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তোলে বা অনেক

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে, মরহুম কাজী আজহার আলীর সেই সব গুণই ছিল। আর তা হলো-

ক) অভীষ্ট লক্ষ্যের সঠিক চিন্তা;

খ) পরিকল্পনা;

গ) সঠিক সময়ে কাজ শুরু করা এবং শেষ করা;

ঘ) শত ভাগ সততা, একনিষ্ঠতা, দৃঢ় সংকল্পতার সাথে কাজটির দায়িত্ব গ্রহণ করা।

তাঁর কাজ করার প্রকৃতি দেখে মনে হয়েছে-

"Winners don't do different thing,
they do same thing differently."

"বিজয়ীরা ভিন্ন ধরনের কাজ করে না
তারা একই কাজ ভিন্নভাবে করে।"

একদিন তিনি আমাকে বললেন, অনেক দিন তো স্কুল করলাম কিন্তু স্কুলের ছাত্রীরা তো ভাল ফলাফল (স্ট্যান্ড) করছে না, শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। আমি তাঁকে বললাম, কথাটি আমাকে আমাকে কেন বললেন আমি জানি না। কথাটি বাস্তবায়িত হউক এ ব্যাপারে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। আপনার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আমার শত ভাগ সামর্থ্য ব্যয় করব। মহান আল্লাহর রহমতে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকদের সহযোগিতায় সর্বোপরি ছাত্রীদের মধ্যে সাহস ও বিশ্বাস এনে দিয়ে, একবার নয়, দুই দুইবার এই স্কুল শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে। এই স্কুল থেকে সর্বপ্রথম কোন মেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী হয়। মূলত আমি যৎসামান্য পরিশ্রম করতে পেরেছিলাম তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার করণে। Expect the best and make it done. এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বয়সে অনেক ছোট হয়েও একত্রে কাজ করতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হলেও তাঁকে কখনোই ক্লান্ত হতে দেখিনি। মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া একট বিশেষ গুণ, আর এই কাজটি তিনি ভাল পারতেন যে, কাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে হবে এবং শতভাগ ফলাফল পাওয়া যাবে। তাই তিনি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফল হতেন।

তিনি বলতেন আমার বেশি সময় নাই। কিন্তু আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। আমাকে ক্লান্ত হলে চলবে না। কবির ভাষায়-

"ক্লান্তি, আমায় ক্ষমা কর প্রভু
পথে যেতে পিছিয়ে না পড়ি কভু"।

সবশেষে এই সফল ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা করে পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ যেন তাঁকে বেহেস্ত নসিব করেন। ০

ইঞ্জিনিয়ার এম. এ গোলাম দস্তগীর
একাডেমিক উপদেষ্টা ও সদস্য BOT

আলেমগণ বলেন, প্রতিটি গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজিব। গুনাহ যদি আল্লাহ এবং বান্দার সাথে সম্পর্কিত হয়, অন্য কোন ব্যক্তির অধিকার জড়িত না থাকে তবে তওবার জন্য ৩টি শর্ত রয়েছে। প্রথমটি হল তাওবাকারী পাপ থেকে বিরত থাকবে, দ্বিতীয়টি হল, সে তার কাজের জন্য অনুতপ্ত হবে। তৃতীয়টি হল সে গুনাহ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এ তিনটির একটিও অনুপস্থিত থাকলে তাওবা শুদ্ধ হবে না। গুনাহের সম্পর্ক কোন ব্যক্তির সাথে হলে তাওবার জন্য চতুর্থ আর একটি শর্ত রয়েছে। তা হল তাওবাকারীকে সে ব্যক্তির অধিকার পরিপূর্ণ করতে হবে। ধন-সম্পদ বা এ জাতীয় কিছু হলে তাকে ফেরত দিতে হবে। মিথ্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার অধিকার দেবে বা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। যদি গীবতের ব্যাপার হয় তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে সাথে সাথে অন্য সকল পাপ থেকে তাওবা করা বাধ্যতামূলক। কিছু কিছু গুনাহ থেকে তাওবা করলেও তা আহলে সুন্নাতের মতে পরিশুদ্ধ হবে। তবে অন্যান্য গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করা বাকী থেকে যাবে। পবিত্র কুরআন ও হাদিস দ্বারা তাওবা ওয়াজিব হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন:

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর। যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সুরা নূর: ৩১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের রবের কাছে ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার নিকট তাওবা কর।' (সুরা হুদ: ৩১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, 'হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, খাঁটি তওবা।' (সুরা তাহরীম: ৮)

হাদিসে উল্লেখ আছে

হাদীস-১। হাদিসে উল্লেখ আছে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি প্রতিদিন ৭০ বারেরও অধিক তাওবা করে থাকি এবং গুনাহ মাফ চাই। (সহীহ বোখারী)

হাদীস-২। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার মুযানি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং ক্ষমা চাও। কেননা আমি প্রতিদিন একশত বার তাওবা করে থাকি। (সহীহ বোখারী)

হাদীস-৩। হযরত আবু হামযা আনাস ইব্নে মালেক (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, মরুভূমিতে উট হারিয়ে যাবার পর ফিরে পেলে কোন ব্যক্তি যেমন খুশি হয়। বান্দার তাওবা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার চেয়েও বেশি খুশি হন। (সহীহ বোখারী মুসলিম)

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা দ্বারা তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি খুশি হন যার উট, খাদ্য ও পানীয় নিয়ে মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে লোকটি কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। হঠাৎ দেখতে পেল উটটি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি তার লাগাম ধরে ফেলল। আর অতি আনন্দে বলে উঠল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার রব। সে আনন্দের আতিশয্যেই যে এ ধরনের ভুল করে ফেলেছে।

হাদীস-৪। হযরত আবু মুসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আশয়ারী (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করে বলেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যেন দিনের পাপী ব্যক্তিরা রাতে তাওবা করে নিতে পারে। আর তিনি সারাদিন ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের পাপী ব্যক্তির তাওবা করে নিতে পারে। (মুসলিম)

হাদীস-৫: হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে (তার গুনাহ হতে) তাওবা করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা কবুল করেন।" (মুসলিম)

হাদীস-৬: হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করে বলেন গরগর করার ন্যায় মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন। (তিরমিযি)

হাদীস-৭: হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "কোন আদম সন্তানের যদি একটি মাঠ ভর্তি সোনা থাকে, আরো একটি মাঠ ভরা আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। তার মুখ মাঠ ব্যতীত আর কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করবে, আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন।" (বুখারী মুসলিম)

মোঃ বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ

Simple Pleasure

A frequent question asked in a social gathering among friends and family is – 'what is your most favorite food?' Another form of the same question is which food you have most craving for? When my wife was pregnant with my first daughter in Canada, she frequently wanted to have lentil cooked by her mother and smelled her favorite biriyani even in her dreams! People often talk about 'bhuna khichuri' with egg or eggplant fry on a rainy day. 'Pithha' is very much related to winter in our country. There is variation of liking depending on one's mental, physical and importantly seasonal condition. The all time favorite in spite of any condition among women is ice cream and/or chocolate. This universality is kind of missing in men. I heard various answers among my friends regarding the liking of food with common fondness for some 'deshi' food. At any given time anywhere in the world, my most favorite food is actually a drink – a cup of tea, especially of Darjeeling. I enjoy all food without any special affinity. I can go without rice for months, I lived one and a half year almost without any fish or meat but I cannot pass a day without a few cups of tea. The pleasure of a good cup of tea cannot be described like a 'kacchi biriyani' or some other elaborate Bangladeshi preparation. To me, it is simply heavenly.

Along with food our liking of clothing, gadgets, perfumes, cosmetics, shoes etc. become a great interest when it comes to buying a personal gift. Whenever we think of buying a gift for someone we think of what would excite the person. Excitement varies from person to person. There is a general gradation in liking among different age groups and the two gender. Perfume, jewelry, clothing and cosmetics for women, electronic gadgets or clothing for men are the typical stereotype choice found in most societies. People do get excited receiving these gifts. Whenever I was asked what gift would I like to have or what gift would excite me; I had only one answer – a good book.

I was kind of introvert and quiet as a child which I have compensated more than adequately with my adult babbling. In the absence of television and internet, I found great refuse in books as a child that opened a fantasy world to me. My first attraction to books was the intricate world of 'fairy tales' with its elaborate pictorials. Books opened me to the world that I could never reach in reality. By the time television took over, I was hooked on books. As I aged, my taste of books evolved. I found a free pass to forage about every aspect of human knowledge and pleasure through books. There is nothing more mysterious than a human mind. Books open up secrets and imagination, thoughts and mystery of human psyche of different era and different culture which is simply fascinating. Nothing can quench the inherent inquisitiveness that is present in every human being better than a book. The paper book now comes in electronic version but the touch and scent of a real book is a magic that cannot be replaced by a gadget.

With an engrossing book and a good cup of Darjeeling, I can happily live the rest of my life.

Professor Dr. M. Tamim
BUET
Member, Board of Trustees

The Light we want to Lit

With the tremendous improvement of scientific invention and globalization we have equally observed a hollowness---, an unfortunate decline or degradation of morality and honesty. Unluckily, we are lacking this fundamental quality whereas it should be the supreme and ultimate goal of an individual.

A man is superior by his qualities which leads from his moral character. An honest person is trusted and respected and keeps his head high and possesses character as sharp as sword. Dishonesty is such a sin which comes out sooner or later. It results in miserable and wretched consequence, as one loses all faith, sympathy, and support of the society. On the other hand, honesty replies a refusal to steal, to lie, to deceive in any manner. It means integrity, or chastity which is adored by all. We helplessly observe that all evils and ill practices prevailling in the society are deeply rooted in the decline of morality and honesty. Degradation of honesty and justice is a virulent and contagious disease that gradually makes the society disable to function and breaks its structure. Such gradual reduction of honesty results in ever increasing problems besides increasing crimes, disbelief, insanity, greed, unrest etc. So, to get rid of devastating future it is urgent to develop the personal moral character of a children which is an essential pre-requisite for the continuation of civilization. Both teachers and parents should present an ideal example to be followed and practiced by them. Teaching is something more than a profession. At the same time to be parents is obviously more than parenting. It must be a complete failure if we do not leave any practical example to them. In that case the word morality, honesty, integrity will become simply an 'ideal' which has no room in our 'real life'.

The process of making a real human being that starts from school will sucessfully end if we make our homes and schools as the factory of developing humanity and values of our next generation. We don't want to lose hope. We wait for the light at the end of the tunnel. We want to be that part of human civilization that will uphold and carry out the values of life, morality, integrity and will achieve the ultimate blessings and satisfaction of our creator.

Zeenatun Nesa
Vice Principal, English Version, Girls' Wing

গল্প সম্ভার

আমাদের দেশ

আমাদের দেশ বাংলাদেশ, আমাদের দেশ খুবই সুন্দর। আমাদের দেশে পাওয়া যায় নানা রকম ফুল, ফল, পাখি, গাছ-পালা ইত্যাদি। আমাদের দেশের মানুষ যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। যুদ্ধে অনেক লোক শহীদ হয়েছে। এর আগে আমরা মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছি। তাদের নামে আমরা শহীদ

মিনারে ফুল দেই, তখন আমাদের মনে জাগে রফিক, জব্বার আরো অনেক নাম না জানা শহীদের নাম। আমরা আমাদের দেশকে অনেক অনেক ভালোবাসি।

রাইসা তাহ্‌সীন
শাখা-প্লেটো
শ্রেণি-প্রথম

মেয়েটির নাম রূপসা

আজ রূপসার জন্মদিন। তার আজ স্কুল। কিন্তু সে ভুলে গেছে তার আজ পরীক্ষা। তারপর সে পড়ে গিয়েছিল। স্যার বলল কি রূপসা কেমন আছো? স্যার বলল তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না। রূপসা বলল কিসের পরীক্ষা? স্যার হা হা হেসে বলল আরে তুমি সেদিন আসনি। আরেক দিন সে ক্লাসে গেল। সেদিন সে পড়ে যায়নি। তারপর স্যারের সবাইকে ধরা শেষ। এখন রূপসাকে ধরলো কি ব্যাপার তুমি বলছোনা কেনো? তারপর স্যার রাগে দিল এক চড়। আর সবাই হাসতে হাসতে মরে গেল।

উম্মে তাহেরা চৌধুরী
শাখা-ইবনে সিনা
শ্রেণি-প্রথম

মা ও ছেলে

একদিন এক ছেলে কলম চুরি করল। তবে আর একদিন এসে তার বন্ধুর ঘড়ি চুরি করল। ও মাকে বলল, দেখ মা আমি কী কী চুরি করেছি। মা বলল খুব ভালো, খুব ভাল। ঐ ছেলেটা একটা একটা করে চুরি করতেই থাকে। অবশেষে সে একটা বড় চোর হলো। একদিন সে চুরি করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। আদালত থেকে বলল-ওকে ফাঁসি দিতে হবে। ওর মা সামনে দিয়ে চলছে তখন ও বলে-মা দাঁড়াওতো, কানটা এ দিকে দাও। কানে অনেক জোরে বলল, মা তুমি যদি আগে শিক্ষা দিতে তাহলে আজ আমার ফাঁসি হত না।

সামিয়া শামীম
শ্রেণি-প্রথম
শাখা-ইবনে সিনা

পরিবারের ভালোবাসা

একটি মেয়ে ছিল তার নাম টুনি। সে খুব ভাল। তাকে মা বাবা অনেক ভালোবাসতো। একদিন তার খুব জ্বর হলো। তার জ্বর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলো এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো তাও সে ঠিক হলো না। তারপর সে মারা গেল। তার বাবা মার খুব কষ্ট হলো। ধীরে ধীরে মা মেয়ের জন্য পাগল হয়ে গেল আর বাবা অসুস্থ হয়ে গেল।

সৈয়দা আনিকা ইসলাম
শাখা-সক্রেটিস
শ্রেণি-প্রথম

একটি মেয়ে ছিল

একটি মেয়ে ছিল তার নাম ছিল রুপন্তি। সে পড়ালেখা করত। নাচ গান শিখত। ছবি আঁকা শিখত। একদিন সে তার মা আর বাবাকে নিয়ে মেলায় গেল। মেলায় গিয়ে সে হঠাৎ চলে গেল অন্য পথে। হারিয়ে গেল সে। সে তার বাড়ির পথ জানতনা। কিছুদিন পর তার বাবা তাকে খোঁজার উদ্যোগ নিল। একদিন সে হঠাৎ তার বাড়ির সামনে এলো। তখন তার বাবা তাকে দেখল। তখন তাকে নিয়ে গেল। সবাই খুশি হলো।

যারিন তাসনিম খান
শ্রেণি-প্রথম

ছোট্ট পাখিটি

সুবর্ণ এর জন্ম দিনে সে অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার পেল কিন্তু সবগুলোর মধ্যে তার সবচেয়ে পছন্দ হলো তার চাচার দেওয়া পাখি ধরার ফাঁদটি। ফাঁদটি এমন ভাবে তৈরী ছিল যে এটির মধ্যে খাবার ছড়িয়ে উঠানে রেখে দিলে পাখি যখন খাবার খাওয়ার জন্য এর ভিতর আসবে তখন আপনা আপনি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবর্ণ উপহারটি পেয়ে ভীষণ খুশী হয়ে তার মা কে দেখাতে গেলো। মা ফাঁদটি দেখে বললেন, "এটা মোটেও ভাল খেলনা নয়, পাখিকে আটকে রাখলে তারা খুব কষ্ট পায়।"

সুবর্ণ সাথে সাথে বলল, "আমি ওকে একটি খাঁচায় রেখে দিব, খেতে দিব, অনেক যত্ন করব। ওরা আমাকে গান শোনাবে, মা। খুব মজা হবে।" সুবর্ণ খাঁচাটার মধ্যে কিছু খাবার ছড়িয়ে দিয়ে সেটিকে উঠানে রেখে দিল। সন্ধ্যার সময় সে যখন আবার খাঁচার কাছে গেল তখন দেখল, বন্ধ খাঁচার মধ্যে একটি ছোট্ট পাখি খাঁচার মধ্যে ছট ফট করছে। সুবর্ণ পাখিসহ খাঁচাটিকে নিয়ে দৌড়ে ঘরের মধ্যে গেল আর চিৎকার করে তার মাকে বলতে লাগল, "মা, দেখ দেখ একটা পাখি ধরা পড়েছে। আমার মনে হয় এটি একটি দোয়েল পাখি।"

মা বললেন, "তুমি বরং পাখিটিকে ছেড়ে দাও, ওকে আঘাত করোনা" কিন্তু সুবর্ণ রাজী হলোনা, সে পাখিটিকে কিছু খাবার ও পানি দিল।" সুবর্ণ প্রথম দুইদিন পাখিটিকে নিয়মিত খাবার ও পাখি দিল কিন্তু তৃতীয় দিন সে সম্পূর্ণ ভুলে গেল পাখিটার কথা। খাবার-পানি কিছুই দিলনা। মা বললেন, "দেখেছ, তুমি একদম ভুলে গেছ পাখিটার কথা, ওকে ছেড়ে দাও।"

সুবর্ণ সাথে সাথে খাঁচাটির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পরিষ্কার করতে শুরু করল, কিন্তু পাখিটি খুব ভয় পেল। খাঁচাটি পরিষ্কার করার পর সে পাখিটির জন্য পানি আনতে গেল। মা দেখলেন, সুবর্ণ খাঁচার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। চিৎকার করে বললেন, "সুবর্ণ খাঁচার দরজা বন্ধ কর নয় তোমার পাখি উড়ে যাবে।" তার কথা শেষ হওয়া মাত্র পাখিটি দরজা থেকে বের হয়ে ঘরের চারিদিকে উড়তে লাগল, জানালা দিয়ে বের হবার জন্য। কিন্তু সাথে সাথে সুবর্ণ দৌড়ে গিয়ে পাখিটিকে জোরে ধরে ফেলে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। পাখিটা তখনও বেঁচে ছিল কিন্তু বুকের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পাখা ছড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। তা দেখে সুবর্ণর চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুবর্ণ সব কাজ বাদ দিয়ে পাখিটির খাঁচার কাছেই বসে রইল, কিন্তু পাখিটি সারাদিন ওভাবেই শুয়ে রইল।

সুবর্ণ ঘুমাতে গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ তার ঘুম এলো না। সকাল বেলা পাখিটির খাঁচার কাছে এসে দেখে, পাখিটি মরে পড়ে আছে। এরপর সুবর্ণ আর কোনও দিন পাখি খাঁচায় আটকে রাখেনি।

আদিব শাহরিয়ার
শ্রেণি-দ্বিতীয়

বোকা চোর

একটি বাসায় একটি মা, ছেলে ও মেয়ে ছিল। বাসায় একটি চোর ঢুকেছিল। মা চোরকে দেখে ফেলেছিল। তখন বলল তোমরা ঘরে যেয়ে বস, আমি আসছি। মা গেল বাচ্চাদেরকে গল্প বলতে। মা যখন গল্প বলতে গেল তখন চোর চুপি চুপি গল্প শুনলো। মা বলল, আমি একদিন বনে গিয়েছিলাম। আমি যাচ্ছিলাম যাচ্ছিলাম। তখন মাঝখানে একটি নদী পরে। নদীর পাড়ে একটি নৌকা ছিল। আমি নৌকাতে চড়ি। তখন নৌকার মধ্যে পানি উঠতে থাকে। আমি পরে অনেক জোরে চিৎকার করি। সে কিন্তু আসলেই চিৎকার করে। চোরের কোন খেয়াল নেই। কিন্তু বাড়ির আশেপাশের মানুষ তার আওয়াজ শুনতে পায়। তারা ঘরে এসে দেখে যে একটি চোর। আর সবাই চোরকে মেরে ছেড়ে দেয়। আর সবাই খুশিতে থাকে।

ফাইয়াজ হোসেন
শ্রেণি-তৃতীয়

চোরের আগে গৃহস্থের দৌড়

একটা লোক ছিল, তার নাম ছিল সাহেব আলী। সে খুব ভাল দৌড়াতে পারত। একদিন তার বাড়িতে চুরি হলো। সে ঘুম থেকে উঠে চোরকে ধরার জন্য দৌড়াতে লাগল। কিন্তু সে চোরের সঙ্গে পেরে উঠল না। সকালে উঠে পাড়ার সবাই বলাবলি করতে লাগল। তখন সাহেব আলী মনে মনে বলল, শালা চোরের বেটা চোর একবার তোরে পাই, তখন লাঠি মাইরা হাড্ডি গুরা কইরা ফেলমু। তাই সে চোরকে ধরার জন্য প্রতি রাতে গাছে উঠে বসে থাকত। একদিন আবার তার বাড়ি চোর আসল। সে বসে বসে দেখছে, কিন্তু কিছু বলছে না। হঠাৎ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে চোরের আগে দৌড়াতে লাগল। আর ওদিকে চোর মনের সুখে সব চুরি করে বাড়ি ফিরে গেল।

জারিন তাসনীম
শ্রেণি-তৃতীয়

একটি দুর্ঘটনা

আমার গ্রামের নাম গোয়াল বাথান। এটি নড়াইল জেলার একটি গ্রাম। আমাদের গ্রামে একটি মসজিদ আছে। এই মসজিদের নাম "এক গম্বুজ মসজিদ"। মসজিদের পাশে একটি বিরাট পুকুর আছে। লোকমুখে শোনা যায় এক রাতে ঐ পুকুরটি তৈরী। পুকুরের পানি কখনো শুকায় না। লোকমুখে এটিও শোনা যায় যে, ঐ পুকুরটি ১৯১৮ইং সালে জ্বীন-পরীরা তৈরী করেছে। একদিন আমি, আমার বাবা-মা এবং আমার চাচা গ্রামে গেলাম। আমার চাচার নাম সেলিম। তিনি একদিন পুকুরের সিঁড়িতে বসে পুকুরের মনোরম দৃশ্য আঁকছিলেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে যখন তিনি ফিরে না আসেন তখন আমার বাবা, মামা এবং আমার নানী অনেক খোঁজা-খুঁজি করার পরেও তাকে পেল না। ছয় দিন পরে সেই পুকুরেই তার লাশ পাওয়া যায়। লোকেরা বলে সেই মসজিদ এবং পুকুরটি জ্বীন পরির আড্ডা। এখন সেই মসজিদে এবং পুকুরের আশে পাশে কেউ থাকে না।

মোঃ মাশরাফি রহমান
শাখা-মার্কনী

১৬ই ডিসেম্বর

১৬ই ডিসেম্বর তোমরা সবাই জান? ১৬ই ডিসেম্বর হলো আমাদের বিজয় দিবস। ১৬ই ডিসেম্বর একদিন আমরা সংসদ ভবনে গিয়েছিলাম। আমি আমার বাবা-মার হাত ধরে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে ভীড়ের মধ্যে আমার হাত ছুটে গেল। সেটা আমি বুঝতে পারিনি। যেইনা আমি পেছনে ফিরে তাকায় দেখি আমার বাবা-মা একজনও সেখানে ছিল না। আমি তখন খুব ভয় পেয়েছিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আমি একটি পুলিশ চাচুকে দেখেছি। আমি তখন অনেক কান্না করছিলাম। পুলিশ চাচ্চু আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কেন কান্না করছ? আমি বললাম আমি আমার বাবা-মাকে পাচ্ছিনা। পুলিশ চাচ্চু আমাকে বলল তুমি তোমার বাবার ফোন নম্বর জানো? আমি বললাম হ্যাঁ? পুলিশ চাচ্চু তখন আমার বাবার ফোন নম্বর শুনে আমাকে আমার বাবা-মার কাছে পৌছে দিল। আমি আমার জীবনের এই দিনটি এখনো ভুলি নাই।

ফাহমিদা সুলতানা
শ্রেণি-তৃতীয়

শীতের সকাল

শীতের সকাল আমার খুব ভালো লাগে। শীতের সকালে অনেক কুয়াশা দেখা যায়। শীতের সকালে কুয়াশাগুলো একদম সাদা হয়ে থাকে। তখন খুব শীত পড়ে। শীতকালে নানা রকমের পিঠা তৈরি হয় যেমন: ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা, চিতল পিঠা, পাটিশাপটা পিঠা এছাড়াও আরও নানা রকমের পিঠা তৈরি হয়। ভাপা পিঠা ও পাটিশাপটা পিঠা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। শীতকালে খেজুরের রস পাওয়া যায়। সেই রসের পায়েস খেতে আমার খুব মজা লাগে। শীতের সকালে মা আমাদের গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দেন। গোসল করার পর আমাদের খুব ঠান্ডা লাগে। আমরা তিনবোন খুব মজা করি। প্রতিবছর শীতকালে আমরা বাবার সাথে জিয়া উদ্যানে হাটতে যাই। সেখানে আমার বাবা ব্যায়াম করে আমি আর আমার বোন অনেক দৌড়াদৌড়ি করি গাছে ঝুলি। গাছে ঝোলা আমার খুব পছন্দ। আমার বোন সারা আগে গাছে ঝুলতে ভয় পেত। কিন্তু সে এখন আর ভয় পায় না। শীতকালে নানা রকম ফল পাওয়া যায় যেমন : বরই জলপাই, বেল, কমলা ইত্যাদি। শীতের সকালে আমার তাই খুব ভাল লাগে।

জারিন তাসনিম
শ্রেণি-তৃতীয়

ছেলে চাই

একদেশে এক রাজা ছিল। রাজা অনেক ধনী ছিল। সেই রাজার তিনটি কন্যা আছে। কিন্তু কোন পুত্র নেই। তাই রাজা অনেক দুঃখিত। রাজার তিনটি কন্যার বিয়ে হয়ে গেলে কে রাজমহলের দেখাশোনা করবে। এরপর তিনটি কন্যার বিয়ে হয়ে গেলো। তারপর রাজা আবার বাবা হতে চললো। ডাক্তার বলেছে পুত্র না হলে কন্যা হতে পারে। তারপর রাজা শুনে আল্লাহর দরবারে যা কিছু চায় তা কিছু পাওয়া যায়। তারপর রাজা একজন হুজুর ডেকে হুজুরকে বলে আমি মুসলমান হতে চাই। হুজুর বলে ঠিক আছে। তারপর রাজা হিন্দু থেকে মুসলিম হন। তারপর হাসপাতালে, রানীকে নিয়ে আসা হয়। ডাক্তার বললো প্রার্থনা করুন যাতে আল্লাহ আপনাকে সেই জিনিস দেয়। তারপর রাজা রাগ করে রানীকে মেরে ফেলে। তারপর অনেকদিন পর রানীর কবর থেকে কেমন শব্দ আসে। কেউ রানীর কবরের সামনে যায় না। তারপর এই ঘটনা রাজার কাছে বলা হয়। রাজা এসে কবর খুড়তে বলেন রাজার লোকদের। কবর খুড়ে রাজা অবাক হয়ে দেখল একটা সুন্দর পুত্র। তারপর থেকে রাজা তার পুত্রকে নিয়ে সুখে থাকে।

জায়েম হোসাইন
শ্রেণি-তৃতীয়

নয়নিকা

ছোট্ট এক দুরন্ত মেয়ে নয়নিকা। নয়ন যেন তার সবসময় ছলছল। আব্বুকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি। আব্বুই যেন তার সব। আব্বু তাকে সব এনে দিত। কিন্তু তার আব্বুর ছিল অনেক দেনা-পাওনা। তা সত্ত্বেও তার আব্বু প্রচুর টাকা খরচ করত। তাকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিল তার আব্বু। নয়নিকা ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। হঠাৎ ৪ জন লোক এসে তাদের বাড়িতে হামলা করল। তারা ওর আব্বুকে মেরে ফেলল ও সব টাকা পয়সা নিয়ে গেল। কিন্তু নয়নিকার মনে ছিল তাকে শিক্ষিত হতে হবে। তবুও সে অনেক কান্না করল। সে এখন ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে। তার পড়ালেখা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। হঠাৎ একদিন ওর মা বলল তোকে আমি কাজ করতে মানুষের বাড়ি পাঠাব, ও রাজি হলো না। তবুও করতে হলো ও চলে গেল চট্টগ্রামে কাজ করতে, সেখানে কোন ভাষাই ও বোঝে না। সেখানকার মনিব ছিল খুব দয়ালু, তিনি বললেন সবাইকে আমি লেখা-পড়া করাতে চাই। তিনি ওকে লেখা-পড়া করতে দিলেন। সে এখন ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। সে প্রতিজ্ঞা করল তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিবে। সে প্রায় ৪ বছর পর তার বাড়িতে গেল। শুনল মা মারা গেছে ও তার বোন নিসার বিয়ে হয়ে গেছে। অশ্রুভেজা চোখে সে বলল মা, দোয়া করো আমি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। আস্তে আস্তে সে খুব বড় মাপের মানুষ হলো। সে তার বাবার খুনিকে খুঁজে বের করল। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমার বাবাকে মেরেছেন কেন?" উত্তরে সে লোকটি বলে, "তোমার বাবা আমার ২ লক্ষ টাকা নিয়েছিল যা আমার মেয়ের পড়া-লেখায় লাগতো, সে আমার টাকা ফেরৎ দেয়নি।" তখন নয়নিকা তাকে ছেড়ে দিল। তার সামনে এসে পড়ল যে তার বাবা একজন মিথ্যাবাদী। ওর বাবা ওকে বলেছিল যে সে কখনো ঋণ নেয় না। সে মনে মনে বলল সকল পরিশ্রম বৃথা। তার সামনে এসে পড়ল জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্ট। বাবার অসত্যবাদিতা।

তাসনিয়া কাওছার নিঝুম
শ্রেণি-৫ম

আমার দুইটি খরগোশ ছানা

আমি যখন একটু ছোট ছিলাম, তখন আমি বাবাকে বললাম আমাকে দুইটি খরগোশ ছানা কিনে দিতে। বাবা প্রথমে রাজিই হলো না। কিন্তু পরে বাবাকে রাজি হতেই হলো। বাবা দুটি খরগোশ ছানা কিনে আনল। আমি তাদের খুব আদর করতাম। আমি একজনের নাম রাখলাম রিংকি। অন্যজনের নাম রাখলাম বিন্তি। তাদের আমি খেতে দিতাম, গোসল করাতাম। একদিন আমি স্কুলে গেলাম। স্কুল থেকে আসলাম বাসায়। বাসায় যেতে না যেতেই মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার খোরগোশ ছানা দুটো মারা গেছে। আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম আমি যদি তাদের বন্দী করে না রাখতাম, তাহলে তারা মারা যেত না।

মেহেক-ই-নাওয়ার
শ্রেণি-চতুর্থ

বৃদ্ধাশ্রম

হঠাৎ কি আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ নির্মীলিত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেই হল। বিছানা থেকে চলে এলাম সিঁড়ি ঘরে। দেখি পাঁচ তলা থেকে আওয়াজ আসল। কান্নার আওয়াজ। ঢুকে দেখি এক বুড়িকে ওরা ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। বুড়ি খুব কাঁদছে। কিছুই জানতে পারলাম না। শুধু দেখছি-একজন বুড়িকে ওরা তাড়িয়ে দিচ্ছে। পরে জানতে পারলাম তাদের ঘরে লোক সংখ্যা বেশি হওয়াই তারা তাকে থাকতে দিচ্ছে না, আমার বন্ধু অরিণের দাদীকে। আমার খুব ইচ্ছা করল- আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসি। কিন্তু সাহস হলো না। বুড়িকে ওরা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমার যদি দাদী হতো তাহলে আমি দাদীকে ঘরে তুলে নিতাম। তাদের মতো বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতাম না। এ অবস্থায় আমি বুঝলাম আমি আর আমার দাদীকে গ্রামে থাকতে দিবনা। আমার ঘরে এনে রাখব। জনসংখ্যা বেশি হোক আর না হোক।

প্রমি রায়
শ্রেণি-চতুর্থ

অকর্মার কাজ

তের বছর বয়সের ছেলেটির নাম তুহিন। সে খেতে ও ঘুমাতে অনেক ভালবাসত। গরিব পরিবারের ছেলে তাইতো পেট ভরে খেতেও পায় না, শান্তিতে ঘুমাতেও পারে না। কারণ তাকে ঘুমাতে দেখলেই বাবা রেগে যায়। এজন্য স্কুল ঘরে ঘুমায় কিন্তু সেখান থেকেও বাব ডেকে এনে জোর করে কাজ করায়। যতই কষ্ট হোক তবুও তুহিন চোখ ডলতে ডলতে কাজে যায়। তবুও বাবা রোজ তাকে "অকর্মা" বলে গালি দেয়। যেদিন কাজে যেতে দেরি হয় সেদিন আরেক বিপদ। তুহিনের জন্য তুহিনের মাকেও বকা খেতে হয়। এমন সময় সারা দেশে শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। গ্রামের অনেক ছেলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিল। তাই দেখে মায়ের দুঃখ আরও বাড়ল। দুঃখ ভরা মন নিয়ে তুহিন স্কুল ঘরে গেল। গিয়ে দেখে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা সেখানে ক্যাম্প করছে। ওকে দেখা মাত্রই তারা গুলি চালাতে গেল। কিন্তু থামিয়ে দিল গ্রামের চেয়ারম্যান চাচা। বলল-"একে মেরে গুলি নষ্ট করে লাভ কি? এটাতো "অকর্মা" ছেলে। বাঁচিয়ে রাখলে টুকটাক কাজে লাগবে। এরপর হতে তুহিনের আর সমস্যা হল না। থাকা, খাওয়া, ঘুম সবই স্কুল ঘরে চলতে লাগল। সেই সাথে চলল খবর সংগ্রহ। মুক্তিবাহিনীর জন্য তুহিন খবর সংগ্রহ করতে লাগল। পাকিস্তানি সেনারা কোথায় যায়? কি করে? কতজন আছে? এরকম নানা খবর সে পৌঁছে দিত মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। আর মুক্তিবাহিনী সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়। ফলে সব জায়গায় হারতে লাগল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এক সময় তুহিনকে তাদের সন্দেহ হল। তারা একটা গাছের সাথে তুহিনকে বেঁধে জিজ্ঞেসাবাদ শুরু করল। তুহিন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিল না, মুখ একদম বন্ধ। বিরক্ত হয়ে একসময় তারা তুহিনকে গুলি করল। তুহিন এবার বলল-"মা, তোমার "অকর্মা" ছেলে এবার একটি কাজ করল। জীবনের বিনিময়ে মুক্তিবাহিনীর জান বাঁচাল।"

রাফিয়া রহমান
শ্রেনি : ৯ম (বিজ্ঞান)

একদিন দুপুরে

মার ভীষণ রাগ রিন্টুর ওপর। স্কুল থেকে ফিরে জামাকাপড় না খুলেই গল্পের বই পড়ছে। একুশে ফেব্রুয়ারী বইমেলা থেকে মুহাম্মদ জাফর ইকবালের "গাব্বু" ও "ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা" কিনে দিয়েছেন বাবা। আজ রিন্টু "ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা" বইটি নিয়ে বসেছে।

হঠাৎ করে বারান্দায় একটি শব্দ হলো। রিন্টু বারান্দায় এসে দেখল, ফ্লাইং মেশিনের মতো একটা বক্স। বক্স থেকে বেরিয়ে এলো দুজন ছেলে। চশমা পরা একটা ছেলে রিন্টুকে বলল, "ব্যাটারি দাও"। রিন্টু তার পরিচয় জিজ্ঞেস করায় ছেলেটি বলল, "আমার নাম মিঠুন"। রিন্টু চিৎকার করে বলল, "তুমিই মিঠুন, যে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা বানিয়েছো?" মিঠুন বলল "হ্যাঁ"। রিন্টু জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তোমার সাথে ছেলেটি কে?" মিঠুন বলল, "ও গাব্বু"। রিন্টু বলল, "গাব্বু ও মিঠুন দুজনই আমার বাড়ির বারান্দায়!" মিঠুন বলল, "আমাদের হাতে সময় কম। কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। তুমি জলদি ব্যাটারি দাও।" রিন্টু বাড়ির ভেতর গিয়ে ব্যাটারি নিয়ে এসে মিঠুনকে দিল। মিঠুন ব্যাটারি নিয়ে ফ্লাইং মেশিন ঠিক করতে লাগল। রিন্টু গাব্বুকে বলল, "এই ফ্লাইং মেশিন দিয়ে কি মঙ্গল গ্রহে যাওয়া যাবে?" গাব্বু বলল, "তোমার বুঝি মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার খুব ইচ্ছে?" রিন্টু বলল, "হ্যাঁ। মঙ্গল গ্রহে গিয়ে আমার গোলাপি আকাশ ও রাতে দুটি চাঁদ 'ফোবস' ও 'ডেইমস' দেখার খুব ইচ্ছা।" গাব্বু বলল, "তুমি এত কিছু জানলে কি করে?" রিন্টু বলল. "বই বড়ে। মিঠুন তুমি কি আমাদের মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যেতে পারবে।" মিঠুন বলল, "আমি এতো ছোট হয়ে এতো বড় আবিষ্কার করতে পারব?" রিন্টু বলল, "কেন পারবে না? স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু উদ্ভিদের প্রাণ আছে- আবিষ্কার করেছেন। আয়েশা আরেফিন টুম্পা কৃত্রিম ফুসফুস আবিষ্কার করে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন।" হঠাৎ মা ডাক দিলেন, "রিন্টু"। মিঠুন শুনে তাড়াতাড়ি ফ্লাইং মেশিন স্টার্ট করে দিল। রিন্টু বলল, "মিঠুন, গাব্বু-যেও না। মিঠুন-গাব্বু-গাব্বু।"

'এই রিন্টু ওঠ। ঘুমের মধ্যেও গাব্বু গাব্বু করছে।' মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল রিন্টুর।

নাজিফা তাহ্‌সিন
শ্রেণি-তৃতীয়

পথচারী শিশু

শিশুরা দেখতে ফুলের মত সুন্দর। কথায় বলে, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। আসলে কথাটা সত্য। কিন্তু পুরোপুরি ঠিন নয়। কেন জান? কারণ, বন্যপ্রাণীদের যেমন বনে সুন্দর দেখায়, তেমনি ছোট্ট শিশুদের মায়ের কোলেই সুন্দর দেখায়। কিন্তু কোনো শিশুরা যদি পথে-ঘাটে, অপরিষ্কার ফুটপাতে ও দূষিত পরিবেশে বসবাস করে থাকে, তাহলে সেটাকে কী ভালো দেখায়? দেখায় না। এরকম অনেক শিশু আছে যারা ভিক্ষে করে। যাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। এই শিশুগুলোর বেশিরভাগই এতিম বা অনাথ হয়। এরকম কয়েকটি পথচারী শিশুর ঘটনা এখানে বিবৃতি করা হলঃ-

একদিন আমি চন্দ্রিমা উদ্যানে বেড়াতে যাব বলে গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তাঘাটের কিছু দৃশ্য আমার হৃদয়টিকে ভালোভাবে নাড়া দিয়ে গেল। দেখলাম একটি মেয়ে একটি ছোট্ট শিশুকে নিয়ে ভিক্ষে করছে। মানুষের কাছে আর্থিক সাহায্য চাচ্ছে। আবার দেখলাম ফুটপাতে একটি শিশু তার মায়ের জন্য আর্থিক সাহায্য চাচ্ছিল। হয়তোবা, তার মা কোনো রোগে আক্রান্ত। তাই শিশুটি সবার কাছে আর্থিক সাহায্য চাচ্ছিল। আবার কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, একটি মেয়ে এ টুকরো কাপড় নিয়ে এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়ির কাছে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বুঝেছ, মেয়েটি গাড়ির সামনে থাকা কাঁচটি মোছার জন্য, কিছু পাবার আশায়। আমি অনুভব করতে লাগলাম, এদের জায়গায় যদি আমি হতাম? আমাকেও তাহলে এই কষ্ট ভোগ করতে হতো। শুধু ধনী শিশুরাই কি সুখ ভোগ করতে পারে? পথচারী শিশুরা পারে না? এত কষ্ট করতে হয়, এত হীন পন্থার আশ্রয় নিতে হয়, তাও আবার শিশুদেরকে? তা আমার জানা ছিল না। আমাদের দেশ বাংলাদেশে পথচারী শিশুর জন্য কোনো আইন নেই। নেই কোনো আলাদা স্কুল। কেন? এই নিষ্পাপ শিশুরা কি পড়ালেখা করতে পারবে না? যেদিন আমার দেশে সব শিশুরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হবে সেদিনই হয়তো আমার চোখে বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ হবে।

আশফিকা ইবনাত সৃষ্টি
শ্রেণি-চতুর্থ

আমার এবারের ছুটি

ডিসেম্বর মাসের শেষ কয়েকদিন। পরীক্ষা শেষ। বাবা বললেন, এবারের ছুটিতে আমরা সবাই কক্সবাজার যাবো। সবাই মিলে তারিখ নির্ধারণ করলাম। সে অনুযায়ী আমি, আম্মু এবং বাবা রাতে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য বাসে উঠলাম। মামা আমাদেরকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। বাবা মামাকে বললেন, তুমিও আমাদের সাথে চলো।

ওখানে যেতে যেতে প্রায় সকাল হয়ে গেল। এর আগে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। তখন অনেক শীত। আম্মু আমাকে জানালা লাগিয়ে দিতে বললেন। কিছুক্ষণ পর আমি ঘুমিয়ে গেলাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি, বড় বড় সুন্দর পাহাড় এবং ঐ পাহাড়ে কত পাহাড়ি মানুষ বাস করছে। তারপর হোটেলে গেলাম। ওখানে আমাদের জিনিসপত্র রেখে সমুদ্রের কাছে গেলাম। সমুদ্রের দৃশ্য এত সুন্দর যে আমি তা মুখে

প্রকাশ করতে পারব না। সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন আমাকে ডাকছিল। আমরা ওখানে আধা ঘন্টা থাকলাম। আমি আসতে চাইনি, কিন্তু বাবা বললেন, ঠান্ডা লেগে যাবে। এরপর আমরা হোটেলে গেলাম। এখান থেকে কাপড় পরিবর্তন করে গেলাম সাফারি পার্কে। এখানে আমরা দেখলাম বিভিন্ন রকমের প্রাণী, যেমন- বাঘ, সিংহ, চিত্রা, হরিণ, চিতা বাঘ, হাতি, বিভিন্ন রকমের সাপ, বানর ইত্যাদি। আমরা আরও দেখলাম বিভিন্ন রকমের পাখি। এগুলো দেখে আমার খুব ভাল লাগল। ওখান থেকে আমরা হিমছড়ি গেলাম। ওখানে একটি অনেক সুন্দর জলপ্রপাত আছে। হিমছড়ি আমার খুব ভাল লাগল। এসব দেখার পর আমরা কক্সবাজার মার্কেটে গেলাম। সেখান থেকে আমার ভাইবোনদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শামুকের তৈরি জিনিসপত্র কিনলাম।

পরের দিন সকালে খুব তাড়াতাড়ি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি হোটেলের বারান্দায় গিয়ে সূর্য ওঠার দৃশ্য দেখলাম। তা দেখে আমার অনেক ভাল লাগল। আমি অনেক খুশি হলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজকে আমরা চলে যাবো। আমি ভাবতেই পারছিলাম না যে আমি খুশি হব না দুঃখী হব। কারণ একদিকে এতদিন পর বাড়ির সবার সাথে দেখা হবে আর অন্যদিকে কক্সবাজারের মত এত সুন্দর জায়গা কবে আবার দেখতে পাবো! রাতে আমরা বাসে উঠলাম, তখনও আমি একই ভাবনাই ভাবছিলাম। এ ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম! সকালে উঠে দেখি আমি আমার বাসার সামনে।

মালিহা মাহিয়ান
শ্রেণি-চতুর্থ

এই দেশের মানুষ

আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশ যেমন সুন্দর তেমন এর মানুষও সুন্দর। কিন্তু যত দিন বাড়ছে মানুষ তত পশুর সমতুল্য হচ্ছে। আদিকালে মানুষ হিংস্র প্রাণীর মতো সবাইকে মেরে ফেলত। কেননা মানুষের মধ্যে ছিলনা একটুও মনুষ্যত্ব। কিন্তু এখন মানুষ জানে কি করলে তাদের লাভ হবে, কি করলে তাদের ক্ষতি হবে। কিন্তু এখনো কিছু মানুষ আছে যারা বোঝে অন্যায় করা মহাপাপ। কোনো রকমের অন্যায় করা মানুষ পাপিষ্ঠের চেয়েও খারাপ। তারা অনেক ভালো প্রকৃতির, যারা জানে অন্যায় করা মহা পাপ এবং তাতে তারা আমল করে। আবার কেউ কেউ আছে যারা অন্যায় করে কিন্তু জানে তাতে তার লাভ। মানুষ এখনো এতই লোভী যে, তারা তাদের লাভের জন্য যেকোনো পর্যায়েই যেতে পারে। তাহলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকল না। সকল শ্রেণীর মধ্যে ভালো মানুষ ও খারাপ মানুষ আছে। যারা খারাপ তারা আসলেই খারাপ আর যারা ভালো তারা সত্যিকার অর্থেই ভালো।

মায়মুনা নাসির জাইমা
শ্রেণি-৫ম

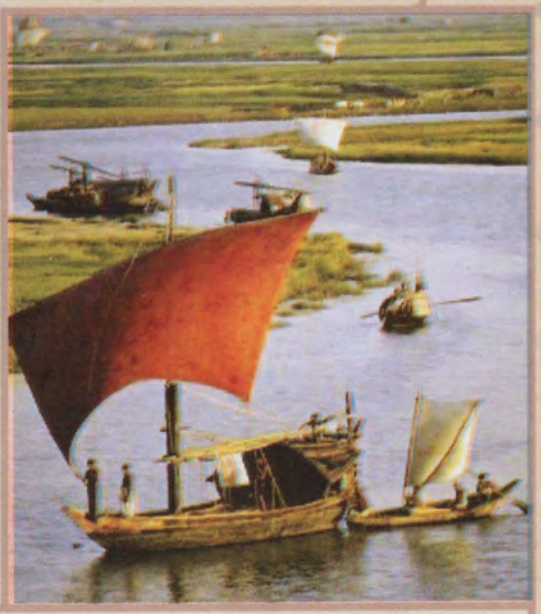

লোভী ইঁদুরের সাজা

অনেক দিন আগে, এক বনে এক ইঁদুর ও এক বিড়াল বাস করতো। তাদের মধ্যে ছিল খুব বন্ধুত্ব। একদিন তারা বনের মধ্যে একটি জেলির কৌটা পেল। এটি তারা বনের একটি নির্জন জায়গায় রেখে এল। এর মধ্যে ইঁদুরটি একটু লোভী ছিল। জেলি খাওয়ার লোভে পড়ল ইঁদুরটি। একদিন সে বলল, আজ আমার ভাইয়ের বিয়ে। আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলাম। বিড়াল বলল, আমাকে নেবে না। ইঁদুর বলল, আজ তোমাকে আমি নিতে পারছিনা, বিদায়। ইঁদুর সেই নির্জন জায়গায় গেল। এরপর সে জেলির কৌটার ঢাকনাটি চেটে খেল। বলল, বাঃ! বেশ মজা। এরপর সে কৌটাটি আগের মতো রেখে দিল। বাড়ি ফিরলে বিড়াল জানতে চাইল, তোমার ভাইয়ের নাম কি? ইঁদুর বলল, ঢাকনা চাটা। বিড়াল নাম শুনে হতবাক হয়ে গেল। কিছুদিন পর ইঁদুর আবার বলল, আজ আমার চাচার বিয়ে। বিড়াল বললো, বেশতো যাও। ইঁদুর সেই জায়গায় গিয়ে জেলির অর্ধেকটা খেয়ে শেষ করল। এরপর বাড়ি ফিরে এল। বিড়াল আজও জিজ্ঞেস করল, তোমার চাচার নাম কী? বলল, অর্ধেক খালি, বিড়াল অবাক হয়ে গেল। এরপর ইঁদুর কিছুদিন পর চুপিচুপি কাউকে না বলেই সেই নির্জন জায়গায় গেল। সেদিন বিড়ালও তার পিঁছু পিঁছু গেল। ইঁদুরটি ঢাকনা খুলে জেলি খেতে ঢুকে বসল। অমনি বিড়াল ঢাকনাটি আটকে দিল। ইঁদুর তার লোভের সাজা পেল। কথায় বলে, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"।

আজমাঈন তালুকদার
শ্রেণি-চতুর্থ

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিন বন্ধু

মিনা আর রিনা খুব ভালো বন্ধু। একদিন মিনা খুব সুন্দর একটি কলম আনল। সেই কলমটি সে সবাইকে যখন দেখাচ্ছিল তখন ড্রইং ক্লাস চলছিল। ড্রইং মিস দেখলো যে মিনা একটি সুন্দর কলম এনেছে এবং সেটা সকলকে দেখাচ্ছে। তখন ড্রইং মিস কলমটা জমা নিয়ে নিল। তাতে দু'জনারই মন খুব খারাপ হলো। আরেকদিন অংক ক্লাসে অংক খাতা দিয়েছিল। মিনা ও রিনা দুই জনেই দশে দশ পেল। ওদের সামনে যে বসেছে সে পেয়েছে সাড়ে আট। ও তখন মিনা আর রিনার খাতা দেখে খুব হিংসুটে হয়ে গেল। তখন মিনা ও রিনাকে বলল তোমরা আমাকে দেখাওনি কেন? তাহলে আমিও দশে দশ পেতাম। রিনা বলল, দেখে দেখে লেখা ভালো নয়। যদি আমি দেখাতাম তাহলে তুমি বার্ষিক পরীক্ষায় কীভাবে ভাল রেজাল্ট করবে? পরে সামনে বসা মেয়েটি রাগ করে রিনার পেনসিল বক্স চুরি করল। তার পরদিন ওর জ্বর হলো বলে ও স্কুলে গেল না। ওর মা তখন ওর ব্যাগে রিনার পেনসিল বক্সটা দেখে ওকে জিজ্ঞাসা করল, এই পেনসিল বক্সটা কার। ও তখন বলল রিনা ও মিনা অংকে দশে দশ পেয়েছে আর আমি সাড়ে আট পেয়েছি। আমি ওদেরকে দেখানোর কথা বলাতে রিনা আমাকে বলল, দেখে দেখে লেখা ভালো নয়। তাই আমি ওর পেনসিল বক্স চুরি করেছি। তখন ওর মা বলল রিনা ঠিকই বলেছে। তুমি কালকে রিনার পেনসিল বক্স ফেরত দেবে। ও পরদিন স্কুলে গিয়ে রিনার পেনসিল বক্স ফেরত দিল। এরপর অংক 2nd C.T শুরু হলো। যেদিন অংক 2nd C.T হলো সেদিনই খাতা দিয়ে দিল। রিনা ও মিনার খাতা আগে দিল এবং সে পরীক্ষাতেও ওরা দশে দশ পেল। ওদের সামনে যে বসে সেও দশে দশ পেল। তারপর থেকে মিনা ও রিনাতো এমনিতেই ভালো বন্ধু, তার সাথে ওদের সামনের মেয়েটাও ওদের ভালো বন্ধু হয়ে গেল। তিন বন্ধু তখন থেকেই সবসময় একজন অন্যজনের বিপদে এগিয়ে আসে।

কাজী শারাফা আনিসা
শ্রেণি-তৃতীয়

সুদীপ্তের জন্মদিন

আমার বন্ধু সুদীপ্ত। আমার ক্লাসে পড়ে। হালকা পাতলা গড়ন। আমার মতই লম্বা। অনেক কম ওকে হাসতে দেখেছি। অনেক কম কথা বলে। একদম শান্ত। কিন্তু বন্ধুত্বটা আমার সাথেই বেশী। স্কুলে প্রতিদিন থাকতে থাকতে কবে যে ওর সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আমি নিজেও জানিনা। আমি ওকে মন দিয়ে ভালবাসি। পড়াশুনায় ভাল। অংকগুলো নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে সে বেশী ভালবাসে। আমি বলি আর ও মনযোগ দিয়ে শোনে।

জেনেছি ওর বাবা ইঞ্জিনিয়ার। মোহাম্মদপুরে বাসা। এর বেশী আর কিছু জানিনা। স্কুল শেষে সে হেঁটে হেঁটে ফুটপাত দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়। ও আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকি। আমরা টিফিন খাই দুজনে এক সাথে বসে। টিফিন গুলো দুজনে ভাগ করে খাই। ওর পকেটে রাখা ১টা চকলেট দু'জনে ভাগ করে খাই। অনেক মজার মজার গল্প করি। ও হাসে কম। তবে আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে। আমি আমার সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো ওকে গিফ্‌ট করি।

"আচ্ছা মঞ্জুরুল, শুনলাম, তৃতীয় শ্রেণিতে তুই নাকি অন্য স্কুলে চলে যাবি?" "কে বলেছে? আমি তো জানিনা। আমার মা-বাবা জানেন।" গেলে আমরা দু'জনে এক সাথে যাব। তুই ভাল করে পড়, যেন টেস্টে টিকতে পারি। তবে আমার মতে কোথাও না যাওয়াই ভাল। চল, স্কুলে ঐ কোনায় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগিয়েছি। ওটাতে পানি দিয়ে আসি।.....।

এমনি একদিন সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মঞ্জুরুল, শুনেছি তোর মা-বাবা দুজনেই ডাক্তার। একটা কথা জিজ্ঞেস করিসতো। "সব একলামসিয়া রোগীরা কি মরে যায়?" আমিতো হতবাক। এ রোগের কথাতো কোন দিন শুনিনি। বললাম। "কেনরে কি হয়েছে?" "না-মানে আজ আমার জন্মদিন। কিন্তু জন্মদিন কোন দিন পালন করিনা।" "কেন?" "কারণ এই দিন আমার মা আমাকে জন্ম দিয়ে মরে গেছিল। শুনেছি তাঁর নাকি একলামসিয়া হয়েছিল।"

কেউ যদি আমার সামনে মা বলে ডাকে, তখন আমি আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারি না। তোর মা তোকে অনেক আদর করে তাই না? কোলে নেয়-চুমো খায়। টিভিতে দেখলে, আমার মোটেও ভাল লাগে না।" "তোর যখনই মন খারাপ লাগবে আমাকে টেলিফোন করবি। দেখিস তোর ভাল লাগবে।" "জানি, কারণ তুই ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই।"

"আমি আর বাবা প্রতি বছর এই দিনে মিরপুর কবরস্থানে বিকালে গিয়ে মা'র কবরে ফুল দিয়ে আসি।'.....

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে থাকলাম। কোন সময় চোখের কোণ বেয়ে জল ঝড়ে গিয়েছিল বলতে পারিনা।

ওকে স্বান্তনা দেবার কিছু ছিল না তবুও বললাম, "মন খারাপ করিস না। আমাদের স্কুলের সব মিসরা তো আমাদের মা। তাঁরা তো আমাদেরকে মায়ের মত ভালোবাসেন।

মালিহা মাহিয়ান
শ্রেণি-চতুর্থ

আমার প্রিয় মা

আমি মালিহা। আমার পরিবার ছোট একটি পরিবার। মাত্র তিনজন। আমি, আমার বাবা ও আমার মা। বাবা হলেন বাড়ির কর্তা। আর মা বাড়ির ম্যানেজার। আর আমি? বাড়ির রাজকন্যা। আমার মা আমার প্রিয় মানুষ। ওহ্! বলতে ভুলে গেছি, মা হলেন বাড়ির বড় ম্যানেজার। সকালে ওঠেন ভোর ৫.০০ টায়। নামাজ পড়েন। তারপরই লেগে যান কাজে। আমার আর বাবার জন্য নাস্তা তৈরি করেন। এরপর আমাকে স্কুলে আনেন এবং বাবাকে বিদায় দেন। তারপরও বাকি থেকে যায় আরও অনেক কাজ। উফ! মাকে একদিন বললাম, "মা, তুমি কি একদিন ছুটি কাটাতে পারো না?" মা বললেন- "যা পাগলি! আমি ছুটি কাটালে তোদের কী হবে?" আমি তো হেসে মরি! তাই এই কথার সূত্র ধরেই ঠিকই মা আর আমি একদিন বেড়িয়ে পড়লাম ছুটি কাটাতে। আমার আর মা এর প্রিয় বিষয় কেনাকাটা। সেদিন কি মজাটাই না করেছিলাম। আহ্! এতকিছু বলতে গিয়ে তো আসল কথাই বলিনি। আমার মা কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুর ভূমিকাও পালন করেন। মা আমাকে কখনও বলেন না, যে নিজের সমস্যার সমাধান নিজে কর। প্রতি সমস্যার সমাধানে যেন তিনি সবসময় আমার পাশে থাকেন। তবুও এটা ভাবাটাই স্বাভাবিক যে, সবার কাছেই তো মা থাকে। কিন্তু আমার ভালোবাসাটা ভিন্ন। আমি মাকে 'মনি' বলে ডাকি। এর কারণ আমাদের চোখ থাকলেই যে দেখতে পাব তা ঠিক নয়। থাকতে হয় চোখের মনি। এটা এর মূল কারণ। কারণ, মা ছাড়া পৃথিবী অন্ধকার। বিধাতা সবাইকে মা দিয়ে থাকলেও বর্তমানে অনেকেরই নেই। আমি খুব ভালো মতো উপলব্ধি করতে পারি এই শূন্যতা। জানি না মা আমার কথা শুনছেন কী না? তবুও বলতে চাই- "মা, তোমাকে ভালোবাসি, মনে হয় তুমি না থেকেও আমার অন্তরে আছ। আল্লাহর কাছে তোমার আত্মার শান্তি কামনা করছি। রইল অসীম শ্রদ্ধা। ফিরে এসো, আমি এখনও প্রতি মুহূর্ত তোমার অপেক্ষায় থাকি, তুমি মনে হয় ফিরে আসবে।

মালিহা আসমা
শ্রেণি-পঞ্চম

হাসির দেশের রাজা

এক দেশে এক রাজা ছিল। সেই দেশের রাজা ছিলেন খুব ভাল। তার রাজ্যের সবখানে সুখ শান্তি বিরাজ করত। প্রজারা সবসময় হাসিমুখে থাকত। কিন্তু হাসির দেশের রাজা কখনোই হাসতে পারতেন না। তার মনে কোন সুখ ছিল না। তাই রাজ্যসভার উজির, নজির, কোটালের হাসি তার কাছে অসহ্য লাগত। তিনি একদিন তার দেশে একটি আইন করলেন, 'এই রাজ্যে কেউই হাসতে পারবে না'। যে হাসবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

রাজার এ আইন দেশে প্রজারা খুব রেগে গেল। তারা রাজাকে শাস্তি দেয়া ফন্দি করল। একদিন দেখা গেলো, রাজ্যের সবার ঘরে কান্না আর হাহাকার। রাজা কিছুই ভেবে পেলেন না। কি হলো, কি হলো! এমন সময় উজির, সেনাপতি আর কিছু লোক কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল।

রাজা তাদের কান্নার কারণ জানতে চাইলেন, তারা বলল, রাজা মশাই, এ রাজ্যে এক বিরাট দৈত্য এসেছে। সবাইকে ধরে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে খাচ্ছে। কি করব রাজামশাই? রাজা বললেন, আচ্ছা, দৈত্যটা কত বড়। উজির বলে, ও রাজা, দৈত্যটা লম্বায় তিন ইঞ্চি আর ওজন ১ পাউন্ড। শুনে রাজা হাসতে হাসতে আর থামেই না। তিনি বলেন, আরে, গাঁধার দল! তোমরা ওইটুকুন দৈত্যকে ভয় পাও? হাঃ হাঃ তিনি আবার হাসতে থাকেন। এমন সময় রাজা দেখেন কিছু লোক তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে শুনেন লোকগুলো বলছে, আপনার নিজের হাতে করা আইন মেনে আপনাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হচ্ছে। আপনি হাসলেন কেন? তারপর ঠিক ঠিক রাজাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হল। রাজ্যের লোকজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারা আবার সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

জেরীন তাসনিম
শ্রেণি-পঞ্চম

ভাষা

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। পশ্চিম পাকিস্তান কিছুতেই চাইছে না যেন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হোক। তারা চাইছে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবেই। আচ্ছা তারা এমনটাই বা করছে কেন? পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চাইছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে। তাহলে তারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে সমস্যাটা কি? কিন্তু তারা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করবে। এতে করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষেপে উঠেছে। তারা একটার পর একটা মিছিল, আন্দোলনে বলেছে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী একদল ছাত্র ও অন্যান্য অনেক মানুষ আন্দোলন করতে বের হল। তারা সবাই বলেছে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি কাগজ এবং এই কাগজেও লেখা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলনটি সামনের দিকে এগুতে থাকে। হঠাৎ সামনে দেখল পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবুও আন্দোলনটি একটু ভয় না পেয়ে সামনের দিকে যেতে থাকল। তখনো তারা বলতে থাকল। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। হঠাৎ অনেক গুলির শব্দ শোনা গেল। তারপর দেখা গেল রাস্তার পাশে রক্তে মাখামাখি আন্দোলনটি ভেঙ্গে গিয়েছে। অনেক মানুষ সেই গুলিতে শহীদ হয়েছেন। কারো নাম জানা আবার কারও নাম অজানা। এতো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা পেয়েছি। এই বাংলা ভাষার উপর তাদের কি ভালবাসা। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা যারা এদের হত্যা করেছে। তারা এতো নিষ্ঠুর তাদের মনে একটুও মায়া নেই। কয়েকদিন পর ঠিক সেখানে তৈরী করা হয় শহীদ মিনার আমরা প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারীর ২১ তারিখে শহীদ মিনারে ফুল দেই। তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি এবং কখনো তাঁদের ভুলতে পারবো না। কেননা তারা সাধারণ কেউ না। তারা অসাধারণ তাদের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের বাংলা ভাষা।

কানিজ সাদিয়া তুশি
শ্রেণি-৪র্থ

টুসুর গল্প

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে। নাম তার টুসু। তবে টুসু তার ডাকনাম আর ভালো নাম তানিয়া আহমেদ। টুসু তার বাবাকে মার চেয়ে একটু কম ভালোবাসে। টুসুর সব শয়তানি, দুষ্টুমি, বেয়াদবী, সবাই সহ্য করে। টুসু কিন্তু ভারী দুষ্টু। তার একটি উদাহরণ হল আজ টুসুর স্কুলের সহপাঠী সোনিয়াকে সে কাদায় ফেলে দিয়েছে। এজন্য কত কী না হল! সারাক্ষণ এরকমই দুষ্টুমি করে বেড়ায় সে। টুসুর মা তো ওকে নিয়ে প্রায় সময় অস্থির হয়ে যায়। টুসু মাকে ভালোবাসে কিন্তু মার কথা তেমনভাবে শুনে না। যখন যা মন চায় তাই করে। বাবা ওকে বকাঝকা করে না কারণ বাবাতো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসেই থাকে। তো কীভাবে দেখবে টুসুর দুষ্টুমি। এক রাতে টুসু একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখল। দেখল যে কালো পোশাক পরা একটা পরী টুসুকে বলল: টুসু আমি তোমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি। টুসু বলল: কেন? পরী বলল: আমি জানি, তুমি তোমার মাকে ছাড়া থাকতে পারো না। তাই তোমার দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য আমি তোমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর দিন যখন টুসু ঘুম থেকে উঠল, তখন মাকে দেখল না, সারা বাড়ি খুঁজল, পেল না। অনেক কান্না করল। সকাল কেটে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মা আসল। টুসু কাঁদতে কাঁদতে সোফার ওপর ঘুমিয়ে পড়ল। রাত ৮টায় মা বাড়ি ফিরল। টুসুর দরজা খোলার আওয়াজ শুনেই ঘুম ভেঙে গেল। টুসু মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কোথায় ছিলে মা তুমি? মা বলল: ছিলাম হয়তো কোথাও। তারপর টুসু বলল: মা আমি জানি তুমি আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য এসব করছো। মা হ্যাঁ বলল। টুসু বলল মা, যদি তুমি শাস্তি দেয়ার জন্যই এমন কর তবে আর কখনও দুষ্টুমি করব না। এরপর অনেক দিন কেটে গেল টুসু আগের মতো দুষ্টু রইল না। টুসু অনেক ভালো মেয়ে হয়ে গেল। সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করল এবং সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে লাগল। মা বাবার কথাও শুনতে লাগল। এগল্পটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, কোনো কিছুই অতিরিক্ত ভালো নয়, মা-বাবার কথা সবসময়ই শোনা উচিত। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত।

ফাহমিদা ভূঁইয়া
শ্রেণি-পঞ্চম

মুখের মুখোমুখি

মুখ সামলে কথা বলার অভ্যাস আমাদের নেই বললেই চলে। এজন্যই কথায় বলে, 'ছোট মুখে বড় কথা'। মুখ যতোই ছোট হোক না কেন বড় বড় কথা আওড়াতে যে আমরা সর্বদা মুখর হয়ে থাকি তা আমাদের নেতাগণের মুখের বাণীতেই বুঝতে পারি। মুখটাকে আমরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি লাগাম ছাড়া গরুর মতো। যা খুশি তা খাও, যা খুশি তা কও। ফলে মুখ নিয়ে প্রচলিত হয়েছে নানা মুখরোচক কথা। বহুরূপী এই মুখের পক্ষে সামান্য বুলি আওড়াতেই তাই আপনাদের মুখোমুখী হলাম এবার 'মুখ' নিয়ে।

কী আছে এই মুখে? সাধারণ দৃষ্টিতে, এটি মানবদেহের সাধারণ একটি অঙ্গ। তবু মুখের গুরুত্ব একটু বেশীই। হাজার হোক সকল অঙ্গের প্রতিনিধি বলে কথা। তিন বেলা উদরপুর্তির জন্য খাই খাই করে বলেই শরীরটা সচল থাকে। সেই মুখের খাই খাই বন্ধ তখনই মুখ যায় শুকিয়ে আর শুরু হয় ডাক্তার ডাকো. বদ্যি ডাকো।

মুখই একজন মানুষের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্ব করে। মান-সম্মান, মর্যাদা, অনুভূতি, শ্রদ্ধা, স্মৃতি এমনকি ভালোবাসার মতো সম্পর্কও। তাই মুখের বিকল্প কিছু নেই। মুখ মুখই।

মুখের জন্য আমাদের উৎলানো দরদ। মুখের আদল ঠিক রাখবার জন্য সেকি তোয়াজ? ক্রীম, লোশন, কাঁচা হলুদ, ফেশিয়াল কত কী! অথচ সামান্য ব্যয়ও করিনা এর প্রকৃতি ঠিক রাখতে। যা মুখে আসে তাই বলি। লাগামহীন মুখের কথায় কেউ খুন হয়ে গেলেও সেদিকে কারও খেয়াল নেই। মুখের এমন অপপ্রয়োগ মানুষ ছাড়া কেউ কি করে। হিংস্র বাঘেরও মুখ আছে, আছে আগ্নেগিরির জ্বালামুখ। সে সব মুখ মানুষের মুখের মতো ভয়ংকর নয়। মানুষের মুখ ধারালো অস্ত্রের চেয়েও ধারাল। অথচ এই অস্ত্রের আঘাতে কোন রক্তক্ষরণ হয় না।

সমাজে মধুক্ষরা মুখও আছে। তাঁদের নিঃসৃত কথামালা যেন বাণী। শুনলে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। ইতিহাসখ্যাত অলি-আউলিরা ঋষিগণ মধুক্ষরা মুখের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মুখের আদলও ছিল নূরানী। মুখের ক্ষমতা যে কত অসীম সে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করে গেছেন।

মুখের কারণেই মানুষ কখনো নন্দিত কখনো নিন্দিত। মুখের মুখাপেক্ষী কিন্তু আপনাকে হতেই হবে। যেমন ধরুন, ফটো, প্রমাণ কার্যে যার প্রয়োজনীয়তা। এ ফটো কিন্তু অন্য কোন অঙ্গের হলে চলবে না, হতে হবে মুখেরই কারণ মুখই পারে দুইজন মানুষের অবয়ব কে আলাদা করতে। ধরুমন কেউ যদি আমার মুখের একটা ফটো তুলে বলে যে, 'একে ধরিয়ে দিন' তাহলে হয়তো সমাজের মানুষ আমার লজ্জায় লুকানো মুখে ঝাটা দেবে। ক্রুদ্ধ মুখে বলবে,হচ্ছাড়া পাজি! ঝাটা মুখে আমার প্রেষ্টিজে টা টা দেবে। মুখলুকানোর জন্য যখন বাবা মার আশ্রয় নিবেন তখন বাবা বলবেন 'আমি ওর মুখ দেখতে চাইনা।' আর শৈশবে মুখ পোড়া বাঁদর বলে মুখ করেছেন যে মা সে বলবেন, আহারে বাছা, না খেয়ে মুখটা শুকিয়ে গেছে। মুখে কিছু দে!' মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এখন বাবার অগ্নিমূর্তি মুখ ভুলতে বাধ্য। তেমনি মুখের চোইদ্দি রয়েছে পরীক্ষার বেলাতেও। শুধু লিখিত দিলেই হবে না দিতে হবে মৌখিকও।

মুখ নিয়ে মুখরিত হওয়ার আগে একটা বিষয় মনে মনে আনলেও মুখে আনিনি। তা হলে মানুষের দ্বিমুখী চরিত্র। বাস্তবে দু'মুখো সাপ না থাকলেও মানুষের মধ্যে আছে। দু'মুখে দু রকম কথা। মুখের নান্দিপাঠ করতে বসে মুখের জাত মেরেই তবে শেষ করলাম। না হলে এই লেখা হয়তো আলোর মুখ পেত না। অতএব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা করবেন।

সংযুক্তা আহমেদ
শ্রেণি-৯ম, শাখা-শুকতারা, রোল-৩১

মেঘে ঢাকা আকাশ

আকাশটা আজ বড্ড সুন্দর দেখাচ্ছেরে ইরা। তোর প্রিয় বর্ষাকাল চলছে এখন। মেঘগুলো সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে আর মেঘগুলো সরে গেলে সূর্যটা আবার উঁকি মারছে। মনে হচ্ছে যেন বালিকা বধুর ঘোমটার আড়াল থেকে প্রকৃতিকে দেখার প্রবল ইচ্ছা কিন্তু ঘোমটাকে সে সরাতে পারছে না।

দাদা এ কেমন উপমা ব্যবহার করলে তুমি? এযুগে আবার বালিকা বধু কোথায় পেলে তুমি?

ইরার কথায় আনিস হেসে দিল,

এ যুগে বুঝি বালিকা বধু নেই? এখনও অনেক জায়গায় বাল্য বিবাহ চলছে রে। তুই কিচ্ছুটি জানিস না।

আমি কী করে জানব দাদা? তুমি না জানালে আমি কী করে জানব? আমি কী চোখে দেখতে পাই? ইরার কথায় আনিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওদের বাবা মা ওদেরকে রেখে যে যার যার মতো চলে গিয়েছে। মা চলে গিয়েছে বাবার বন্ধুর সাথে। তারপর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। তখন থেকে আনিসই ইরার সব। বাবা-মা যখন চলে গিয়েছে তখন আনিস মাত্র এস.এস.সি পাশ করেছে। এবার ও ইন্টার পাশ করেছে। ভালো ছাত্র বলে বন্ধুদের ভাইবোনদের পড়ানোর সুযোগ পেয়েছে ও। খুব বেশি উপার্জন না হলেও মুটোমুটিভাবে ওদের সংসার চলে যায়। আনিস ইরাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না। ওর সব কাজের পেছনেই উদ্দেশ্য থাকে ইরাকে আনন্দ দেওয়া, ইরার মুখের হাসি পাওয়াই যেন আনিসের জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর ১৩ বছর বয়েসী ইরার জীবনে আনিস ছাড়া আর কিছুই নেই। আনিসের চোখ নিয়ে ইরা সারা পৃথিবীকে দেখে। এই পৃথিবীতে ইরার একমাত্র আশ্রয়স্থল হলো আনিস।

'আরেকটু খেয়ে নে না বোন আমার।'
'না দাদা, আমি আর একটুও খাব না।'
'তুই এই প্লেট শেষ না করলে কিন্তু আমিও খাব না।'
'আচ্ছা এই লোকমাটাই শেষ।'
'আচ্ছা যা।'

শেষ লোকমাটুকু ইরাকে খাইয়ে দিয়ে আনিস ওর মুখ মুছে দিল। আজ আনিসের মন এতটুও ভালো নেই। প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে। কিন্তু ঘরে খাবার নেই। এখন খাবারের যোগাড় না করতে পারলে দুপুরে ইরাকে খাওয়ানো যাবে না। ও নিজে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারবে কিন্তু ইরা? ওটুকু মেয়ে। ও যে পারবে না। কাল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন পেয়েছিল। কিন্তু বাড়ী ফেরার পথে একদল ছিনতাইকারী ওর কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতে আনিস ইরার কাছে গেল। 'ইরা, আমি একটু বেড়ুচ্ছি। তুই সাবধানে থাকিস।' 'আচ্ছা যাও।'

আনিস রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল কী করে টাকা জোগাড় করা যায়। এমন সময় ওর এক বন্ধু এসে ওকে পেছন থেকে ডাক দিল, 'কিরে আনিস, হরতালের দিনে কই যাস?'
'কোথাও না।'

'কী হইছে তোর? মুখ কালা লাগতাছে ক্যা?'

'তেমন কিছু না। তুই আমাকে পাঁচশো টাকা দিতে পারবি? আমি তোকে আগামী মাসে দিয়ে দিব।

'আমি টাকা দিমু কেমনে? আমি এহন পার্টির টাকা লইয়া ঘুরতাছি। এইহান থন টাকা দিলে পার্টির লগে বেঈমানী করা হইব না ক?'

'ও, ঠিক আছে। সমস্যা নেই।'

'আরে শোননারে দোস্ত, তোর তো টাকা লাগব। তাইলে সমস্যা নাই ক্যামনে? শোন তরে একটা উপায় কই।'

'কী?'

'পার্টি আমারে পাডাইছে লোক জোগাড় করনের লাইগ্যা। মিছিল বাইর করব কিন্তু লোক নাই। তুই ইচ্ছা করলে মিছিলে যোগ দিতে পারিস। পাঁশশো টাকা পাইবি।'

'হাসান, তুই পাগল হয়েছিস?'

'না, তবে তো তেমন কিছু করতে হইবো না, শুধু মিছিলে গিয়া একটু দাড়াইবি। 'ভাইবা দেখ, আমি তরে বেশিক্ষণ সময় দিতে পারুম না।'

আনিসের সামনে ইরার মুখটা ভেসে উঠল। আনিস আর কিছু চিন্তা না করেই বলল,

'আচ্ছা, চল।'

আনিসদের মিছিলটা ১১টার সময় শুরুহলো। হাসান বলেছিল ১২ টার মধ্যে মিছিলটা শেষ হয়ে যাবে। আনিসের শার্টের পকেটে পাঁচশো টাকার নোটটা রাখা। আজ প্রচন্ড রোদ উঠেছে। আনিসের এখনও কিছু খাওয়া হয়নি। কিছুদূর এগোনোর পর মিছিলের লোকজন পুলিশের দিকে ককটেল ছুড়ে দিল। কয়েকটা ককটেল বিস্ফোরিত হলো। এরপর পুলিশ গুলি ছুড়তে লাগল। মিছিলের সব লোক দৌড়াতে লাগল। আনিস কিছু বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এরপরই ও দৌড় শুরু করল। লক্ষ্য বাসা, আনিস ঘড়ির দিকে তাকালো একটা বেজে গিয়েছে। ইরার খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। গিয়ে ইরাকে খাওয়াতে হবে। তখনই সামনে থেকে একটা গুলি ওর বুক ভেদ করে চলে গেল। আনিস আর দৌড়াতে পারল না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সাদা শার্ট রক্তে লাল টকটকে হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল ইরার নিষ্পাপ মুখ। ওর গাল চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ও কাঁদছে। ও যেন আনিসকে বলছে,

'দাদা, তুমি আমাকে খাওয়াতে এলে না? আমার যে প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে দাদা।'

চোখ বুজতে বুজতে আনিস শুধু বলল, 'আমায় তুই মাফ করে দে ইরা, মাফ করে দে। মাফ করে দে।'

তামজিদা তাবাস্‌সুম খান
শ্রেণি-৯ম

আমরা সুখে আছি

আমরা চার জনের একটি ছোট পরিবার। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী। কারণ আমি এই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি। একটি পরিবারের সন্তান ভালো হয় , যদি তার মা- বাবা ভালো হয়। আর আমার মা-বাবা'র সেই গুণের কোনো কমতি নেই। আর অন্যদিকে আমার বড় বোন যেমন রূপবতী তেমন বুদ্ধিমতী। আমার বাবা আফছার উদ্দীন আহমেদ একজন বে-সরকারী কর্মজীবী। একজন কর্মজীবী হিসেবে সে অত্যন্ত সৎ ও কর্মঠ। তাঁর কাজে কোন ফাঁকি নেই। তিনি একজন ধার্মিক মানুষ। একদিক দিয়ে আব্বুর মন যেমন পাথরের মতো কঠোর অন্যদিক দিয়ে মাখনের মতো নরম। আমার পরীক্ষার ফলাফল ভালো হলে, আব্বু প্রচন্ড খুশি হয়। কিন্তু সে খুশি গোপন রেখে আব্বু বলে, "খুব ভালো করেছ কিন্তু আরো ভালো করতে হবে"। CT পরীক্ষায় ১০এ ৯ পেলেও আব্বুর সেই একই কথা"আরো ভালো করতে হবে। আব্বুর খুশি গোপন রাখার কারণ যেন আমার উৎসাহ হারিয়ে না যায়। আব্বু মুখ ফুটে না বললেও আমি জানি। আব্বুর মনের সেই আনন্দটুকু।

আমার আম্মুর নাম শামীমা আক্তার। একজন রূপবতী মহিলাও। আমার আম্মু ঠিক আব্বুর মতো সৎ, ও কর্মঠ ধার্মিক গৃহিনী আম্মু আমাকে অনেক ভালোবাসে । মাঝে মাঝে আম্মু যখন আমাকে বকে , তখন আম্মুর প্রতি অনেক রাগ হয়। আগে আম্মু বকলে তর্ক শুরু করে দিতাম । কিন্তু এখন মুখ বুজে সহ্য করে যাই। কিন্তু আম্মু আমাকে অকারণে কখনোই বকে না। আমার মন ভালো হওয়ার পর আম্মু আমাকে কেন বকলেন তা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করি। দেখা যায় , দোষটা আমারই। আমিও আম্মুকে অনেক ভালোবসি।

আমার বড় বোন আখিঁ যেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল নক্ষত্র। ওকে ছাড়া আমার এক মূহূর্তও ভালো লাগে না, ওর সাথে হাসি-তামাশা ও ঝগড়া করে দিনগুলো ভালোই কেটে যাচ্ছে।

আব্বু আব্বুর অফিসে সৎ ও কর্মঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে । আম্মু আমাদের পরিবারের সকল কিছু সঠিক ভাবে সম্পাদন করছেন। আম্মু-আব্বু দুজনই আমাকে আর আখিঁ আপুকে বুকে আগলে রক্ষা করেন ও তাদের নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। আমাদের পরিবারে বলতে গেলে দুঃখ প্রায় নেই-ই "আমরা সুখে আছি" ।

ফারিহা জান্নাত

শ্রেণী-৬ষ্ঠ, শাখা-নীহারিকা, রোল -১৫

আমার ছোট বোন 'ইয়াতি'

আমার ছোট বোনের নাম সিদরাতুল ইয়াতি। ইয়াতির বয়স ১ বছর দুই মাস। ও খুব দুষ্টু ছিল আর অলসও। হাঁটতে চাইতো না। ও আমাদের সাথে অনেক খেলা করত। তাই ওর জন্য আমি আর আমার মা দুইটি বড় বড় পুতুল কিনে নিয়ে আসলাম। ও সেটা দেখে কী যে খুশি হলো। ও ছাড়া আর কেউ পুতুল ধরলে ও কান্না শুরু করে। ও সেই পুতুলটার সাথে সারাদিন খেলা করে। খালি আমরা যখন পড়তে বসি তখনই ওর জ্বালায় পড়াশোনা করা যায় না। একদিন হল কি আমরা সবাই এক সাথে নুডলস্ খেতে বসলাম সবাই ইয়াতিকে একটু একটু করে দিলাম, দেওয়ার পরে হঠাৎ করে ইয়াতি মুখ ভরে বমি শুরু করল। প্রায় পাঁচবার বমি করার পরে আম্মু ও আব্বু ইয়াতিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তারপর আম্মু ডাক্তারকে সব খুলে বলল। বলার পরে আম্মু বলল নুডলস্ এর ভিতরে তেল একাধিকবার ব্যবহার করার পর আবার ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর ডাক্তার বলল তেলটার জন্যই বমি করছে। ডাক্তার তারপর ঔষুধ দিল। ডাক্তারের কাছ থেকে ওরা আসছে। আর এদিকে আমি আর আমার ভাই বারান্দার দাঁড়িয়ে ইয়াতির জন্য কাঁদতে কাঁদতে শেষ। তারপর আল্লাহর রহমতে রাতে মধ্যেই ইয়াতি ঠিক হয়ে উঠল। তারপর আমরা সবাই কোন দিন ব্যবহার করা তেলের কোন খাবার খাইনা। তো বন্ধুরা কোন দিন বাইরের জিনিস খাবে না। নইলে আমার বোনের মতো তোমাদেরও অবস্থা হবে।

ইউসরা শাকুর

শ্রেণি-৪র্থ

সেই ভয়াল রাত

আমরা দশ জন বান্ধবী খুবই ক্লোজ। আমি, লবিবা, জেরিন, তানজিম, মীম, অর্চিতা, সুমাইতা, নুজহাত, আদৃতা ও প্রাপ্তি। আমাদের বান্ধবীদের মধ্যে কেউই ভূতে বিশ্বাস করতাম না। স্কুলের অনেক মেয়েদের মুখে শুনেছি প্ল্যানচেট করে মৃত মানুষের আত্মা ডেকে আনা যায়। আমরা কেউই এই অযৌক্তিক কথা বিশ্বাস করতাম না। একদিন আমার মনে প্ল্যানচেট করার খুব ইচ্ছা জাগল। কিন্তু আমার কথায় কেউই রাজি হল না। অনেক জোড়াজুড়ি করার পর সবাই রাজি হল। ঠিক হলো লাবিবার বাসায় শুক্রবার রাতে থাকবো আর প্ল্যানচেট করব। তারপর শুক্রবার এসে গেল। আমরা সবাই যথা সময়ে লাবিবার বাসায় চলে গেলাম। রাত সাড়ে বারোটায় আমরা শুরু করলাম প্ল্যানচেট। লাবিবা ওর রুমের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর প্ল্যানচেটের সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক করলাম। আমাদের বান্ধবীদের মধ্যে নুজহাত ছিল তুলা রাশি। সবাই বল তুলা রাশির নাকি ভূত-টুত দেখতে পায়। যাই হোক আমরা বসলাম সবাই গোল হয়ে। তানজিম প্ল্যানচেটের মন্ত্র পড়া শুরু করল। মীম প্ল্যানচেট করার সব নিয়ম জানত। সে আমাদের যা যা করতে বলল আমরা তাই করলাম। হঠাৎ লাবিবার রুমের জানালা টা করে খুলে গেল। আর ঠান্ডা বাতাস আসতে থাকল। রাতটা ছিল ২৭ এপ্রিল, ২০১২। প্রচন্ড গরম ছিল সেদিন। ঠান্ডা বাতাস আসার প্রশ্নই উঠে না। আমরা সবাই কিছু একটার অস্তিত্ব বুঝতে পারছিলাম। পা টেনে টেনে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। নুজহাত কিছু একটা দেখতে পাচ্ছিল। জেরিন সাহস করে জিজ্ঞেস করল "কেউ কি এসেছেন?" তখনই গোঙানির মতো শব্দ করে কেউ বলল হুমম্। অর্চিতা জিজ্ঞেস করল "আপনার নাম কি?" আবার একটা শব্দ হল কিন্তু আমরা কেউই বুঝতে পারি নি (সম্ভবত অষষবহ বলেছিল)। আমরা এমনই ভয় পেয়েছিলাম যে আমাদের কারও আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সাধ্য ছিল না। সুমাইতা বলে দিল আপনি এবার চলে যান। তারপর আবার একটা ঠান্ডা বাতাস আসলো এবং জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। লাইট অন করার সাথে সাথে প্রাপ্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমরা ওর মাথায় পানি ঢাললাম। ওর জ্ঞান ফিরে আসলো।

আমাদের সেই রাতটা নির্ঘুম অবস্থায় কেটে গেল। লাবিবার রুমে এখনও মাঝে মাঝে পা টেনে টেনে হাঁটার শব্দ শোনা যায় এবং ওর রুমটা সব সময়ই ঠান্ডা থাকে।

ফারিহা আঞ্জুম
শ্রেণি-৯ম

সময়ের প্রয়োজনে

জনপ্রিয় লেখক জহির রায়হানের সময়ের প্রয়োজনে লেখাটি আমার সবচেয়ে পছন্দের গল্প। গল্পটি পড়া শেষ হয়ে গেলে বার বার মনে হয় গল্পটি শেষ হয়ে গেল কেন? গল্পটি যদি বহতা নদীর মত বয়েই চলত তাহলে কতই না ভালো হত। লেখক এই সময়ের উদ্দীপনা দিয়ে লিখেছিল, সেই উচ্ছ্বাস যেন ওখানেই আটকে আঁছে। আমরা এখনও সেই উচ্ছ্বাস অতিক্রম করে কিছু অর্জন করতে পারিনি। একসময় এই দেশের মানুষ দেশের জন্য লড়েছিল। সব পাকদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই যুদ্ধ হয়েছিল সময়ের প্রয়োজনে। আজকে দেশের অনেক খারাপ অবস্থা। আজকে দেশের মানুষ লড়ছে নিজের স্বার্থের জন্য। যে যার মতন শাষণ চালাচ্ছে। ভিন দেশীদের শাষণ করতে দিচ্ছে। দেশের কথা কেউই চিন্তা করে না।

আজকে আবার সময়ের প্রয়োজনে বোধ হচ্ছে। আজকে আবার সাধারণদের জেগে উঠতে হবে, যেভাবে জেগে উঠেছিল চলি-শ বছর আগে। মানুষ শিখে ভুল থেকে, একটা দেশকে ঠিকভাবে চালাতে হলে তার প্রথম স্তর ভুল। চলি-শ বছর ধরে আমরা এই ভুল ও এর ক্ষতি দেখেছি সহেছি। এখন আমরা শ্যক্ত, সব বুঝি। তাই আমরা এই ক্ষতি পূরণ দিব দেশটাকে এই ভুলের উর্দ্ধে নিয়ে যাব। আমরা হব বাঙালি, আওয়ামীলীগ, বি.এন.পি বা জামায়েত না! শুধু স্বাধীন মনের বাংলাদেশি।

জহির তাহমিদ রহমান
শ্রেণি-১০ম

অপূর্ব আত্মত্যাগ

আজ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, সকাল থেকেই মতিউর এর মন খুব খারাপ। ৫ বছরের ছোট্ট ছেলেটি বিষণ্ন মনে অপেক্ষা করতে থাকে তার বড় ভাই শফিকের জন্য। মতিউরের মনে হতে থাকে যখন আকাশ মেঘলা থাকত তখন তার ভাই তার মন ভাল করার জন্য অনেক বেলুন ও আট আনার অনেক গুলো চকলেট নিয়ে আসত। এসেই ডাকা শুরু করত "মতি! এই মতি! জলদি আয়! দেখ তোর জন্য কি এনেছি!" আর সেই বেলুন ও চকলেট দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেত ছোট্ট মতি। ভাইকে সে এত ভালবাসে সে ভাইয়ের স্মৃতি সব সময় তার সামনে ভেসে বেড়ায়। আজ সকাল

থেকেই আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। যেকোন সময় গর্জন দিয়ে অশ্রুপাত করতে পারে বিশাল আকাশ।

ছোট্ট মতি চলে যায় তার মায়ের কাছে। বলে, "মা, ভাইয়া কখন আসবে? কখন আমরা বেলুন ফাটাব?" মা তার নিষ্পাপ মনের সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনা কারণ তার মনে আজ পাষাণভার নেমে এসেছে।

হ্যাঁ, শফিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গতকাল গভীর রাতে শফিক এসে সতর্কতার সাথে দরজা ধাক্কায়। ছেলের খোঁজে সর্বদা সজাগ মা দ্রুত দরজা খুলে। শফিক বলে, "মা তুমি তো জানই যে এই বর্বররা আমাদের প্রিয় ভাষা বিলীন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। কিন্তু মা, আমি কিভাবে আমার মাতৃভাষাকে এভাবে দিয়ে দেই? কিভাবে বিকিয়ে দেই আমার মায়ের ভাষাকে এই বিদেশীদের কাছে?" মা কিছু বলতে গেলেই আবার বলে শফিক, "এই বাংলা ভাষা তো আমার কাছে মায়ের মতই, মা। বাংলা ভাষা ত্যাগ করা নিজের মাকে ত্যাগ করা আমার জন্য তো একই। তোমার ছেলে কি নিজের মাকে এভাবে চলে যেতে দিতে পারে, মা? মা নীরবে অশ্রুপাত করে বলে," তুই তাহলে কি করতে চাস?" সে সরল ভাবে উত্তর দেয় "যুদ্ধ"। "যুদ্ধ?" চমকে উঠে মা। একি বলে শফিক! শফিক বলে, "হ্যাঁ মা, তুমি আর মতি ভালো থেকো। হয়ত আর দেখা নাও হতে পারে।" মা এর অশ্রুবন্যাকে তুচ্ছ করেই চলে যায় শফিক। কারণ, এর চেয়েও বড় কর্তব্য তার জন্য অপেক্ষা করছে বাইরে।

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। আজ মতির খুব খেলতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে কবে থেকে শিফু, মিনুর সাথে ফুটবল খেলা হয়না। তাই মায়ের আগোচরেই বাড়ি থেকে বের হয় মতি। কই? শিফু, মিনু কেউতো নেই। মতি মনে মনে ভাবে আজ হয়তো তারা বন্ধুরা মিলে সারাদিন বিভিন্ন স্লোগান বলে খেলা করত। আর মতির সবচেয়ে পছন্দের স্লোগান হল "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। হ্যাঁ, শফিকের মুখে অনেকবার শুনেছে এই কথাটি। সঠিক অর্থ না জানলেও এই কথাটি বলতে থাকে সে। সে তখন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" বলতে বলতে সামনে হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ করে এক খাকি পোশাক পরা লোককে দেখে অবাক হয় মতি। লোকটির হাতে এক অদ্ভুত যন্ত্র যা থেকে বেলুন ফাটার মত শব্দ হচ্ছে। খুব মজা লাগল মতির। সে আরও কাছে গেল লোকটির। এরপর আরও কাছে ..... হঠাৎ.....। বেলুন ফাটার শব্দ হওয়ার পর অদ্ভুত ব্যাথা অনুভব করল মতি তার বুকের বাম দিকে। নাহ! অসম্ভব যন্ত্রনা হচ্ছে। মতি তার বুকের দিকে তাকিয়ে তাজা গোলাপের রঙের পানির মত কি দেখতে পায়। উফ আর সহ্য করতে পারনো সে। ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তবে, চোখবন্ধ হওয়ার আসে সে দূরে দেখতে পায় অনেক আলো। সেই আলো থেকে বেরিয়ে আসে তার ভাইসহ অনেকে। সবার মুখে একই কথা "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। শান্তি র ছোট্ট নি:শ্বাস ফেলে মতি। আর চিরতরে বন্ধ হয় তার ছোট্ট নিষ্পাপ মুখের বুলি।

এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সময় শহীদ হয়ে যায় নাম না জানা অনেক মতি। মতির মত অনেকেই বাংলা ভাষার জন্য দিয়েছে অবুঝ আত্মত্যাগ। অন্য ভাষার সাথে নিজের বাংলা ভাষার মিশ্রন করা এবং অপসংস্কৃতি দ্বারা তাকে প্রভাবিত করা মোটেই কাম্য নয়। তাই, আমাদের সকলেরই উচিত ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহীদ ও সর্বোপরি বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধা করা।

সুমাইয়া কামাল
শ্রেণি-৯ম

মা

সে অনেক আগের কথা। একদা এক মহিলা ছিল নাম আমিনা আক্তার। তার একটি ছেলে ছিল। নাম সাব্বির আহমেদ। ক্রমে ক্রমে সে বড় হতে লাগল। এখন তার বয়স দশ। সে একটি স্কুলে পড়ে। আমিনা আক্তারের এক চোখ কানা ছিল। তাই সাব্বিরের বন্ধুরা তাকে কানার ছেলে বলে ডাকত। এতে তার খুব খারাপ লাগত। একদিন সে তার মাকে বলল, তুমি কবে মরে যাবা? তোমার জন্যে আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়। ছেলের একথা শুনে মা খুব কষ্ট পান। পরের দিন আমিনা আক্তার তার ছেলের কথা চিন্তা করে তাকে এক দুঃসম্পর্কের ভাইয়ের কাছে রেখে চলে যান। এরপর সাব্বিরের জীবনে আসল নানা সমস্যা। সাব্বিরের দুঃসম্পর্কের মামা একজন রাগী মানুষ ছিলেন। বাসায় প্রায়ই মামা-মামী সাব্বিরকে মারধর করত। পরে সে বুঝতে পারে যে সে তার মায়ের সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছে। তাই সে তার মামার বাসা থেকে চলে গেল এবং তার মাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু সে আর মায়ের খোঁজ পেল না। তাই সে একটি দোকানে চাকরি নিল। সাব্বির এখন অনেক বড়। সে ছোট-খাট একটা চাকরি করে। তার আচার-আচরণেও এসেছে নানা পরিবর্তন। সে নিয়মিত নামায পড়ে, সত্য কথা বলে এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে। সে তার পরিবারের গর্ব। এমনকি যে মামা-মামী তার শৈশবকালে তাকে নানা রকম কষ্ট দিয়েছে, তাদের কাছে নিয়মিত ফোন করে খোঁজখবর নেয়।

এমনকি সে চাকরিতে ঘুষ নেয় না। কারণ তার মা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সবসময় সৎভাবে থাকতে। সাব্বির আজও তার মাকে ভুলতে পারিনি। সব সময় সে তার মায়ের জন্যে দোয়া করে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যেন সে তার মাকে খুঁজে পায়। এতদিনে সে মোটেও নিরাশ হয়নি বরং ধৈর্যধারণ করেছে। কারণ ধৈর্যশীলদের আল্লাহ পছন্দ করেন। সাব্বির আজ এক পুত্রের পিতা। সে তার ছেলেকে বলে যে, মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে, বড়দের সাথে ভালো ব্যবহার করতে এবং কখনো তাদের মনে কষ্ট না দিতে। তার আচরণের কারণে অফিসের সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে ভালোবাসে। একদিন অফিসে যাওয়ার পথে সাব্বির দেখতে পেল এক বৃদ্ধা রাস্তা পার হচ্ছিলেন। হঠাৎ এক মাইক্রোবাস সেই বৃদ্ধাকে আঘাত করে। এতে বৃদ্ধা সেখান থেকে দূরে পড়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। সাব্বির সেই দৃশ্য দেখে বৃদ্ধাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে বৃদ্ধার জন্য দুই ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হলো। কিন্তু সে মুহূর্তে হাসপাতালে রক্ত ছিল না। পরে সাব্বির রক্ত পরীক্ষা করে দেখল যে তার রক্তের সাথে বৃদ্ধার রক্তের মিল আছে। সাব্বিরের রক্ত পেয়ে বৃদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠলেন। সাব্বির দূর থেকে বৃদ্ধাকে দেখেছে কিন্তু সে কাছ থেকে দেখেনি। কিছুক্ষণ পর সাব্বির তার সাথে দেখা করতে গেল। গিয়ে দেখল যে সেই বৃদ্ধাই তার মা। মাকে পেয়ে সে সর্বপ্রথম আল-াহর শুকরিয়া আদায় করল। তারপর তার মাকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে লাগল এবং তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল। তার মা তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। এরপর থেকে তারা সবসময় একসঙ্গে বসবাস করতে লাগল।

ফারিহা আঞ্জুম
শ্রেণি-৯ম

স্বপ্ন

আমার একটি স্বপ্ন ছিল। আমার একটি সাইকেল হবে। আমার সাইকেল চালানোর স্বপ্ন ছোট কাল থেকে ছিল। একবার আমি যখন কেজিতে পড়ি তখন একবার মা আমাকে সাইকেল কিনে দেন। ঐ সাইকেলটি আমি তিন মাসের মধ্যে ভেঙ্গে ফেলি। এখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। এখন আবার মা আমাকে সাইকেল কিনে দিয়েছেন। ঐ সাইকেল আমি চালাই। আমার সাইকেল সবুজ রঙের। এখন মা আমাকে বলেন সাইকেল কম চালাবে তোমার মনে আছে কেজিতে থাকতে একটি সাইকেল কিনে দিয়েছিলাম। আমার মনে আছে মা। এই আমার স্বপ্ন।

সাজ্জাতুল ইসলাম
শ্রেণি-দ্বিতীয়

যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আশাও আছে

এই ঘটনাটি প্রায় দুই বছর আগের। এই কাহিনীটা আমার ভাইয়ের এক বন্ধুর। সে তার জীবন নিয়ে খুব চিন্তিত ছিল। তার পরীক্ষার ফলাফল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তার জীবনে কিছুই ঠিক চলছিল না। এক সময় জীবনে সব কিছুতে ব্যর্থ হয়ে তার জীবন শেষ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেই দিনটি ছিল খ্রিস্টানদের বড় দিন। চারপাশে অনেক আনন্দ। কিন্তু এটি ছিল তার জীবনের শেষ দিন। সে একটি নদীর ধারে যায় এবং জীবনের সব হাসি খুশির দিনগুলো তার মনে পড়তে থাকে। তার চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়ছিল।

অনেকক্ষণ পর সে তার জীবনের ব্যর্থতাকে নিয়ে নিজের জীবন শেষ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। হঠাৎ পিছন থেকে তাকে একটি ছেলে ডাকে এবং এই কাজটি করতে নিষেধ করতে থাকে। ছেলেটি অনেকটা তার বয়সেরই ছিল বলে সে তার মনের সব কথা তাকে খুলে বলে। ছেলেটি তখন সব শুনে তাকে বাঁচার জন্য উৎসাহিত করে। নিজের পরিবার, তার ভালোবাসার মানুষদের জন্য বাঁচার উৎসাহ দেয় এবং তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলে। ছেলেটির কথা থেকে সে অনেক উৎসাহ পায় এবং নিজের জীবনটা সুন্দর করে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

এরপর থেকে সে নিজের জীবনকে গুছিয়ে ফেলতে শুরু করে। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সব কিছু ঠিক হয়ে যেতে থাকে। সে ছেলেটিকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রায়ই নদীটির ধারে যেত কিন্তু ছেলেটিকে খুঁজে পেত না। সে ছেলেটিকে খোঁজার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পায় নি। এভাবে প্রায় এক-দুই মাস চলে যায়। একদিন ভাইয়াটি তার মায়ের সাথে বসে অনেক আগের ছবিগুলো দেখছিল হঠাৎ তার সামনে এমন একটি ছবি পড়ে গেল যা দেখে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ঐ ছবিটির মধ্যে তার বাবা-মায়ের সাথে ঐ ছেলেটির ছবি। সে তার মাকে যখন ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা করল তার মার চোখ পানিতে ভরে গেল। তখন মা বলল যে ছেলেটি তাদের সবচেয়ে বড় ভাই। ওর বয়স যখন ১৯ বছর তার জীবনে হঠাৎ এতো সমস্যা শুরু হয় যে সে তার সহ্য করতে পারে না। ওর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়ে যায়, ওর জীবনে থেকে ওর বন্ধুরা, প্রিয় মানুষটা সবাই দূরে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করে ফেলে। তখন তার জন্মও হয় নি, এজন্য তার মা-বাবা তাদের এই বড় ভাইয়ের কথা না বলার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে সে বুঝতে পারে কেন ছেলেটি তাকে ফেরেশতার মতো এসে ভুলটি থেকে বাঁচালো। এরপর থেকে সে কোন কিছুতেই নিজের ধৈর্য্য হারায়নি বরং তার ভাইয়াকে মনে করে সমস্যাটির সমাধান করেছে এবং সাহস নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন।

এই গল্পটি থেকে সবার শিক্ষা নেওয়া উচিত যে জীবনে কখনও হার মেনে বসে থাকতে নেই। জীবনে সফলতা আসবেই, হ্যাঁ তবে এটা মানতে হবে যে কারও আগে আসবে কারও পরে কিন্তু এক সময় না এক সময় আসবেই। আত্মহত্যা কোনো সময় সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সমস্যা থাকলে তাকে মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখতে হবে জীবনটা শুধু আমার একার না, আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে সে মানুষগুলো যারা আমাকে অনেক ভালোবাসে। আর এমন একজন যে আমার জীবনকে অনেক বেশী সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলে। তাদের জন্য বাঁচতে হবে। আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

"Where there is life, there is hope."

নাশিতা শরীফ
শ্রেণি-৭ম

স্বপ্ন

অনেক দিন আগের কথা। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে সুবর্ণপুর নামের ছোট্ট সুন্দর গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে বাস করত মাছ বিক্রেতা খালেক। সে মাছ ধরায় বেশ পটু ছিল। কিন্তু সে ছিল ভীষণ অলস প্রকৃতির।

ভোরে নদী থেকে মাছ ধরতে হবে বলে সে ঘুম থেকে উঠতো না। আবার কোন কোন দিন মাছ ধরতে গেলেও সে অল্প সময় মাছ ধরতো। কারণ ঐ গ্রামে বেশির ভাগই জেলে পরিবার ছিল তাই সেখানে মাছ খুব বেশি বিক্রি হতো না। তাকে দূরের বাজারে যেতে হবে বা গ্রামে ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করতে হবে। আর এ অলসতার কারণে স্ত্রীর সাথে প্রায়ই কলহ হতো।

খালেক ও তার স্ত্রী রাহেলাকে নিয়ে তাদের ছোট্ট পরিবার। তারা বাস করতো গ্রামের ছোট্ট এক ভাড়া করা ঘরে। কিন্তু একমাত্র উপার্জনকারী খালেকের কাছে ঐ ঘরের ভাড়া মেটানোর মতো পর্যাপ্ত টাকা কখনই হাতে থাকেনা। ভাড়ার জন্য মজিদ সর্দারের চোখ রাঙানি, আর স্ত্রীর বকবকানি সব মিলে খালেকের জীবন অনেক কষ্টের।

একদিন ভোরে খালেকের ঘুম ভাঙলো রাহেলার ডাকে। রাহেলা বলল, "ওগো শুনছ! আজকের নদীটাকে খুব সুন্দর লাগছে, ঝিরঝির বাতাস, চমৎকার আবহাওয়া। আর কতদিন আমরা খেয়ে না খেয়ে কাটাব। কত মাস ধরে ঘরের ভাড়াও দেয়া যাচ্ছে না। "জলদি মাছ ধরতে নদীতে যাও। নইলে সব মাছ ফুরিয়ে যাবে।" স্ত্রীর কথা শুনে খালেক বলে, আজকে নয়, অন্য একদিন যাব, কিন্তু রাহেলা নাছোড় বান্দা। যে করেই হোক আজ তাকে মাছ ধরতে পাঠিয়েই ছাড়বে। খালেক বিরক্ত হয়ে নদীর তীরে জাল নিয়ে গেল। নদীর তীরে এসেই তার মনটা ভালো হয়ে গেল। চারিদিকে পাখি ডাকছে, মৃদু বাতাস বইছে, নদীর ঢেউয়ের মৃদু শব্দ সব মিলিয়ে এক অসাধারণ পরিবেশ, বাড়িতে স্ত্রীর জ্বালাতনে ভালো ঘুম হয়নি, মাছ ধরতেও ইচ্ছে করছে না। বাড়িতে ফিরে গিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করার চেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। একটা পাথরে মাথা রেখে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল সে..... ,

পাখির মতো ডানা মেলে উড়ছে খালেক। উড়তে উড়তে গিয়ে এক রাজপ্রসাদের সামনে এসে পড়ল। রাজ প্রসাদে প্রচুর খাবার খেল সে, পোলাও, কোর্মা, কোস্তা-কালিয়া আরো অনেক কিছু। সে ঘুরে ঘুরে রাজপ্রসাদ দেখ্ছে, হঠাৎ হোচ্ট খেয়ে পড়ে গেল, কিসের সাথে হোচ্ট খেল দেখার জন্য পিছনে ঘুরে জিনিসটা হাতে নিল। ওটা ছিল সোনার মুদ্রায় পরিপূর্ণ একটা থলে। ওটা দেখে খালেক তো প্রায় অবাক! যেমন চকচকে তেমনি মসৃণ মখমলের তৈরি একটা ছোট্ট ব্যাগ। এতো মুদ্রা সে জীবনেও দেখেনি। সে ভাবতে লাগল তাদের আর কোন অভাব থাকবেনা। রোজ রোজ স্ত্রীর বকা শুনতে হবে না। সব মিলিয়ে আরাম আয়েশ করে কাটানোর এক সুখের জীবন। রাজবাড়ী থেকে বের হয়ে সে মেলায় গেল। মেলায় তার ছোট বেলার কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা হল। তারা খালেকের সাথে এককালে গ্রামের পাঠশালায় পড়ত। অনেকদিন পর দেখা হওয়ার তারা একসাথে আড্ডা দিল, মজার মজার মিঠাই মণ্ডা খেল, দামী পোশাক কিনল। এতো কিছুর পরেও তার কাছে প্রচুর মুদ্রা রয়ে গেল।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে গেল তবুও খালেক ঘরে ফিরল না বলে রাহেলা ভীষণ চিন্তিত। হয়তো অনেক বেশি চেঁচাচেঁচি করা হয়ে গেছে। সে খালেককে খুঁজতে নদীর পারে গেল। রাহেলার ডাকে ঘুম ভাঙ্গল খালেকের।

ওগো শুনছো, এখানেই ঘুমিয়ে পার করে দিলে একটা মাছও ধরতে পারলে না? তাহলো তো না খেয়ে মরতে হবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাহেলা বকবক করতে থাকে। গতরাতে মজিদ সর্দার এসেছিল ভাড়া চাইতে, আমি তাকে বুঝিয়ে কোন মতে বিদায় কবি, তিন মাসের ঘর ভাড়া বাকী। আমি আর পারছি না।

খালেদ ঘরে ঢুকে বলল, আমার নতুন পাঞ্জাবির পকেট থেকে ঘর ভাড়ার টাকাটা দিয়ে দাও। রাহেলা তো আকাশ থেকে পড়ল! কী বলছে এসব! কোথায় নতুন পাঞ্জাবী? কোথায় টাকা! খালেক উঠে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজে ঐ মখমলের থলেটা। কোথায় তার দামী পোশাক!

খালেক বুঝতে পারে এটা তার স্বপ্ন ছিল। যতবার সে স্বপ্নের কথা ভাবে ততবরই মনের মধ্যে একটা সুখ অনুভব করে। সত্যিই যদি স্বপ্নের মতো জীবন হতো! এরপর থেকে সে স্ত্রীর কথা মতো চলতে লাগল। দিনরাত সে পরিশ্রম করে একজন ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হল। নিজেদের জন্য একটি বাড়ী কিনল শহরে। তাদের দিন সুখে কাটতে লাগল।

নাফিসা আমিন
শ্রেণি-অষ্টম

বদলে যাওয়া মানুষ

পৃথিবীর সব মানুষই যেন কেমন বদলে গেছে। তবে খুব কম সংখ্যক মানুষ বদলে যায়নি। আর বেশীর ভাগ মানুষগুলোই একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করে না। বরং তাদের ক্ষতি করে। আজকের মানুষগুলো মানুষকে দেখে হিংসা করে। অন্যের সুখে দুঃখ পায়, পায় নিরানন্দ। মানুষদের মধ্যে কোন মনুষ্যত্ববোধ নেই আজ। মানুষ মানুষকে অপমান করে, অপদস্থ করে, করে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত, খারাপ খারাপ কথা বলে। অন্যের দুঃখ দেখে তারা সুখানুভব করে, পায় তৃপ্তি ও আনন্দ। ফকির, মিসকিন, অসহায়, এতিম, গৃহহীন, বস্ত্রহীন অগণিত দরিদ্র মানুষদের কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায় না। এদের ঘৃনা করে। সামান্য স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আপন মা বাবাকে পর্যন্ত খুন করা হচ্ছে। আসলে এসব চরিত্রের অধিকারী মানুষগুলোর কোন ঈমান নেই; নেই স্রষ্টার প্রতি কোন বিশ্বাস। তারা মানুষকে ভালোবাসে না। ভালোবাসে না নিজের দেশকেও। অথচ পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ রয়েছে যারা তাদের প্রিয় জন্মভূমিকে প্রচন্ড ভালোবাসে। ভালোবাসে তাদের জনগণকে। তারা একে অপরের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, নিজের দেশকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ।

এই মানুষগুলো অন্য মানুষের সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ায় না। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ছোট শিশুদের যারা পথচারীদের কাছে দু'এক টাকা ভিক্ষা চায়, তাদেরকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা তো দূরের কথা; তাদের দিকে একটু ফিরেও তাকায় না। যত দিন যাচ্ছে, মানুষের প্রতি মানুষের এহেন আচরণ, ঘৃণা, অবহেলা ততই বেড়ে যাচ্ছে। অনেক মানুষ আবার অন্য মানুষকে ধোঁকা দেয়। আজকের অধিকাংশ মানুষের খাবার হচ্ছে মদ, ধুমপান এবং নেশা জাতিয় আরো কত কি! অথচ এ সব কিছুই মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বড্ড ক্ষতিকর, বড় হুমকি। যে দিন মানুষ মানুষের জন্য সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়াবে, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াবে, মানুষকে ঘৃণা করবে না, আপন দেশকে- দেশের মানুষদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসবে সেই দিনই আমাদের "বাংলাদেশ" নামক প্রিয় জন্মভূমি দেশটি একটি সুন্দর সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অতএব আমি সেদিনেরই আশু প্রতিক্ষায় রইলাম।

রাহ্‌মা খান ইশা
ষষ্ঠ শ্রেণি

দশ টাকার অনেক দাম

আমি একটি ছোট দশ টাকার নোট। ছোট হলেও জন্ম থেকেই মানুষ আমাকে তার বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। রাস্তার ভিখারী থেকে শিল্পপতি পর্যন্ত আমাকে পছন্দ করে। যখন আমি নতুনরূপে জন্মগ্রহণ করি তখন মানুষ আমাকে পাওয়ার জন্য এক নজর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এখন আমি সবচেয়ে বেশি বেশি সুবিধা ভোগ করি। আমাকে পানিতে ভিজালে কোন ক্ষতিও হয় না, ঘামে ভিজিও না, এমনকি ময়লাও আমাকে নষ্ট করতে পারে না।

তবে সবার মধ্যে একজন কিশোরী আমাকে খুব ভালোবাসে একান্ত যত্নের সাথে আমাকে ও আমার সহোদরদের সংরক্ষণ করে। সে তার পার্শ্বে অতি সযত্নে আমাকে লুকিয়া রাখে। প্রতিদিন আমাকে দেখে, রাতে আদর করে। রাতে গুণে সযত্নে আমাকে রেখে দেয় যে আমি হারিয়ে না যায়। এমনকি অন্য কারোর হাতে আমাকে দেখলে সে নিয়ে আসে। একবার সে তার বান্ধবীর নিকট থেকে আমাকে একশ টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করেছিল।

ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আমি বেশি থাকি। সর্বোচ্চ দশ টাকার নোট দিয়েই বাবা-মা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে। তাদের কাছে থাকতে পেরে আমার ভালো লাগে। কেননা, তারাও ছোট, আমিও ছোট। তবে মানুষ আমাকে অন্যায় কাজে ব্যবহার করলে আমি খুব কষ্ট পাই। এটা আমার কাম্য নয়। মানুষের উপকার করাই আমার জীবনের ব্রত। ভালো, খারাপ যে কাজই হোক না কেন সবকিছুর পর বুঝতে পারি আমার অনেক দাম।

ফারিহা ইসলাম
নবম শ্রেণি

মনীষীদের জীবনের মজার ঘটনা

ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা বাজল। শিক্ষক ক্লাসে ঢুকলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য। শিক্ষক দেখলেন একটি ছেলে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সবাইকে বসতে বলে একটু বিস্মিত সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "Why are you standing on the bench?" ছেলেটি স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, "I am not standing on the bench? Sir, I'm standing on the high bench to respect you much."

এই ছেলেটি আর কেউ নয়, অস্কার জিয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়।

আফরিন সুলতানা
নবম শ্রেণি

কুদ্দুসের একদিন

কুদ্দুস সাহেব বাজারে গেছেন শিং মাছ আর পটল কিনতে। ফেরার পথে তার মনে হল তার মায়ের জন্য পান-সুপারি কেনা দরকার। তাই তিনি আবার বাজারের দিকে রওয়ানা দিলেন। তবে মাঝরাস্তা পাড়ি দিতে না দিতেই একটা ট্রাক তার উপর দিয়ে চলে গেল। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি উঠে বসে দেখলেন তিনি রাস্তার অন্য প্রান্তে বসে আছেন এবং তিনি অনুভব করছেন যে তার তেমন ব্যথা লাগেনি। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মাঝ রাস্তায় বেশ বড় একটা ভিড় দেখতে পেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? তবে লোকটি উত্তর দিলনা।তিনি ভিড় ঠেলে সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন তার নিজের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। তিনি যেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি লক্ষ করলেন এক জন মাঝ বয়সী লোক তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। লোকটার চোখের উপরে একটা কাটা দাগ। কুদ্দুস সাহেব আগ্রহের সাথে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকটিও এগিয়ে আসল এবং বলল, "অবাক হইলেন? হ হ আপনি মরে গেছেন। অর্থাৎ এখন আপনি ভূত হয়েছেন।"

আর আপনি?

"হা হা ---। আমিও ভূত। চলেন বাইরে যাই। নিজের লাশ যত দেখবেন তত খারাপ লাগবে।"

"আপনার নাম কি?"

আমার নাম সোলেমান। সবাই আমাকে সলু বলে ডাকে, মানে ডাকত।

তা আপনি কিভাবে মরলেন?

"আরে ভাই ঈদের হাটে গরু কিনতে গিয়েছিলাম। একটা গরু ছুইট্যা আইসা এমন গুতা মারল যে এক্কেরে জায়গায় শেষ। খুক-ক-ক, খুক-ক-ক।"

"কি ব্যাপার কাশেন কেন? ভূতের আবার কাশি হয় নাকি?"

"আরে মিয়া, ব্যাঙের যদি সর্দি হয়, তবে ভূতের কেন কাশি হবেনা?"

"ও সরি ভাই সরি।"

হঠাৎ কুদ্দুস সাহেব পিঠে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন। যেন দড়ি দিয়ে তার মেরুদন্ডকে বেঁধে কেউ যেন টানছে। তিনি চিৎকার করে বললেন,

"মি: সলু! এসব কি?"

"আরে আপনি দেখি বেঁচে উঠছেন। ডাক্তাররা আপনাকে বাঁচিয়ে তুলছেন। দৌঁড়ে হাসপাতাল যান।"

"কোন হাসপাতাল? কিসে করে যাব?"

"আরে ধুর মিয়া! দৌঁড়ে দৌঁড়ে ঝর্ণা ক্লিনিকে যান। আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি আপনার সাথে ।"

তারা ক্লিনিকে ঢুকে দেখল যে, ডাক্তার তাড়াতাড়ি কুদ্দুস সাহেবের চিকিৎসা করছেন। সলু বলল-"ঢুকে পড়ুন।"

"কোন দিক দিয়ে ঢুকব?"

"কান দিয়ে ঢুকুন।"

কুদ্দুস সাহেব কান দিয়ে তার মৃতদেহে প্রবেশ করলেন। মি: সলু আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরলে কুদ্দুস সাহেবের কিছুই মনে পড়লনা। শুধু মনে পড়ল তার শিং-পটল আর পান-সুপারির কথা।

নিশাত তাসনিম
শ্রেণি-নবম

স্বপ্নান্তর

সময় গড়িয়ে যায়। মারকুটে ব্যাটস্‌ম্যানের ব্যাটের আঘাতে যেভাবে বেচারা বলটি সবুজ মাঠের ঘাসের ডগা স্পর্শ করে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার দিকে এবং ক্রমান্বয়ে সীমানা পার হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে জীবনটা যাচ্ছে গড়িয়ে। বলের পেছনে কেউ দৌড়ালো কি দৌড়ালো না- তা দেখার ফুরসত যেমন তার থাকে না জীবনটাও তেমনি।

অনেক স্বপ্ন থাকে মানুষের চোখে, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে মানুষের বুকে। স্বপ্ন মানুষ জেগে জেগে দেখে কী ঘুমের মরাগলিতে হারিয়ে দেখে- তা প্রশ্ন নয়; মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, স্বপ্ন গড়তে ভালোবাসে, স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করতে ভালোবাসে। স্বপ্ন মানুষের জীবনের একটি মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে মানুষের জীবন ক্ষয় হয়। তবু মানুষ জীবনের লতায়-পাতায় স্বপ্নের হাওয়া ছড়িয়ে দেয়।

আহমদ মুন্সী স্বপ্ন-পোষা মানুষ। তিনি সারা জীবনটা কাটিয়েছেন ধরা-অধরা স্বপ্নের লেজ ধরে ধরে। তিনি কখনও সে লেজ ধরে প্রাণপণ ছুটেছেন, কখনও বা সেই লেজেরই আঘাতে মূর্ছাহত হয়েছেন। স্বপ্নের গতিপথ যেমন পাল্টায়, আহমদ মুন্সীর স্বপ্নও তেমন পাল্টায়। না, ঠিক পাল্টায় না। বলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে বদলায়। তিন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তাঁর স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে ভুল করেন না। বলতে গেলে- প্রায় পৌনে এক ডজন ছেলে-মেয়েরাও সারা জীবন তাঁর স্বপ্নের কথা শুনেছে আর সে স্বপ্নের বলি হয়েছে।

"আমার বাপ ছিল মুন্সী। বড় মেজাজী ছিল। কী বলব- তোরা সে সবের কী বুঝবি।... খামারে ছিল দু-তিনশ মহিষ। ছাগল-ভেড়া-গরু-হাঁস-মুরগি আরও কত কী ছিল আমার বাপের। সবই ছিল। কিন্তু তোদের দাদার ছিল পাশা খেলার নেশা। সম্পত্তির অর্ধেক জল সেই নেশায়। বাকি সম্পত্তি গেল ষাট ইংরেজির তুফানের জলে। সবই ভেসে গেল। কীভাবে যে বেঁচে গেলাম..."

আহমদ মুন্সী সুযোগ পেলেই ছেলে-মেয়েদের এই সব কথা শুনিয়ে দেন। বলতে বলতে তিনি শৈশবে চলে যান, আবার সেখান থেকে এক লাফে চলে আসেন যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ে।

"আমি কেলাস থ্রি পর্যন্ত পড়তে পারছিলাম। তখন তো ছিল ব্রিটিশ আমল। তোরা এখন বুঝতে পারবি না সে সব। আমাদের মাস্টার মশায়রা ছিল সব টকটকে লাল। বিদেশ থেকে আসত তারা। কপালে ছিল না বলে পড়া-লেখা করতে পারি নি। ঐ যে মতিন পাড়ার ড. সাহেব তো আমার ক্লাসমেট ছিল।"

আহমদ মুন্সীর কথা বলার ধরনের মধ্যে সব সময় একটি বিজয়ী ভাব লুকিয়ে থাকে। জীবনের জটিলতার প্রশ্নে তিনি যতই পরাজিত হন না কেন, হোঁচট খেয়ে খেয়ে যতই জর্জরিত হন না কেন, তাঁর কথায় প্রকাশ পায় তিনি কখনও পরাজিত হননি।

"পড়াশোনা করতে পারি নি তো কী হয়েছে? বাবার সাথে যখন যে কাজে গিয়েছি সফলভাবে করেছি। পড়া ছেড়ে চাষ করেছি, নৌকা বেয়ে লবণের ব্যবসা করেছি, সমুদ্রের কালাপানি পাড়ি দিয়ে নৌকা ভাসায়েছি। কখনও পিছপা হইনি। তোরা তো অকর্মণ্য। কাজ দেখলে পালিয়ে বেড়াস।"

আহমদ মুন্সীর ছেলে-মেয়েদের কেউ কেউ স্কুলে যায়। আহমদ মুন্সীর ইচ্ছা- তাঁর একটা ছেলে ডাক্তার হবে, একটা ছেলে মাস্টার হবে আর একটা ছেলে বড় মৌলানা হবে। রাতের বেলায় বিছানায় একাকী যখন ভাবেন - তখন কখনও কখনও স্বর্গ পাওয়ার লোভে তিন ছেলেকেই বড় মৌলানা বানানোর স্বপ্ন জাগে তাঁর। মেয়েদের নিয়ে তাঁর কোন ভাবনা নেই। ওরা তো পরের বাড়ি চলে যাবে। আহমদ মুন্সীর ছেলেরা তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছে কিনা তা কখনও তিনি মুখ ফুটে কাউকে বলেন নি। তবে মেয়েগুলো পরের বাড়িতে ধোলাই খাওয়ার মধ্যে দিয়ে কিছু ভাবনাকে সার্থক করে যাচ্ছে বলে মনে হয় তাঁর। নিজের পূর্ব পুরুষের ঐশ্বর্য নিয়ে গর্বান্বিত আহমদ মুন্সী সারা জীবন সচ্ছলতার পোশাকে দারিদ্র্যের বিষাক্ত বীজ বপণ করে গিয়েছেন। ছেলেদের পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন কেবল। অর্থ-খরচ যোগাতে পারেন নি। অর্থের যোগান দিতে পারেন নি- তো কী হয়েছে? স্বপ্নের যোগান তো ঠিকই দিয়েছেন। পাগলা ঘোড়া যেমন অদম্য গতিতে টগবগ-টগবগ করে ছুটে চলে তেমনি তাঁর স্বপ্নও ছুটে চলেছে দুর্বার নেশায়, জীবনের মহা

আসক্তিতে, পূর্ব পুরুষের শ্রুত ঐশ্বর্যের লেজ বেয়ে ধবধবে সাদা পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরা অভিজাত শ্রেণির কাঁধ বরাবর হয়ে সসম্মানে দাঁড়ানোর মহান লোভে।

জীবনের পঁচাত্তরটি বছর স্বপ্নের ঘেরে অবলীলায় কাটিয়ে দিয়েছেন আহমদ মুন্সী। বিয়ের প্রতি তাঁর ইচ্ছাটা ছিল বরাবরই উদাসীন পর্যায়ের। কিন্তু সামাজিক রীতিকে লঙ্ঘন করা তাঁর কাছে অনৈতিক ঠেকে। তাই দুই, তিন বা চার চারটি বিয়ে করাটা তাঁর কাছে ধর্মের আদেশ পালনের মতই মনে হয়েছে। বউ মারা না গেলে তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয়, কিংবা চতুর্থ বিয়েটি করতেন কিনা সন্দেহ। তবে এটা নিশ্চিত যে শেষের বউটির বয়স একটু কমই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আহমদ মুন্সীর-দুরারোগ্য

ব্যাধিই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেষ বউটির জীবনে। তিনিও বাঁচলেন না। আহমদ মুন্সীও ঝট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন- তিনি আর বিয়ে করবেন না। তাঁর এই বিয়ে না করা নিয়ে তাঁর ছেলেরা পর্যন্ত করার সাহস পায় নি। তবে তারা যে মনে মনে খুশি হয় নি- এ কথা কেউ বলতে পারবে না। আহমদ মুন্সীর সন্তানেরা পিতৃ-স্বপ্নের শিকার।

আহমদ মুন্সীর দ্বিতীয় পুত্র আজিজ মুন্সীর স্পষ্ট মনে আছে। একদিন বিকেল বেলা। বিকেলটা ছিল মারাত্মক ধরনের বেখাপ্পা। সারাদিন ঝকঝকে রোদ। আকাশে মেঘের ছিটে-ফোটাও ছিল না। কিন্তু উনিশ বছর পূর্বের একটি বিকেল কেমন করে হঠাৎ যেন বদলে গিয়েছিল। চারদিক কালো করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। শুকনো মাঠে চরণরত ছাগলের পাল হঠাৎ বৃষ্টি এলে দিগ্বিবিদিক যেমন ছুটে পালায়, তেমনি সে দিন বিকেলে আহমদ মুন্সীর সাথে ঘরে এসে পড়ে বৃষ্টি-ভেজা এক মৌলভী। পাতলা গড়ন, মুখে পবিত্র কয়েক গোছা দাড়ি, সাদা-লম্বা-গোল পাঞ্জাবি পরা মৌলানা। সেই লোকটিও এসেছিল একটি স্বপ্ন নিয়ে। আহমদ মুন্সী সেই মৌলানার স্বপ্ন চালান করে দেন তাঁর সন্তানদের মাঝে। মুর্হূতেই ঘরের মধ্যে ঘোষণা প্রচার হয়ে যায়-

"তোদের কাউকে আর স্কুলে পড়াবো না। কাল থেকে তোরা মাদ্রাসায় যাবি। পরকালের দারকার আছে"

যে ছেলেটাকে ডাক্তার বানাবেন বলে তিনি তারও পাঁচ বছর আগে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন; দরিদ্রক্লিষ্ট বাংলাদেশের হাজারো রোগীকে মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়ে সেই হবু শিশু ডাক্তারটিকে তিনি মৌলভি খানায় পাঠালেন। আর যে ছেলেটাকে বড় অধ্যাপক কিংবা ও রকম কিছু একটা বানাবেন বলে পাকা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, সেই হবু অধ্যাপকটির এস,এস,সি দিয়েই স্বপ্নান্ত ঘটে। আর ছোট ছেলেটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যে পথে হাঁটছে। সেই পথ আদৌ সে খুঁজে পাবে কিনা আহমদ মুন্সীও জানেন না।

পঁচিশ বছর পরে আহমদ মুন্সীর স্বপ্নাতুর ছেলে আজিজ মুন্সী এখন বুঝতে পারে- তার বাবার স্বপ্ন স্বপ্নই ছিল। বাস্তব জগতের সঙ্গে তার মিল নেই। এই জগতে স্বপ্ন দিয়ে কিছু তৈরি হয় না। বরং জাগতিক আরও অনেক কিছু দিয়েই পদ্মা-যমুনার পার ভাঙার মত স্বপ্ন ভাঙে সশব্দে, সরবে আর নীরবে।

অর্থ ও স্বপ্ন যে পাশাপাশি হাত ধরেই চলে-আহমদ মুন্সী তা বুঝতেন কিন্তু মানতেন কিনা ছেলে আজি মুন্সী তা জানে না। তাই অর্থহীন, দুর্বল জীবন-প্রণালীর চাকায় পিষ্ট হয়ে হয়ে আজিজ মুন্সী এখন স্বপ্নান্তরের একটি কীট। জীবনের প্রথম তিরিশটা বছর স্বপ্ন বদলের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে মহাক্লান্ত। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল, হতে পারেনি। ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ছিল, সম্ভব হয় নি। মঞ্চ-কাঁপানো রাজনীতিবিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল, হতে পারে নি। অধ্যাপক, কসি-সাহিত্যিক, বড় পুঁজিওয়ালা ব্যবসায়ীসহ আরও কত কিছু হওয়ার স্বপ্ন ছিল আজিজ মুন্সীর। কিন্তু সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে আজিজ মুন্সী বড় সাফল্যের সঙ্গে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার হয়েছে। এখানেও স্বপ্নের পথ সর্পিল ও বর্ণিল। বিয়ে! ছেলে-মেয়ে! কিন্তু স্বপ্ন আর অর্থ; প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি-এই দুইয়ের মধ্যে বড়ই অমিল। আহমদ মুন্সী বার্ধক্যে উপনীত। জরা-ব্যাধিতে মহা ব্যস্ত। আজিজ মুন্সী যৌবনের অন্তিমলগ্নে। মাসের এক-দুই তারিখে বেতনটা না পেলে আহমদ মুন্সীকে সেই-কয়টা দিন ঔষধ ছাড়াই দয়া করে বেঁচে থাকতে হয়।

ঈদি আমিন
সহকারি শিক্ষক

আমাদের প্রিয় স্কুবি

আমার ছোট বেলা থেকে কুকুর পোষার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মার কুকুর পছন্দ ছিল না। কারণ কুকুর বাড়িঘর নোংরা করে। কিন্তু একবার মাকে বলে অনেক আবদার করে একটি কুকুর কিনে আনা হল। কুকুরটি প্রথমে বাচ্চা ছিল। সে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। সে সবার প্রিয় হয়ে উঠল, এমনকি আমার মারও। আমরা কুকুরটিকে নাম দিলাম স্কুবি। আমরা যা খেতাম সেও তাই খেত। আমি যখন স্কুলে যাই তখন সে আমাকে চেটে আদর করত। আমার স্কুল থেকে আসার জন্য গেটের কাছে দাড়িয়ে থাকত। তাকে যদি কখনও খাবার দিতে দেরি হত তাহলে সে অভিমান করত এবং তাকে খুব আদর করে খাওয়াতে হত। আমরা সবাই তাকে ভালবাসতাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে অনেক ডাক্তার দেখানো হয় কিন্তু সে সুস্থ হয় না। তার পরদিন আমি স্কুল থেকে আসলে মা বলেন, 'স্কুবি মারা গেছে'। আমি খুব দুঃখ পাই। আমার মনে হয় কে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, আমাকে চেটে আদর করবে। আমরা তাকে কবর দিই। আমার এখনও স্কুবির কথা মনে পড়ে।

তাসমিয়া হাসান
ষষ্ঠ শ্রেণি

গোলাপের হাসি

সদা চঞ্চল প্রাণবন্ত এক মিষ্টি মেয়ের নাম 'গোলাপ'। চঞ্চলা হরিণীর মত প্রাণের আনন্দে ছুটে বেড়ায়। কখনও এ বাড়ি ও বাড়ি যায়। কারো গাছের পেয়ারা, কুল, আম পেড়ে নিজে খায়। পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেতে দেয়। কোনো শাসন মানে না। মুক্ত স্বাধীন, আনন্দের দিন, বাঁধন হারা দিন কাটানোর ঘটল ছন্দপতন। হঠাৎ করে তার মা মারা গেল। জন্মে সে পিতাকে দেখেনি। মা-ই ছিল তার সব কিছু - আনন্দ হাসির ঝর্ণাধারা। অকূল পাথারে পড়ল মেয়েটি।

মামা গোলাপকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। মামী প্রথমে মেনে নিতে পারলেন না কারণ মধ্যবিত্তের সংসারে নিজের দুটি সন্তান নিয়ে টানাপোড়নের মাঝে বাড়তি আরেক জনের ভরণ পোষণের বিষয়টি নিয়ে। গোলাপের মামা স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন।

গোলাপ বুঝেছিল মামীর মন জুগিয়ে চলতে হবে তবেই টিকে থাকতে পারবে মামার সংসারে। সে মতোই সে চলতে চেষ্টা করে। ঘরের সমস্ত কাজ করে। ধীরে ধীরে মামীও মা-মরা মেয়েটিকে স্নেহের ছায়ায় ঠাঁই দিলেন। মামার সংসারে এসে লেখাপড়ার ইতি ঘটল তার। প্রতিদিন সংসারের কাজ শেষ করে সে পাড়ার সব বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে অনেকে তার সমবয়সী - তারা স্কুলে যায়। ওর ভিতরে অনেক কষ্ট হয়। মনে হয় মা বেঁচে থাকলে লেখাপড়াটা বন্ধ হতো না। গোলাপের সুন্দর চেহারা, মিষ্টি ব্যবহার ও নির্মল হাসির জন্য সকলে ওকে পছন্দ করত।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা রাখল। নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। দুরন্তপনা অনেক কমে গেছে। বাড়ির সামনে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে সমবয়সী সাথীদের নিয়ে গামছা দিয়ে ছোট মাছ ধরার খেলায় মেতে ওঠে।

একদিন গ্রাম থেকে এক চাচা বেড়াতে এলেন। মা মরা মেয়েটিকে দেখে তাঁর ভাল লাগল। মনে হল নিজের পুত্রবধু হিসেবে গ্রহণ করলে কেমন হয়। ছেলে শহরে চাকুরী করে। বৌ হিসেবে গোলাপ মন্দ হবেনা, চাচা মনে মনে ভাবেন। গ্রামে ফিরে বাড়িতে আলাপ করলেন। কিছুদিন পর 'গোলাপ' কে পুত্রবধু করে নিয়ে গেলেন। গোলাপ নতুন জীবনের পথে চলতে লাগল। শহরে স্বামীর সাথে নতুন সংসার গুছিয়ে নিল। বছর দুয়েক খুব আনন্দে-শান্তিতে কেটে গেল। হঠাৎ শ্রাবণের ঘন কালো মেঘের ছায়া পড়ল ওদের জীবনে। গোলাপের শ্বশুর শাশুড়ী বংশের প্রদীপের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। আরও বছর খানেক পরে তারা ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ছেলেটি প্রথমে বিয়েতে রাজি না হলেও পরে মত পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নিল। মহাবিশ্বের বিচিত্র খেলায় সেই দুর্যোগের সময় গোলাপের জীবনে এল নতুনের আগমনী বার্তা। পরিস্থিতি শান্ত হল। নির্দিষ্ট সময়ে গোলাপের কোল জুড়ে এল ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান। পরিবারের সকলে আনন্দে আত্মহারা। গোলাপ পায়ের নিচে শক্ত মাটিতে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সাহস ও শক্তি পেল। মলিন মুখ আনন্দে ভরে উঠল।

বছর দুয়েক পরে হঠাৎ দেখা। জিজ্ঞেস করলাম ছেলের নাম কী রেখেছ। উত্তরে বলল-অনেক নাম বাবুর কিন্তু আমি ডাকি ওকে 'সাগর' বলে। দুঃখের সাগরে ভেসে এসেছে বলে মায়ের কাছে ছেলের সাগর নামই প্রিয়। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে এক অনিন্দ্য সুন্দর দ্যুতি ছড়ানো হাসিতে মুখখানা ভরে উঠল। মনে হল অজস্র গোলাপের সৌরভ ছড়িয়ে আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিল সাগরের মা- গোলাপের হাসির ছটা।

আজিজা আখতার
সহকারী শিক্ষিকার
প্রিপারেটরী বালিকা শাখা

বিকাশের ক্ষেত্র না পেলে প্রতিভা ও শক্তি ক্রমশ ম্লান হয়ে বিনষ্ট হয়।

– শেখ সাদী

ভূত বলে কিছু নেই

কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলা থেকে শিমু আপু ঢাকা এসেছেন। এক সপ্তাহ থাকবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিবেন। উঠেছেন বড় চাচুর বাসায়। বড় চাচুর দুই ছেলে অপু এবং দিপু। অপু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দিপু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ষ্ট্যান্ডার্ড টু'তে পড়ে। দিপুর সাথে গল্পে মশগুল হয়ে যান শিমু আপু। আপুকে পেয়ে দিপুও মহাখুশি-চমৎকার সময় কাটছে। দিপুর বাবা-মা দু'জনই ব্যাংকে কাজ করেন, ভীষণ ব্যস্ত থাকেন। অফিসে যান খুব সকালে-ফিরেন সন্ধ্যার পর। দিপুর সময় কাটে বুয়ার কাছে। এর মাঝে শিমু আপুর আগমন যেন স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায় দিপুকে। তাছাড়া আপু যা মজার মজার সব রান্না করেন, দেখলেই জিভে জল এসে যায়।

রাতে শিমু আপু দিপুর রুমে ঘুমান। ডিম লাইট জ্বেলে অনেক গল্প বলেন। আপু বলেনঃ কিশোরগঞ্জ শহরের উপর দিয়ে গেছে নরসুন্দা নদী। নদীর উপর আছে কাঠের, সিমেন্টের ও লোহার

ব্রীজ। শীতকালে যখন নদীর পানি শুকিয়ে যায়। নদীতে ধান চাষ হয়। ধান খেতে বাতাস বয়ে যায় কুলকুল করে। নদীতে বড় বড় মাছ ছিলো- এখন ওটা মরা নদী। এক সময় সাংঘাতিক স্রোত ছিলো, বড় বড় মহাজনী নৌকা আসতো। দিপু তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভর্তি পরীক্ষা যেদিন শেষ হয় সেদিন শিমু আপু বিকালে চা-নুডুলস্ খেতে খেতে বলেনঃ আজ রাতে তোকে ভূতের গল্প শোনাবো। শুনে গা শির শির করে উঠে দিপুর। রাতে ঘুমানোর আগে আপু বলেনঃ

- কি রে ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবি নাকি?
- না আপু, ভয় পাবো না। তুমি বলো।
- শোন তাহলে।

আপু বলতে শুরু করেনঃ

- তাড়াইল বাজারের পাশে আমাদের বাড়ি। পাশে ধানের জমি। একদিন জানালা খুলে অনেক রাতে পড়াশুনা করছি। এমন সময়...

বলতে বলতে আপু একটু থামলেন। দিপু এবার বিছানা ছেড়ে শিমু আপুর বিছানায় উঠে আসে।

- বলো আপু কি হলো তারপর।
- বলছি, কিন্তু তুই কাছে এলি কেন? নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছিস।
- একটু একটু।
- তাহলে থাক বলবো না।
- আপু প্লীজ বলো।
- আচ্ছা শোনঃ আমার ঘুম ঘুম লাগছিলো। হঠাৎ দেখি ভূত। ইয়া কালো ইয়া উঁচু। বুকে জ্বল জ্বল করছে চোখ। দেখেতো আমার ছোখ ছানাবড়া। ভয়ে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে শেষ রাতে। তখন আযান পড়ছে। আযানের সময় ভূতেরা থাকে না। তবু ভয়ে ভয়ে বাইরে তাকাই। দেখি পুবের আকাশ ফরসা হয়ে উঠছে। কোথায় ভূত?

এতোটুকু বলে শিমু আপু ডাকেনঃ

- দিপু, ভয় পাচ্ছিস?

কিন্তু না, ততক্ষণে দিপু শিমু আপুর বুকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে ঘুম থেকে জেগে দিপু জিজ্ঞেস করেঃ

- আপু ভূতটা কি এখনও দেখা যায়?
- হ্যাঁ দেখা যায়। দেখতে যাবি নাকি? ভয় পাবি না?
- না ভয় পাবো না। পরীক্ষার পর যাবো।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর দিপুরা দাদাবাড়ীতে বেড়াতে যায়। রাতে শিমু আপুকে দিপু বলেঃ

- আপু ভূত দেখাবে না?
- আয় তবে।

দিপু শিমু আপুর সাথে জানালার পাশে ঘরের বাতি বন্ধ করে দাঁড়ায়। ভয়ে দিপু আপুকে চেপে ধরে অন্ধকারে মশার কামড় খেতে থাকে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো দপদপ করে আগনের মতো কি যেনো জ্বলে জ্বলে নিবে যাচ্ছে। উত্তেজিত হয়ে আপু বললেনঃ

- ঐ দেখ দিপু- বুকে জ্বল জ্বল করছে আগুনের চোখ!

শিমুর আব্বু অর্থাৎ ছোট চাচু এ সময় ঘরে ঢুকে বিজ্ঞেস করেনঃ

- কি রে শিমু অন্ধকারে দিপুকে কি দেখাচ্ছিস?
- আব্বু ভূত।
- ভূত? কোথায় দেখি?

সব দেখেশুনে চাচু বললেনঃ

- এই বুঝি তোর ভূত? আরে বোকা ওগুলি ভূত নয়। আলেয়ার আলো। জলের নীচে পাতা পচে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সেই মিথেন গ্যাস বুদ্বুদ আকারে উপরে এসে বাতাসে জ্বলে ওঠে, বুঝলি। এগুলি ভূত নায়। ভূত বলে আসলেই কিছু নেই।

কাজী শামসুন নাহার
সহকারী শিক্ষক
ইংরেজি ভার্সন, বালিকা শাখা

কিছু স্মৃতি কিছু ব্যথা

- এই দোলা, তুই এখনও তৈরি হোসনি? আশ্চর্য, স্কুল গাড়ি ১০ টায়। এখন বাজে ৯:৩০ টা। অথচ এখনও তুই----?

- আমার না - শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না, শ্রেয়া।

- ওমা, একি কথা? তুই ভুলে গেলি আজ এস. এস. সি. পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান। সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আজ বলছিস যেতে ইচ্ছে করছে না।

চাচির (দোলার আম্মা) গলা শোনা যাচ্ছে ভেতর থেকে। "ঠিকমত খাওয়া দাওয়া না করলে শরীর ভালো থাকবে কি করে? দিন দিন চেহারাটা যা বানাচ্ছিস না! সময় বেশী নেই, তৈরি হয়ে নে"।

শ্রেয়ার সুরেই কথা বলছেন চাচি। তাই সেও সুযোগ পেল। "দেখেন না চাচি, আমরা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই তো বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আর দোলা যেহেতু এসব বোঝে ভালো তাই ওর আজ অনেক কাজ। চাচি, please! দোলাকে একটু বোঝান"।
আমাদের দুজনের বকবকানিতে দোলা মনে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তৈরি হল।

শ্রেয়ার কাঁধে ব্যাগ, হাতে ফুলের ঝুড়ি। দোলা স্কুল ব্যাগ নিতে চাইল না। সে ফুলের ঝুড়ি হাতে নিয়ে কাজের মেয়েকে বললো- মারজান, স্কুলের গাড়ি বাসার সামনে আসলে আমার ব্যাগটা দিয়ে দিস। মা, আমি গেলাম- এই বলে দুই বান্ধবী সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো। বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ফুলের পাপড়ি ছুঁড়ে এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগতম জানানো হবে। উপরের ক্যাম্পাসে অতো ফুলের বাগান নেই। সব বিল্ডিং টাইপের বাসা। তাই ওরা নিচের ক্যাম্পাসে ডুপ্লেক্স বাসার সামনে গেল বাগান থেকে ফুল নিতে। ১ নম্বর থেকে ৩২ নম্বর পর্যন্ত ডুপ্লেক্স বাসা। প্রতিটি বাসার সামনে নানা ধরনের ফুলের বাগান। তারা ৯ নাম্বার বাসা থেকে ওই বাসার মানুষদের অনুমতি নিয়ে নানা ধরণের ফুল তোলা শুরু করলো। দোলা একটু বিষন্ন, শ্রেয়া নানাভাবে তার বিষণ্নতার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। একটাই কথা তার 'পরে বলব, পরে বলব'।

৯ নম্বর, ১০ নম্বর, ১১ নম্বর বাসা পর্যন্ত ফুল তোলা শেষ করা মাত্রই স্কুল বাস চলে আসল। বাসে উঠা মাত্রই দোলা কন্ট্রাকটরের কাজে জানতে চাইল কাজের মেয়ে স্কুল ব্যাগ দিয়েছে কিনা। শ্রেয়া জায়গা পেয়ে বসে পড়লো। দোলা ব্যাগ না পেয়ে কখন কিভাবে বাস থেকে নেমে পড়লো তা শ্রেয়া খেয়ালই করেনি। ঘ্যাঁস করে বিকট এক আওয়াজ করে বাস

থেমে পড়লো। হঠাৎ করে বিল্লব চিৎকার করে বলল 'কে যেন পড়ে গেল'। কারো এক জনের পা দেখা যাচ্ছিল। বাস থেকে সব ছেলে মেয়েরা নেমে পড়লো। শ্রেয়া হতবাক, মিশ্রিত এ কেমন করে সম্ভব? এ কী হলো? ভয়ংকর কোন দুঃস্বপ্ন, না বাস্তব।দোলার হাতের লাল বেল্টের ঘড়িটা সবার আগে চোখে পড়লো শ্রেয়ার। একে একে সবাই দেখলো। পাঁচ ফিট তিন গড়নের লম্বা শরীরটি নিথর হয়ে পড়েছিল। গোল গোল মুখটি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে লম্বাটে ধরণের হয়ে গেল। আহ! কি রক্ত! পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাওয়া ভালো ছাত্রী, বেশ মিষ্টি দোলা পড়ে ছিল রাস্তার এক পাশে। শ্রেয়া পাগলের মত দৌড়ালো। কেন, কোথায়, কিসের জন্য দৌড়াচ্ছিল তা বুঝতে পারছিল না। এ দৃশ্য সে দেখবে না... দেখবে না...। কেন সে দোলাকে জোর করে বাসা থেকে নিয়ে আসলো? দোলার এই পরিণতির জন্য সে দায়ী - পাগল প্রায় শ্রেয়া দৌড়াতে দৌড়াতে পাহাড়ের উপরে ক্যাম্পাসে তার বাসার কাছাকাছি আসলো। হঠাৎ বারান্দা থেকে শ্রেয়ার মা শ্রেয়াকে দেখে থমকে গেল। উদ্‌ভ্রান্তের মত মেয়েকে দৌড়াতে দেখে মায়ের মন হু হু করে উঠলো। চিৎকার দিয়ে মা শ্রেয়াকে ডাকলো, শ্রেয়া কথা বলতে পারছিল না। মা চার তলা থেকে দ্রুত নেমে আসলো। শ্রেয়া তাদের বিল্ডিং পার হয়ে দোলাদের বিল্ডিং এর সামনে আসলো। মা এসে শ্রেয়াকে জড়িয়ে ধরলেন 'মা, আমি দোলাকে মেরে ফেলেছি, মা, আমি ... আমি...। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো শ্রেয়া। ১৯৮৮ সালের ১০ই মার্চ ঘটে যাওয়া ঘটনা শ্রেয়াকে আজও কাঁদায়, ভাবায়, বাবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানের অধ্যাপক। বিয়ের পর বাবার বাসায় গিয়ে দোলা স্মরণীয়' সেই সড়কে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে হু হু করে যন্ত্রনা করে। কৈশরের সেই বেদনাঘন স্মৃতি কিছু সময়ের জন্য তাকে নিয়ে যায় কালো বিভীষিকাময় সেই মুহূর্তের কাছে। মনের অজান্তেই বলে ফেলে ওপারে তুই কেমন আছিস দোলা? খুব... খু-উ-ব ভালো থাক, দোয়া করি।

(দোলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সাহেবের একমাত্র মেয়ে। সত্য ঘটনা অবলম্বনে গল্পটি লেখা।)

সাইফুন্নেছা ফারমিন
সহকারী শিক্ষিকা
বালক শাখা, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি হাই স্কুল

Stories

The Closed Door

On one rainy night, in the month of July, I and my mom were watching TV. My father went out of city for some official purpose. We were alone in the home. That was when all the horror begun.

We had recently shifted there. It was our new house. The house was very big. There was a big garden in front of the house and a large playground at the back. There were about eight rooms, one dining room and one drawing, including the kitchen. The rooms were very big. I could play football match there. All rooms were opened except one room. The door was locked. A bat ran down my back. Suddenly, the house seemed very creepy to me. I don't know why but I had a feeling that there was something there.....

It took three days to decorate the house. It was a rainy day. In the night we were watching TV. Suddenly, I heard someone crying. But it wasn't coming from TV. There was no house nearby that the crying was coming from there. Me and my mom understood that the sound of crying was coming from the closed door. I became scared. How could it be possible?!

The next day passed well and the night came. At night I was in my mom's room, reading a book. Suddenly, the electricity went out. My mother went downstairs to bring a candle. I stood up to take the candle from the desk and then I felt that someone bumped into me. There was nobody except me in the room. My mom came and I told her. She said that this could be my hallucination. But.....

The house was really scary. Because every night I heard someone crying, laughing, someone walking, talking etc. Mom didn't hear them and kept telling that it was my hallucination and bla bla. But one day my mom's thought came wrong. Like everyday at night I heard the phone ringing. This time mom also heard it. She told that, 'How is it possible? There was no phone in the house. Even my phone was out of network!' Gradually we realized that the sound was coming from the closed door. We went near the door. There was a rusty key. Mom opened it. The room was filled with broken toys, chairs, tables etc. Suddenly a foul smell came floating. We covered our nose. There was only one cupboard that was standing. I went in front of it. The smell became strong. I opened it. After opening it, a man like thing fell on me. I shrieked in horror. Then probably I fainted.

When I woke up, I was in a hospital. My mother was sitting beside me. My father had come after my mom had called from the hospital. It was really a man. Nobody knew how the man came here and how or who killed the man. But till now I can't find why I heard crying, laughing, footsteps, talking etc. A dead man can't do it. Can it?!!

Truth is always truth

Once upon a time there was a girl named Anila. She had her mother but her father died when she was at the age of 2 (two). She used to ask her mother about her father but her mother couldn't answer her. So, her mother married to another person named Mr. Prakash. Her mother had a job. So, she stayed at home with her step-father. Her step-father always beat her but when her mother would come at home then her step-father used to love her. Her step-father didn't do any work or anything. So, he stayed at home with Anila. One day at night Anila said to her mother about the torture that her step-father was doing. But her mother didn't believe, she thought that she was just joking. The next day her step-father had beaten her very much. So her body was full of marks. When her mother came home and she saw the marks and asked Anila, 'What has happened to you?" And she said everything to her mother. Then her mother informed the police about all the things. After that the police arrested her step-father and when the police was taking her step-father Anila said "Truth is always truth".

Afifa Tanzim Ahona
Class: 4

An Elephant and some Rabbit

Once there were some rabbit lived in peacefully One day an elephant came and told them. "I am king of this place. Then he killed a rabbit one by one. One day some rabbit died. The old rabbit said, "We want to arrange a meeting. All told, ok. Then they made a plan. One went to the Elephant and told. : Oh, my lord please come with me. All the rabbits want you as their king. please come with me and cross the river." When they crossed it, the rabbit was small , so he could cross it. But the elelphant could not. Because he was big and heavy. He could not in the river's water. And they got relieved from the elephant's / torture and lived again peacefully.

Jeba Samiha
Class: 6

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

My Mother

My name is Tanvir Humayun Rajin. I am in class 3. My mother's name is Rina Akhter. She is a housewife. She cooks for us, she cleans the house and she also works for us. She prays to Allah for us. She sacrifices her life, her happiness just for us. She does not eat without us and when we cry, she cries too. Every impossible thing she makes possible for us by the help of Allah. We are the happiness, love and dream of my mother. To me she is not just mother, she is worlds best mom and my best friend.

Tanvir Humayun Rajin
English Version
Class: Three

ভ্রমণকাহিনী

হিমালয়ে ঝলমল রোদ

সকাল ৮টা। পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলছে ধূলিখেলের উদ্দেশ্যে। গাড়ি থামল রিসোর্টের সামনে। রিসোর্টের নাম হিমালয় হেরিটেজ। হিমালয় হেরিটেজ একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত।

পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম কতগুলো ঘরবাড়ি। রিসোর্টে পৌঁছে দেখলাম হিমালয়ের চূড়ায় রোদ লেগে ঝলমল করছে। যা আমার খুব ভালো লাগল। রিসোর্টটা ছিল বিশাল। আমি আর আমার ভাইয়া ছোটাছুটি করলাম। সেখানে অনেক শীত ছিল। দুপুরে আমরা গরম পানি দিয়ে গোসল করে, খেয়ে বিশ্রাম নিলাম।

পরের দিন আমরা বাবা এবং বাবার এক নেপালী বন্ধুর সাথে জিপ গাড়িতে করে হিমালয় যাতে আরও কাছে থেকে দেখা যায় সেই জন্য আমরা আরেকটি রিসোর্টে গেলাম। ফুলে ফুলে সাজানো সেই রিসোর্টে হিমালয় দেখার খুব ভালো ব্যবস্থা করা আছে। আমরা সেখানে আরও দুইদিন থাকলাম। এরপর কাঠমুন্ডুতে ফেরার পথে ভক্তপুর গেলাম। সেখানে অনেক প্রাচীন বোদ্ধ মন্দির ও রাজার বাড়ি দেখলাম যা আমার খুব ভালো লেগেছে। পরে আমরা কাঠমুন্ডুতে আরও কয়েকদিন ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের দেশে ফিরে এলাম।

ফাতেমা বিনতে সোয়েব
শ্রেণি-৩য়

The Curse of Traffic Jam

The SSC exam was going on. Rusel was an examinee. Mohammadpur Govt. Boys High School was his exam centre. It was February 16, 2011. Rusel started from his Farmgate Residence 1 and a half hours before starting of the exam. But it was his ill-luck; he was held up in a traffic jam at Asad Gate.

He was at a loss thinking that he was late. He started walking. When he reached the school, it was nearly half an hour late. All examinees were busy in writing. Rusel hurriedly entered the hall. THe invigilator asked him why he was late and delivered him the question paper and the answer script. He read the question paper and found that most questions were common to him. He started answering them without delay. But it was very unfortunate that he could not answer all the questions up to his satisfaction. He answered every question but not up to his satisfaction. At last the bell rang and he left the hall with a heavy heart.

Md. Tabib Khan
English Version
Class: IX

শিক্ষা সফর

১০ই ফেব্রুয়ারী স্কুল থেকে নোটিশ দিল ১২ই ফেব্রুয়ারী আমাদের শিক্ষাসফর হবে। সবাই আনন্দে হইচই করে উঠল। ১২ই ফেব্রুয়ারী সকাল আটটায় আমরা স্কুলে উপস্থিত হলাম। এরপর সকাল সাড়ে আটটায় আমরা বাসে উঠলাম। এরপর আমরা ইকবাল রোড থেকে যাত্রা শুরু করলাম। আমরা সব বন্ধুরা বাসে অনেক আনন্দ করলাম। এরপর আমরা রাস্তয় গণভবন, নিউমার্কেট, ঈদগাহ কলেজ দেখলাম। তারপর আমরা লালবাগের কেল্লায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমরা অনেক আনন্দ করলাম। কেল্লায় ঢুকলাম। তারপর আমরা দুইটার সময় বাসে উঠলাম। তারপর অনেক গানবাজনা হলো। তারপর আমরা স্কুলে পৌঁছে গেলাম।

সাজিদা কামাল কাকন
শ্রেণি-৩য়

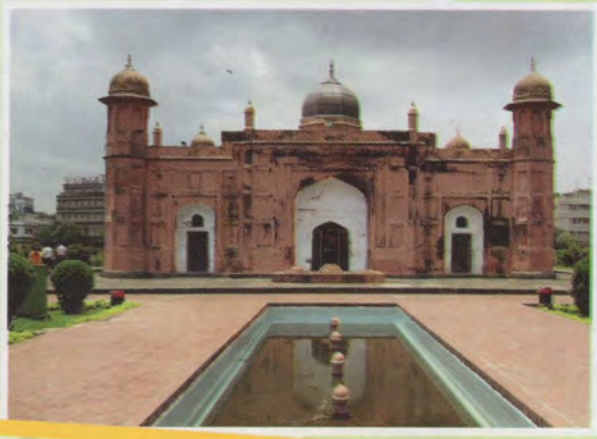

আমার প্রথম সুন্দরবন যাওয়া

আমার বাবার অফিসের পিকনিক হয়েছিল সুন্দরবনে। আমার মা বাবা ও আমার বড় বোনও গিয়েছিলো। জাহাজে আমরা ছিলাম। অনেক মজা হয়েছিল। ভোর বেলা আমরা উঠলাম। তখন আমরা নিচে নাস্তা খেতে গেলাম। তারপর দুপুর হলো। তখন আমরা ভাত খেলাম। তারপর আমরা নৌকা করে সুন্দরবনের ভিতরে গেলাম। তখন আমাদেরকে অনেক হাঁটিয়েছিল। তখন আমাদের পাঁ ব্যাথা হয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক দূরে যে দেখলাম একটা সমুদ্র। ঐখানে সবাই গোল করা শুরু করে দিয়েছে। আমার বাবা বললেন চলো তোমাদেরকেও নিয়ে যাই। তখন আমরা গেলাম। তখন আবার চলে যাচ্ছিলাম, যাওয়ার পথে দেখলাম একটি হরিণের বাচ্চা। হরিণের বাচ্চা অনেক সুন্দর ছিল। তখন হরিণের বাচ্চা ভয় পেয়ে চলে গেছে। তখন আমরা আবার জাহাজে চলে গেলাম। তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভাত খেলাম। আমার অনেক ভালো লেগেছিল। এটাই হলো আমার প্রথম সুন্দরবন যাওয়া।

সুমাইয়া আফিয়া রহমান
শ্রেণি-৩য়

কুমিল্লার নীলাচল পাহাড়

২০১৩ সালের আগস্ট মাসে আমরা কুমিল্লায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা একদিন থেকেছিলাম। আমার বাবা, মা ছোট বোন ও আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলাম। সেই জায়গাগুলো ছিল খুবই সুন্দর। এসবের মধ্যে একটি সুন্দর জায়গা ছিল নীলাচল পাহাড়। সকালে আমরা গাড়িতে করে সেখানে গেলাম। প্রবেশ পথে একটা ছোট গেট। আমরা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। সামনে একটা ইটের সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম আর ছবি তুলছিলাম। উপরে জায়গাটি খুবই সুন্দর। চারপাশ বন-জঙ্গল। দিনের বেলায় ও ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। চারদিকে ঘাসের মাঝখানে একটা ছোট রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে হাটলে একটা বড় পিচঢালা রাস্তা। রাস্তাটা ঢালু। ঢালু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে একটু কষ্টই হচ্ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসে খুব ভালো লাগছিল। সেদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছিল। গাছের পাতায় পাতায় পানি জমেছিল। বাতাসে পানিগুলো ঝরে পড়ল। আমরা ভাবলাম বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য আমাদের শরীরে পানি পড়ল না। রাস্তা দিয়ে উঠেই একটা বসার জায়গা। আমরা সেখানেও ছবি তুললাম। তারপর আমরা আবার নিচে নেমে এলাম জায়গাটা খুবই সুন্দর ছিল। এরকম সুন্দর জায়গায় ভ্রমণ করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।

নুজহাত ইবনাত
শ্রেণি-৪র্থ

রাঙ্গামাটি ভ্রমণ

তখন শীতের সময়। সে সময় হঠাৎ আমরা জানতে পারলাম যে আমরা রাঙ্গামাটি যাচ্ছি। আমরা যেদিন রওনা দিলাম সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। আমরা রাঙ্গামাটি পৌছে রাঙ্গামাটির পর্যটনের কটেজে উঠি। প্রথমে রাঙ্গামাটির বিখ্যাত ঝুলন্ত ব্রীজে গেলাম। কী সুন্দর! সত্যিই যে ব্রীজটি ঝুলছে। লেকের পানি কী পরিষ্কার! আমরা পর্যটনের কটেজে রাত কাটালাম। তার পরের দিন আমরা কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কাপ্তাই-এ ঢুকে প্রথমেই দেখলাম কত মেশিন, এখানে কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এখানে আছে মানুষের জন্য কঠোর নিরাপত্তা। সেখানে আমরা বিদ্যুৎ কিভাবে উৎপাদন করতে হয় তা জানলাম। সেখানে থেকে আমরা পাহাড়িদের তৈরী নানা আসবাবপত্র দেখতে একটি যাদুঘরে গেলাম, দেখলাম নানা অলঙ্কার। তার পরের দিন আমরা শুভলং এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। সেখানে থেকে আমরা বিভিন্ন পাহাড়িদের কাছ থেকে কলা কিনলাম। সেখানে কাপ্তাই লেকের পাশ দিয়ে যেতে হয়। সেখানে একটি পাহাড়ি ঝর্ণা আছে। তার পরের দিন আমরা আবার ঢাকায় ফিরে এলাম। ফেরার পর মনে হচ্ছে এখানেই যেন লুকিয়ে আছে আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

তা-সিন সোহাইন
শ্রেণি-৪র্থ

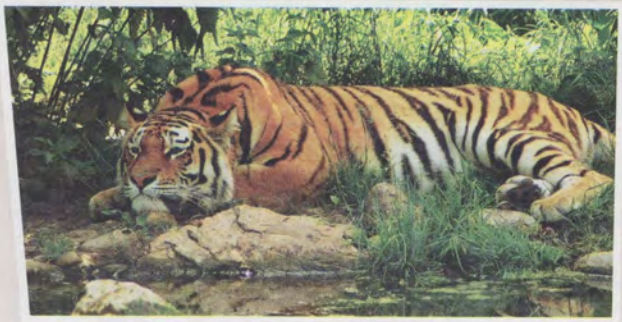

সুন্দরবন

২০১১ সাল। সময়টা ঈদুল আযহা। সকাল ৬.০০ টায় সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে আমি ও আমার মা-বাবা বের হলাম। হোটেল থেকে ভ্যানে করে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাসে উঠলাম। বাস পশুর নদীর তীরে গিয়ে থামল। ওখানে আমরা "মংলা সমুদ্র বন্দর" থেকে একটি যন্ত্রচালিত নৌকা ভাড়া করলাম। সেই প্রথমবার আমি নৌকায় উঠেছিলাম। আমরা সেই নৌকায় করেই সুন্দরবনের "করম জল" জায়গাটিতে গেলাম। যেই নৌকা "করম জল" জায়গায় থামল, আমার যে কী খুশি! একটি সিঁড়ি ছিল জায়গাটি উঠবার জন্য। সামনেই ছিল একটি কঙ্কালের যাদুঘর। আসলে যেসব পশু মারা গেছে তাদের মাথা ও শরীরের অংশ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা তা দেখে এগিয়ে চললাম। একটা ঘরের ভিতর দিয়ে আমরা বনের ভিতর ঢুকলাম। বনের ভিতর গিয়েই আমি অবাক! একটা সরু কাঠের রাস্তা আর রাস্তার নিচে বানরের দল। মানুষেরা বানরগুলোকে খাবার দিচ্ছে আর বানরগুলো মানুষের মত করেই খাবার খাচ্ছে। আমি একটি দৃশ্য দেখে খুব অবাক হলাম! একটি মা বানরের পিঠে একটি বাচ্চা বানর। বনের ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন আমাকে সবাই ভয় দেখাচ্ছিল। সবাই বলছিল ভিতরে নাকি কুমির আছে। আর আমি ভয়ে ভয়ে ভিতরে যাচ্ছিলাম। ভিতরে গিয়ে অনেক গর্ত ও পায়ের থাবার ছাপ দেখে আমি ভয়ই পেয়েছিলাম। কারণ সুন্দরবনে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আর আমার ছোট ভাইয়ের তো কোন ভয় নেই। সে গাছের উপর উঠে বানরের অঙ্গভঙ্গি করছিল। আমরা ভিতরে এগিয়ে চললাম। একটি বানরের খাঁচা দেখলাম। আরও দেখলাম একটি খালের মধ্যে কুমিরের বাচ্চা ও চিত্রাহরিণ। আমি বানরের খাঁচা দেখে বানর গুলোকে খ্যাপাচ্ছিলাম। আর বানরগুলো যেই খেপলো সেই আমাকে ভয় দেখিয়ে দিলো। আমরা ফিরে আসলাম আগের জায়গাই। তখন নৌকায় করে সুন্দরবনের ভিতরের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝি ভাই বলল, ভিতরে দিকে জলদস্যু আছে। আমরা ফিরে গেলাম মংলা সমুদ্র বন্দরে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে।

মহাশ্বেতা চৌধুরী
শ্রেণি-৪র্থ

ব্রহ্মপুত্রে নৌকাভ্রমণ

আমি তখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে ছুটি চলছে। কোনো কাজ নেই। বেশ অলসতায় কাটছিল দিনগুলো। এরই মধ্যে একদিন বাবা বলল, 'এই ছুটিতে আমরা চিলমারি যাব।' চিলমারিতে বাবার মামা বাড়ি আছে। আমরা সেখানেই যাব। পরিকল্পনা অনুসারে রওয়ানা হলাম চিলমারির পথে। প্রথমে ঢাকা থেকে বাসে করে কুড়িগ্রামের পথে চললাম। সেখানে আমার দাদাবাড়ি আছে। কুড়িগ্রামে পৌঁছে প্রথমে দাদাবাড়িতে গেলাম। আমাদের দেখে সবাই খুব খুশি হলেন। সেখানে একদিন থেকে পরদিন সকালে সবাই মিলে বাসে চড়ে চিলমারির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। প্রায় ত্রিশ মিনিট পর গন্তব্যে পৌঁছালাম। সবাই খুব খুশি হলেন আমাদের দেখে। আমরা খুব আনন্দ করলাম। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পর দাদি বললেন এখানে ব্রহ্মপুত্র নদ আছে। আমরা এখন সেখানেই যাব। শুনে আমরা তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম ও সবাই মিলে হেঁটে কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদে পৌঁছালাম। ওখানে পৌঁছে আমি অবাক! এত সুন্দর দৃশ্য! নদীতে দু-একটা নৌকা যাচ্ছে।

পাড়েও কিছু বাঁধা আছে। বাবা একটি নৌকা ভাড়া করলেন যেটি এখানকার সবচেয়ে সুন্দর চরে নিয়ে যাবে। আমরা সবাই নৌকায় উঠলাম। খুব সুন্দর চরটি কাশফুলে ভরা। দূরে অন্যদিকে একটি পাহাড় ছিল। বড় চাচা বললেন, সেটি তুড়া পাহাড়। একদিকে কিছু কচুরিপানা ফুল ছিল। মা ও ছোট চাচি তা তুলে এনে সবাইকে দিলেন। আমরা আরও অনেক মজা করলাম। সন্ধ্যে হলে আমরা ফিরে এলাম। দাদা বাড়িতে এসে রাতের খাবার খেয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পরদিন সকাল সাতটায় ঢাকায় পৌঁছালাম।

ব্রহ্মপুত্রে আমরা খুব আনন্দ-ফুর্তি করেছিলাম। সেই দিনটি আমি কখনো ভুলব না।

তাসদীদ মামুদ
শ্রেণি-৪র্থ

দার্জিলিং ভ্রমণ

দিনটি ছিল ২/১০/২০০৯। আমি সেদিন খুবই উৎফুল্ল ছিলাম। আমরা সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম আমাদের ব্যাগ গোছাতে। তখন রাত ৯টা বাজে। আমরা ঢাকার কল্যাণপুরে, আমাদের বাস আসার জন্য অপেক্ষা করছি। ১০ থেকে ১৫ মিনিট পরে আমাদের বাস আসে। আমাদের সাথে ছিল আমার দাদার পরিবার। আমরা বুড়িমারি সীমান্তের পথে যাত্রা শুরু করলাম।

৩ তারিখ খুব ভোরে, আমাদের বাসটি বুড়িমারি সীমান্তের প্রায় ১০ কিলোমিটার আগে একটি হোটেলে দাঁড়ায়। সেখানে হাল্কা নাস্তা সেরে আবার অন্য একটি গাড়িতে উঠে আমরা বুড়িমাড়ি সীমান্তে পৌছাই। এবারে যাই কাস্টমসের দপ্তরে, সেখানে আমাদের পাসপোর্ট ও ভিসা, সংশি-ষ্ট কর্তকর্তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে আমাদের এগিয়ে যেতে বলেন। এরপরে আমরা সীমান্ত যাত্রী ছাউনিতে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে আমাদের এগিয়ে যেতে বলা হলে আমরা এমন একটা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাই, যে পথ দিয়ে কোন গাড়ি চলাচল করে না। তাকে বলা হয় 'নোম্যান্স ল্যান্ড'। পাশাপাশি দু'দেশের মধ্যে যে সাধারণ সীমা রেখা থাকে, তাকে আন্তর্জাতিকভাবে 'নোম্যান্স ল্যান্ড' বলা হয়, সেখানে কোন দেশেরই একক অধিকার থাকে না। সেই রাস্তা পার হয়ে আমরা ভারতে প্রবেশ করি। সেখানকার কাস্টমসের কর্মকর্তারা আমাদের পাসপোর্টে বাংলাদেশের বহির্গমন সিল, ভারতীয় ভিসা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা ইত্যাদি পরীক্ষা করে আমাদেরকে বৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অনুমতি দিলে আমরা শিলিগুড়ি যাবার জন্য একটি গাড়ি ভাড়া করি। সেই গাড়িতে চড়ে আমরা 'গোরখাল্যান্ড' এ যাই, শিলিগুড়িরই আগের নাম গোরখাল্যান্ড। তারপর আমরা একটা টাটা স্যুমো চড়ে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যাত্রা পথে আমরা অনেক চা বাগান, পাথরের নদী, রাস্তার সাথে রেল লাইন ইত্যাদি দেখতে পাই। সেই রেল পথে একটাই রেল গাড়ি চলে, যার নাম চুক চুক ট্রেন। আমরা পথে 'মিরিক' নামের একটি যায়গায় থেমে খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম সেরে আবার রওয়ানা হই। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

আমরা একটা যায়গায় ছবি তোলার জন্য বিরতি নেই। তখন বেশ ঠান্ডা ছিল এবং আমরা এতটাই উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম যে গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেঘ ধরা যাচ্ছিল। মেঘ গুলো এক জানালা দিয়ে ঢুকে অন্যটা দিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে রাতে আমরা একটা হোটেলে যাই। তারপর হোটেলে নিজ নিজ রুমে গিয়ে ভাল ভাবে গোসল করে গরম কাপড় পড়ে হোটেল লবিতে আবার একসাথে হই। তারপর অন্য আরেকটি হোটেলে খেয়ে আবার আমাদের হোটেলে ফিরে আসি। পরদিন সকালে, হোটেলে নাস্তা করে বেড়িয়ে পড়ি চিড়িয়াখানা দেখতে। চিড়িয়াখানায় চিতাবাঘ, বনবিড়াল, হাতি ও অন্যান্য পশু দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। তারপর এমন একটা যায়গায় যায়, যেখানে পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপর চিড়িয়াখানা থেকে বের হয়ে আমরা যাই 'গোম্ব রক' নামের একটি পাহাড়ের পাশে। যাওয়ার পথে আমরা St. Joseph's School দেখতে পাই। আমি 'গোম্ব রক' এর চূড়াতে উঠি। তারপর একটা বৌদ্ধ মন্দিরে যাই। যার নাম ছিল 'Bengal Natural History Museum, Wildlife Division-1। তারপর আবার হোটেলে ফিরে আসি এবং খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরের দিনটি ছিল খুবই কষ্টদায়ক। আমাদের দলের ৭ জনের মধ্যে ১ জনের জ্বর হয়। তাই হোটেলে সেই পরিবারের ৩ জনকেই থেকে যেতে হয়। আমরা অন্য চারজন কাঞ্চনজঙ্ঘা ঘুরে বেড়ানোর জন্য বেড়িয়ে পড়ি। আমাদের দার্জিলিং যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই কাঞ্চনজঙ্ঘার অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করা যা এতদিন কেবল লোকমুখেই শুনে এসেছি। সময় তখন ভোর ৩টা ৫০ মিনিট, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিন্তু এর মধ্যেই আমরা পূর্ব নির্ধারিত টাটা স্যুমো জীপে চড়ে রওয়ানা হলাম। ড্রাইভারটা ছিল অতিশয় দক্ষ এবং অমায়িক। সে আমাদের অতি দ্রুত 'টাইগার হিল' এ নিয়ে গেল এবং আমাদের গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে রাজি হল। টাইগার হিল থেকেই সুর্যোদয়টা সব থেকে ভাল দেখা যায় বলে সে জানাল। আমরা যেহেতু সবাই নতুন, তার কথাতেই ভরসা রাখতে হলো। কিন্তু আমরা বিদেশ বিভূঁইয়ে সত্যিই

অজানা আশঙ্কায় ভীত ছিলাম। বুক ঢিপ ঢিপ করলেও ওকে বুঝতে দিলাম না। আমরা যখন টাইগার হিল এ পৌঁছলাম, তখন ভোর সাড়ে ৪টা বাজে। আকাশটা বেশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমাদের মনটা খারাপ হয়ে গেল, কেননা সূর্যটা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমরা খানিক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সূর্য দেখতে পাবার কোন আশা দেখতে না পেয়ে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেব ঠিক করছি, ঠিক তখনই চারদিক সোনালি আলোয় ভরিয়ে দিয়ে সূর্যের দেখা পাওয়া গেল, কি যে অভূতপূর্ব দৃশ্য, তা বর্ষায় প্রকাশ করা শুধু সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব। চারিদিকের সকলে চিৎকার দিয়ে যেন সূর্যকে অভিবাদন জানাল। দূর নীলিমায় আশ্চর্য সুন্দর সোনালি রঙের আভায় কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন নিজেকে প্রকাশ করল। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ দেখতে পেয়ে জীবন যেন ধন্য হয়ে গেল। দুচোখ যেন জুড়িয়ে গেল, জীবন যেন ধন্য হয়ে গেল। এমন দৃশ্য দেখতে পেয়ে স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে দ্বিধা করলাম না কেউ। দার্জিলিং আসা একেবারে সার্থক হয়ে গেল। মনে হলো, সুযোগ পেলে বার বার আসলেও কারো দ্বিধা থাকা উচিৎ নয়।

তারপর আমরা সে জায়গা থেকে গেলাম 'অর্কিড গার্ডেন', যেখানে অযত্নে অবহেলায় ফুটে রয়েছে রকমারি বাহারি সব অর্কিড; যা আমরা অনেক যত্নেও ফুটাতে পারিনা। এরপর গেলাম পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু (তখন পর্যন্ত) রেল ষ্টেশন, 'ঘুম রেলওয়ে স্টেশন'।

তারপরের দিন নেমে এলাম শিলিগুড়িতে। সেখানে গেলাম জগত জোড়া বিখ্যাত 'বিগ বাজার'। সেখানে অনেক কেনাকাটা করলাম। তারপর ফিরে এলাম নিজ দেশে। এটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

মোঃ ইয়াসিন শামস চৌধুরী
শ্রেণি-পঞ্চম

শিক্ষাসফর-২০১৩

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাদের দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সকল ছাত্রদের জন্য বিগত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে এক শিক্ষা সফরের আয়োজন করেন। আলোচ্য সফর সূচিতে ছিল একটি কারখানা পরিদর্শন। এর জন্য নির্বাচিত করা হয় মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত বালিয়াটির জমিদার বাড়ি এবং গাজীপুরস্থ শাইনপুকুর সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি।

যাত্রার দিন সকাল ৭ টার মধ্যে সকল ছাত্র কলেজ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। ৬ জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সকাল ৭.০০ এর মধ্যে যাত্রা শুরু করার কথা থাকলেও ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ের অভাবে নির্ধারিত সময়ে যাত্রা শুরু করা হয় না। অবশেষে ৯.৩০ সময়ে যাত্রা শুরু হয়। মোট ৪৪ জন ছাত্র ও ৬ জন শিক্ষক দুইটি বাসে যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুতেই বাসে প্রাতঃরাস সরবরাহ করা হয়।

অবশেষে ১১.৩০ মিনিটে শাইনপুকুর সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রির কারখানায় সফরকারী দল পৌছায়। সেখানে তাদের স্বাগত জানান কারখানার তত্ত্বাবধায়ক। সফরকারী দলটিকে কারখানার বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে দেখান তত্ত্বাবধায়ক। শিক্ষার্থীরা শেখে কীভাবে কাঁচামাল থেকে বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে একটি সামগ্রী বাজারে বিক্রির জন্য বের হয়ে আসে। পুরো প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষায়িত প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। শিক্ষার্থীরা জানতে পারে, এখানে উৎপাদিত সামগ্রী দেশের চাহিদা মিটিয়েও এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কারখানার কর্ম পরিবেশ সন্তোষজনক।

কারখানা পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ছিল মানিকগঞ্জ জেলার বালিয়াটির রাজবাড়ি। গাজীপুর থেকে মানিকগঞ্জ যাওয়ার পথে বাসে শিক্ষার্থীরা মধ্যাহ্নভোজন সেরে নেয়। আনুমানিক দুপুর ২ ঘটিকায় সফরকারী দল রাজবাড়ী পৌছে। তারা পুরো রাজবাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখে এবং অজস্র ছবি তোলে। রাজবাড়িতেই একটি জাদুঘর ছিল। জাদুঘরে পূর্বতন জমিদারদের সংগৃহীত অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে। জমিদার বাড়িটি বর্তমানে একটি প্রাচীন পুরাকীর্তি হিসাবে সংরক্ষিত। জমিদার বাড়িটি সংরক্ষিত বিধায় এর সব অংশে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। শুধুমাত্র জাদুঘর এবং এর সংলগ্ন এলাকা জন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এই জমিদার বাড়ীর জমিদারেরা ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের প্রাককালে ভারতে চলে যান। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। জমিদার বংশের কেউ এখানে বসবাস করেন না।

দিনব্যাপী সফর শেষে, শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যা ৬ টার সময় ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং রাত ৯.৩০ মিনিটে ঢাকা এসে পৌছায়। সফরটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী হয়েছিল।

রোহান ইবনে আজাদ
শ্রেণি: দ্বাদশ

Bandarban in my eyes

During Eid vacation I went to visit Bandarban with my parents and aunt. It was so exciting. We stayed in a guest house. We visited Chimbuk Hill, Nilgiri, Meghola, Golden Temple and many others. Today I will share with you few. "CHIMBUK"-one of the biggest hills of Bangladesh. When we reached the top of the hill, I felt it as "MegherDesh". The white cloud was floating on air and touching our body. I tried to touch it but N....o! We could n't touch. After Chimbuk we traveled towards "NILGIRI". It was another amazing place. The deep blue sky and green nature were making friendship here. I had never seen such blue sky in my life. We saw the cloud also playing here by floating in the blue sky.

In the next morning the uncle (guest house owner) suggested us to visit the nearest local market. He said "otherwise you will miss another experience". Really it was great. I knew about the food, behaviour of the hilly people. Still I miss Bandarban. I love it and I love my country so much.

Moinak Bhowmik
Class: IV

A Long Journery by Train in India

Last year, I had a tour to New Delhi for visiting the tourist spots over there. Actually I did not have any prior idea about the weather of India. I knew that it was a little warmer than what we had here in Bangladesh. I wore up three quarters' and a T-Shirt. We got some tickets of a non-AC train. After we passed west-Bengal, weather seemed to be as it was in the hell. Temperature was increasing very fast as we were going towards our destination. I never experienced 400C in our country. So, 450C to 500C was really intolerable, seats were arranged interestingly in that train. In a small compartment, there were some house-like sections with a way throughout. Local people were getting up and taking seats illegally. I was along with my parents. I said to my mother to put off my shirt because flame like air was coming inside through the windows.

It was journey of about 26 hours.
We met some Bangladeshis over there. Interestingly a boy probably of my same age came to me and told that he might see me anywhere else. Then, we began to talk to each other and got to know, they were from our neighbouring village. They started living there because of his father's profession. His father was a doctor and they were going back to their house in Delhi from Kolkata. (Their Maternal uncle's home) We shared our food and made a lot of fun. We played Ludu and sang songs clockwise. After we had reached New Delhi rail-station, they made us find a way to our hotel and invited to their house with their cell phone numbers; we took our room and the next day after, went out for a visit to Tajmahal, Adventure island and some temples on the tourist bus. We came back with some memories. We visited Tajmahal one of the 7 wonders. There were a lot of people from different countries. I took some photographs with the foreigners and my parents. The most wonderful thing was that adventure island was full of enjoyment. On the next day, we had our lunch at our neighbour's house. They prepared some south Indian items like Alu Vaturi, Dosa and some Sweets of the locality. Their hospitality made us charmed at them.

Sandipan Mallick (NIBIR)
Class: IV

Paris-A journey to remember

Paris is such a city which needs no description. I always have cherished a desire to visit Paris at least once in my life. At last that opportunity came in the last summer holidays. Hearing the news that we were going to spend our holidays in Paris, I was simply thrilled. I started packing almost three days earlier in excitement. At last on 20th May we flew for Paris. It took 10 to 12 hours to reach Paris airport, Charles d Golle. When we stepped into the city, it was raining. From there we took a taxi and were going to our hotel. On the way we were enjoying the beautiful sight of the city. We were astonished seeing the huge architecture of Paris. All the buildings were grand and magnificent. Then we reached our hotel and had breakfast. Though it was my summer vacations, I did not see summer there. Our first plan was to see the Eiffel Tower which is at the center of the city. We went there by metro, the underground railway station of France. This gigantic tower is situated on the bank of the river Sean. We were spellbound by its charming beauty. It is an iron lattice tower. We bought tickets of the lift to get to the top of the tower. The Tower is divided into four floors, so we changed our lift four times to reach the top. There were some binoculars placed so that everyone could have some clear view of the city. We enjoyed the beauty of the whole city clearly from there. After that we sat for a few while under the tower on some stone seats. We also ate Tacos, an authentic French dish from the nearby shops. Besides this famous monument, we also visited the river Sean, Arc de Triumph, Notre dame Cathedral and last but not the least-the famous Louvre museum. There we watched the famous painting of Leonardo de Vinci-The MONALISA. There we enjoyed seeing some other great works of many famous artists like Venus De Mello, Madonna on the Rocks etc. Then saw The Glass Pyramid in front of the museum. It was shining in the sunlight. It is the main entrance of the place. We really enjoyed that view. We also went to the modern city of Paris. This place is called La Defense by locals. At last we returned to Bangladesh on 27th May. I had a great journey to Paris. It will always be one of the best trips in my life.

By Mysha Nowin Alabbi
Class-7-D

Dicipline maintains systems, systems maintain development, developnent vibrates human life, so discipline must be followed.

M.K. Gandhi.

Study of Science

The study of science consists in a careful observation of nature. Man is ever trying to control nature. Though scientists are everyday discovering new truths and new theories of life, every day, nature remains a mystery. Hence the study of science is a fascinating occupation.

Modern science has become so complex that man cannot hope to study the whole of it. It has numerous branches and each branch requires a whole life-time for specialization. The board division of physics, chemistry, Botany, Biology, Mathematics etc. are back-dated. The vast field of science is daily widening and its complexities are also ever multiplying.

The study of science helps to develop our intellectual and moral faculties. Science gives us the power of accurate observation and precise thinking. It elevates our thoughts, teaches us to make original researches and makes up patient and humble.

All-out efforts are being made to promote the study of science. Besides the students of science have to give emphasize in science study. Actually, the study of science is, therefore, an urgent national duty for our youths.

Fahmida Akter
class: IX

A Classroom Situation

"Hello boys! Good afternoon."

"Good afternoon, sir."

"How are you all?"

"Fine, sir"

"I think you all should stand up. You see, I am standing. So you should stand up and sit after I tell you to sit. Am I right?"

"Sir, he told me 'naughty'."

"No, no complain now. First you should submit the homework."

"Hello Adib! What happened? Why haven't you done your homework?"

"Sir, I didn't remember that."

"Why? Don't you check your diary at home? Show it to me now."

The teacher writes complain. He suggests the guardian to take care more.

"Show it to your parents. Your father must give a signature below. He may write his phone number."

"Sir, my father is very busy. May I bring my mother's signature?"

"I prefer your father's signature. You are not doing any homework. Your mother is informed several times. So, your father should be informed now."

Some students are making and some are trying to make complaints.

"Sir!"

"Sir, they are talking."

"Please, keep quiet. All of you!"

"Now, write a paragraph on 'Paddy'. I will give you some hints."

The teacher writes important words and tells the students to make a full sentence with the words.

"I will give excellent who writes first and come to me."

"Sir, finished!"

The boy comes out and run to the teacher, three more after him.

:Ok, Excellent to all of you."

"Sir, I am first"

"Yes, I know. You all have come together. So, all of you get excellent. Now write down the homework. You will copy this paragraph in the homework copy and follow the corrections I made."

"Ok, my dear boys, see you in the next class. Bye bye."

" Bye bye, bye bye sir"

"Assalamualaikum sir"

"Wa Alaikum Assalam"

Shohrab Farhad (Mithun)
Asst. Teacher
English Version
Boys' wing

Technology: A blessing or a curse?

Now-a-days, the world cannot be imagined without technology. It is the word that has brought upon changes in the lifestyle of people. This word leaves both negative as well as positive impact on our lives. First, to say about the positive impacts of technology, we have to mention its usefulness in medical, agriculture, scientific, educational and various other fields. Life has become easy for us due to technology. In one touch, the ipad, iphone, smart phones, tabs, notebooks, PC'S and many more brings our requirement closer to us. It has brought a revolutionary change in economy. It's life saving facilities are worth mentioning for medical field. So, almost every house has internet on a smart phone or may be a PC or laptop. it's a common trend of people to have a 10-15 cm touch panel on their smart phones. It feels like a step towards luxury for those people and thus technology has become an immense part of our life gradually. But to say about the negative impacts, we have to clearly mention its abuses that are now-a-days taking place. People now break into other people's computer system to get secret and personal information which we call hacking. The production and supply of blue films has been increased. People try to spend most of time in social networking sites like Face book, Twitter, Flickr, Tumblr, or kut Picasa and countless other. These sites grow into an addiction for them. Thus they destroy their will power, thinking ability, creativity and precious eye sight by spending countless hours on it. Specially, the teens and pre-teens fall in this category. But, we should not blame those sites and technology. Because, if we hold a grip of our self about using it properly and in a limit, then the adverse effect of technological abuse can be reduced to a great extent. So, without blaming any one we should use and handle technology carefully. Otherwise, it can be the biggest curse for our nation. We should also be respectful and careful about our moral, religious, social and cultural values that were instilled in us from birth.

Faiza Fariha
Class-IX

Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.

Henry Ford

Important facts of taking care of our eyes

Eyes are a special gift. Sight is a very important and remarkable sense. But, many of us don't know how to take care of the eyes properly. So, let us know some important facts about taking care of our eyes:

i. Primary steps should be taken for routine check up of eyes of people of every age; Pre-school children should be given priority.

ii. Those who uses spectacles should also have routine check up; once in every 6 months.

iii. One should be very careful during playing or working with sharp objects. Because, an external minor injury might result in internal serious trauma of retina and cornea.

iv. Refreshment of our eyes can be done by rinsing them with cold water; it can be done anytime, but, it should be done specially after coming home from outside.

v. According to eye specialists, green colour favour and can improve our sight condition.

vi. Vitamins like vitamin A are very helpful and vitamin A enriched foods like small fish, coloured fruits and vegetables are effective for betterment of our eyesight.

vii. Laser light, ultraviolet ray and sunlight should not come in direct contact with eyes.

viii. Habits of watching excessive computer, TV, videogames should be abandoned. People who work with computer should give their eyes rest for 10-15 minutes after each hour.

iv. People who have allergenic eyes can use sunglass and consult with a doctor.

x. Now a days, many people have squints and cataracts. And squint or cataract can be easily cured through operation. So, one shouldn't hesitate consulting a doctor and having surgeryimmediately.

Perfect eyesight gives us the opportunity to see this beautiful and colourful world. So, we must be very alert about taking a good care of these eyes.

Tayeba Tahsin
Class: IX

Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.

Chanakya

HOBBY is a regular activity done for pleasure typically during leisure.Continual participation in a hobby can provide substantial skill and knowledge about it. Hobbies benifit us in numerous ways. In our school we have decided to open hobby clubs of the benifit of the students. I hope students will take advantage of this effort and this article will help the student to pick a hobby of their choice.

Some hobbies build self-confidence. Because they are expressions of personal accomplishment and a means of self-discovery, hobbies help build self-esteem.

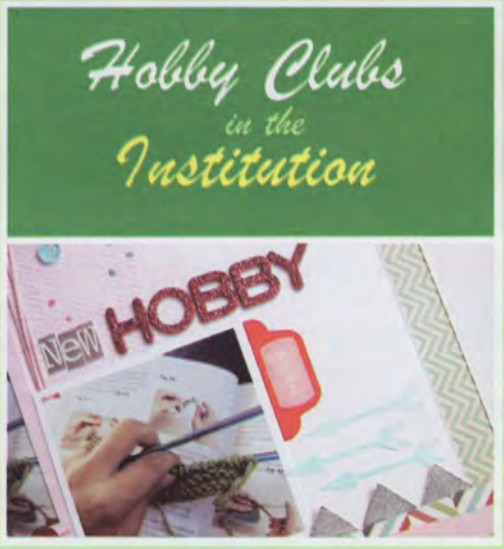

Hobbies are educational tools. By working on hobbies, children learn to set goals, make decisions, and solve all sorts of problems. Finally, hobbies often mature into lifelong interests, even careers.

Hobbies encourage taking a break. Hobbies offer an opportunity to take a break—but a break with a purpose. You are doing something while still having fun. Hobbies are great ways to take a break from your busy life while still having a sense of purpose.

Hobbies provide an outlet for stress. Adding another activity to your to-do list might seem like a way to create more stress, but I've found that engaging in a new hobby actually provides a great outlet for releasing stress. By focusing on a non-work-related task, you're giving your mind something else to focus on. And when you really get in the flow, all of your worries and stresses seem to fade away.

Hobbies promote eustress. Eustress is that positive kind of stress, the kind that makes you feel excited about what you're doing and about life. Hobbies, I've found, are one of the greatest ways to access that kind of stress. When you're doing something you love—something you don't have to do for any other reason other than the fact that you love it—you feel a rush of excitement and joy.

Hobbies offer a new challenge. Hobbies break up routine sand challenge you in new ways, ways that are different from work, ways that are positive. The great thing about picking up a new hobby is that it provides an excellent outlet for challenging yourself without the negative stress that comes from a work-related challenge. The new challenge can also open your mind to new ways of seeing the world.

Hobbies unite you with others. Hobbies like sports generally require more than one person. Thus hobbies unite children with other people and help them learn how to work in teams. Even if you engage in a solo activity, like illustrating, you're exposing yourself to a new world of people, people who find the same thing enjoyable that you do.

Hobbies have physical health benefits. Research has found that engaging in enjoyable activities during down time were associated with lower blood pressure, total cortisol, waist circumference, and body mass index. Engaging in these activities also correlated to higher levels of positive psychosocial states and lower levels of depression and negative effects. Hobbies are good for your mind and your body.

Some of the common hobbies are:Arts and Crafts, Sports, Item Collection, Gardening, Science-related Hobbies like astronomy, geology etc, Knitting, Cooking, Singing, Dancing, Swimming, Camping, Exercising, Bicycling, Walking, Fishing etc.

Engr. Masih-ur Rahman
Member, Board of Trustees

Let's make our school clean, green and environment friendly

Isn't it wonderful to think of our school cleaner, greener year round? It really would be fantastic to make our school healthy and welcoming place to learn by the combined effort of teachers, students, school staffs members, volunteers, and parents. But, how to start? It's a program. So, we need campaigning. We need association, We need the sense of 'ownness'. We have to think of our school as our own by our soul. Certainly this feeling will lead us to do something so for our school.

What are the things to do? Let's make a list:

- We can make a garden in our school
- We can plant some shed friendly plants in our classroom, corridors, window grils.
- We can make a roof garden with the help of teachers.
- We will follow the popular waste management strategy of`reduce, reuse, and recycle.'
- We can campaign 'turn out light' to save energy.
- We can start eco club in our school.
- We can set up solar panel on the roof and thus save energy.
- We can start recycle program in our school with the help of teachers and parents. Recycling is processing used waste materials into new products to prevent waste of potentially useful materials. Many kinds of glass, paper, metal, plastic, textile and electronics are recyclable and can be used again and thus cost of raw materials can be saved.
- We can put a recycle bin in every classroom and assign two students per class to be in charge of emptying it when it gets full.
- We can start 'clean campus program' in school by engaging students to clean their class and campus.
- We can use plastic bottles and tin cans of water and drinks to plant some little plants in the classroom. We can hang them on wall, window, at the corner of class room to decorate it.
- We can encourage students to grow vegetables in school garden to make them know about the source of our food.
- We can campaign for reuse. Reuse is to use an item more then once. This includes conventional reuse when an item is used again and again for the same function. 'New-life' reuse is when it is used for a new function. For example, students can bring books that they don't want anymore to the school library. With the permission of school authority, Students can arrange rummage sale in order to pass along items that they don't use any more. Because we know that one person's trash can be other person's treasure.
- We will buy reusable pens and pencils to refill them after we finish them. In the same way we can use plastic and cloth bags instead of one time paper bags do that we can reuse them.
- To be clean is to be healthy. To be green is to be young. We will make our school a center for campaigning for environment. If students are environment conscious then who will dare to make their school dirty? So let's love our school more, let's green our school more, and let's clean our school more. Can't we dream of a greener and cleaner Bangladesh in that way?

Marjanun Nahar
(Asst. Teacher)
English Version, Girls' Wing

Recover Identity

Man achieves identity by their work. If his work is well then he gets reputation. On the other hand if his work is bad, he gets imultration. At present the Muslims are badly known for their bad activities. If anywhere of the world, any incident is occurred, Muslims are alleged for this terrorist activity. But we say that Islam is a religion of peace and the Muslims are a peaceful nation. If they are so, why are they blamed?

There are many reasons behind it. Firstly, all the super powers are trying to prevent the Muslims that is why the Muslims are disabling to be a super power. So they oppress Muslim in the lame excuse of terrorism.

Secondly, the Muslims are not able to thwart the conspiracy of others against them. And they are not capable of presenting the real ideology of Islam.

Thirdly, some ignorant and misguided Muslims are involved with these terrorist activities.

Soon recover from this is immediately needed for the Muslim. That is why, it is needed to know the real teaching of Islam. It should be proved that the Muslims are working for the establishment of peace of the world. There is no scope of terrorist activities in the teaching of Islam. Moreover Allah has ordered the Muslims to prevent these indecent activities. Allah says "Don't try to do terrorist activities on the earth" (Baqara). The Muslim's responsibility is to stop terrorist activities and to establish peace. In this regard, Allah says in the holy Quran,

"You are the good nation. You are created for the betterment of mankind. You will order for good work and prohibit indecent work" (Al-Imran-110).

If the Muslims are well educated in Islamic teaching they will not get involved in terrorist activities. Rather they will work to establish peace in the world. At present for their indifference and failure to do this duty they are blamed.

At a time the Muslim should do work for the betterment of mankind. With the new invention of scientific devices the Muslim should achieve new identity. We should remember that the Muslims were enriched with medical science, Chemistry, physics, geography, and many other fields also. Again the Muslim should recover their identity through these new invention of scientific devices. As a result they will get their lost identity.

ABDUR RAHMAN
Asst. Teacher
English Version, Boy's Wing

Discipline is the bridge between goals and accomplishment.
Jim Rohn

'To be' or 'Not to be'...

In this modern age of cutting edge technology, life speeds ahead and we race to catch it before it slips away from our frail fingers. This era is attributed to be the era of 'socially connected' but yet loneliness haunts us and we run to elude its claws. But who are the most alienated?

Teenager...the word inspires a sense of carefree, restless, reckless, rebellious, cheerful attitude. But teens go through crucial physical, emotional and psychological changes in a span of some years. They tend to feel abandoned, isolated and uncontrolled which at times cause them to make terrible decisions. They tend to succumb to their temptations, be that abusing drugs or getting into immature relationships.

Even if the situation seems hopeless, the first step towards solution is the optimism that things can be untangled. Parents and the teachers play a key role in helping teenagers to overcome these hurdles and embrace a healthy, positive attitude towards life.

Tips that parents could employ for the betterment of their children:

Parents are the closest to a child. Their relationship should be of love, care, trust and respect for one another. If the element of fear overpowers the relationship then problems occur. Children should fear their parents but that fear must be begotten from the respect they harbour for their parents not because their parents are going to hit them or abuse them verbally.

Parents should correct their children from an early age so that when they correct the children during their teens, the children are not shocked but accept it with a positive attitude.

Parents should be patient and cool headed while dealing with adolescent children.

There should be no communication gap between the children and parents. Talk to your children. Pay attention to what they say. Learn to assess their mood so that they respond to you.

Be free, discuss sensitive issues with confidence and don't suppress information. This way your children will be able to relate easily.

Keep a watch on the kind of people your children befriend.

Don't spy on them or be paranoid, this will disturb your children.

Instill a sense of responsibility in them. Value their opinions while making decisions.

Allot them tasks. Create a sense of accountability in their minds.

Teach them the value of time, money and health.

Don't speak ill of them with other relatives in front of them or behind them.

Praise and appreciate them but don't do that in excess. They can become arrogant.

Don't pressurize them. You have to understand your child has abilities and limitations, so don't expect beyond that.

Keep the computers in a public place so that you can monitor what your child is doing.

Educate yourself about technology so that you and your children don't have a problem in communication.

Don't fulfill all their demands. Not all of what they ask is need in his way they will learn to appreciate what they have.

Buy them good books and plan family trips to the movie theaters to watch proper movies. This will keep them busy.

Discuss about the attraction they will feel for the opposite gender. This is natural. Mothers can discuss with daughters and fathers can help their sons.

Don't believe your children blindly but do not suspect them without reason.

Teach them moral and ethical values, don't indoctrinate them.

Most importantly, keep a positive attitude about everything. Be patient and solve the problems other than messing things more. Consider your children's point of view as well.

The teachers as the name suggests, instruct students, guide them and educate them both academically and morally. They have a vital role as well.

Like parents, teachers should be open to communication as well. Students should be able to share their feelings with teachers maintaining respect for one another.

Teachers can organize clubs or sessions where students can discuss their current thoughts, issues or any problem they have been facing.

Teachers have to educate them on the problems they will be inflicted within the real world.

Teachers can also select a senior student who is suitable for talking to the students, this way the students can relate better because she/he must have experienced the same type of difficulties, curiosities.

Teachers can encourage students to have a role model or select one for this. This will give the students a direction.

They can emphasize significantly on morals and ethics by cooperating the issues in school work and by following ethics by themselves.

If teachers and parents combine their efforts and concerns in a positive and logical way, solutions will automatically find their way in. Then the teenagers don't have to face the dilemma , to be or not to be...

Afroza Khanam
Sr. Teacher
English Version, Girls' Wing

Some Important facts to be known

1. Why is the colour of grass green?
Ans. The colour of grass is green because there is chloroplast in it which has 4 different colours. They are: 1) Choloro [phy II-A (Bluish Green), 2) Chlorophy II-B (Yellowish Green), 3) Zanthophy II (Yellowish), 4) Carotin (Orange).

2. When did the first living thing took birth?
Ans. 200 crore years ago. It was Amoeba.

3. When was the first satellite sent in space?
Ans. In 1957 on 3rd November by Soviet Union.

4. Which is the worlds longest bridge?
Ans. Verazano-Naroze, New York. It is 13,700 feet long.

5. Who invented X-Ray?
Ans. William Rountzeen, a German invented X-Ray in 1895.

6. What is the total area of land in Bangladesh?
Ans. Total area of land in Bangladesh is 3 crore 66 lac 70 thousand acre.

7. When was the first UFO seen?
Ans. The first UFO was seen in 1947.

8. Where was 'Lost Atlantice' situated?
Ans. 'Lost Atlantic' was located in the west Atlantic ocean. It is said that the whole state of Atlantice got drowned in ocean and nobody has yet been able to find this lost city.

Syed Aurongzeb Ahmed
Class: IX

Courtesy and Politeness are the basic principle which directs human life smoothly.
Oscar Wild

Formative Evaluation in Education

Formative or constructive evaluation is the evaluation during ongoing course or programme. To monitor or supervise instructional process and to determine whether learning is taking place or not, this type of evaluation is conducted for the feedback of the teachers and students in order to assess-how the teaching learning process is going on, to what extent it is happening and what is remaining. Formative evaluation gives teacher and student feedback about students' progress. This feedback is given well ahead of time so that necessary changes can easily be made in learning effort. Through this evaluation, success or failure of learning is determined or what is still due for complete or successful learning or mastery learning is recognized. Maximum of formative evaluation is performed in the classroom. Evaluation in classroom can be made in different ways and in different methods.

Evaluation may also be made in the classroom as follows:

1. Teacher's observation.
2. Questions-answer between teacher and students.
3. Individual or group work in class.
4. Students' participation in the lesson.
5. Verification through checklist of what students learn.
6. Verification of how much of the lesson the student could learn or achieve.
7. Evaluation at the end of a chapter through different types of lists.

Methods and Tools of Formative Evaluation:

After preparing tests, through formal declaration, evaluation might be done and also it could informally be done through teacher's observation in the classroom through verbal question-answer, home-Task, quiz, informal inventory etc. Discussions and group work in classroom may be the ways of formative evaluation. The methods and aids by which this type of evaluations are done are–

1. Teacher's observation in the classroom: Through this techniques, the students' attention and lack of attention, their comprehension by shaking head, could be done.
2. Verbal questioning in the classroom: Through questioning it is determined how far students could understand or not. The nature and range of students' comprehension may be determined in this way.
3. Class Work: Evaluation through giving them some task in the class individually or in groups.
4. Home task, Assignment or Term-paper: Type, extent and range of understanding can be evaluated through home task.
5. Quiz: Evaluation through daily, weekly, fortnightly monthly etc. examinations.
6. Informal Inventory or checklist: Students' understanding and comprehension can be determined through this.
7. Rating Scale: With its help it is known what and how far pupils could not understand. Of course it must be kept in mind that in what way or with what aids formative evaluation is done; its objective is to give feedback through supervision or monitoring of its development, so that teachers and students can take remedial measures recognizing their weaknesses.
8. Limitations: Teachers might be lacking in the knowledge, concept and experience of formative evaluation. As a result evaluation and its feedback might be inadequate. Most of the teachers might be hacking in the skills and training of conducting such type of evaluation. Teachers and students' should have a positive attitude towards this type of evaluation; otherwise it will seem as extra load on them.

The Importance of Formative Evaluation to Teachers:

1. In this type of evaluation teachers can overcome the weaknesses of their teaching methods, use of teaching aids and evaluation through the test of student's success and failure well ahead of the course and final evaluation.
2. By identifying strong and weak sides of students' learning, teachers can give feedback so that teaching becomes more effective.

Santu Kumar Maitra
Assistant Teacher, Boys' Wing
Preparatory Section

Necessity of Practising Co-Curricular and Extracurricular activity

Introduction: What we actually mean by co-curricular activity? Answer is the curriculum which aids the prescribed curriculum for academic studies by NCTB or any other authority such as universities. Extracurricular activity is that activity which aids the learning process not being part of academic syllabi.

Aim: My aim and objective is to make the reader understand how co-curricular and extracurricular activity makes a nearly complete learned human being.

Co-Curricular activity: The subject matter which has relation with academic curriculum such as Music, Dance, Recitation of poem, Extempore speech, Brains trust, Drama, Visit to a place of historical/academic interest, Group discussion on a matter of national/international interest etc. are known as co-curricular activity. Now question may be raised how these help a person to become nearly an ideal person who performs Music, Poem recitation, Dance, Drama etc. Will understand the emotion of the writer/composer and get the actual feeling of love, patriotism, social problem and solution, pain of mind where it is reflected etc. which a normal reader may not comprehend/visualize by simple pleasure reading. During our liberation we saw how people of our country were motivated by the patriotic songs, speech like "charam patra" for which many of young, middle aged even old people joined the liberation war as a freedom fighter. And those who could not join as a freedom fighter they supported the freedom fighters by providing food and shelter knowing fully well the danger looming from Pakistan Army and its collaborator. Success of our freedom movement was accelerated by those cultural activities transmitted from Shadhin Bangla Beter Kendro. Many social values are inculcated by the participants audience and viewers of cultural events mentioned above.

Practising extempore speech makes a person a good orator because he/she has to know subject matter of various topics to deliver a fluent and informative speech. It helps the brain supply appropriate words at appropriate moment during the speech in progress. This mental support is known as psycho motor action. Brains trust practice and competition makes the memory of the brain informative. Same is the case with essay competition. Extensive study is needed to participate in such activity.

Group discussion is done by a group of people on a topic of national or international interest. Every one's knowledge on the subject is consolidated here to have maximum knowledge on the discussed subject. To participate in group

discussion every participant has to acquire vast knowledge by extensive study of Newspaper, magazine, related books on the topic. As it is not possible to gather full knowledge on a topic alone as knowledge is vast. Compartmental knowledge on a topic of everyone are added together to have maximum knowledge. Practice/competition on this makes a person shyness free, knowledgeable and a composed personality to honour/respectful to others opinion.

Visit to a place of Historical/Academic interest gives a student a practical eye view of the matter that they may have read in a book or a new idea about the fact and figures of the visited place. It helps them to understand anything more than reading a book on the same subject. There is a saying "a picture is more than thousand words". So by seeing a place by naked eye has immense effect in mind and memory.

In this way every event of co-curricular activity can be explained for its contribution to aid the mind in doing any work with proper conscience.

Extracurricular activity: This activity is not directly related to curriculum but aids the learning process by keeping a person physically and mentally fit. Games and sports are the activity. It helps a person to keep his/her body healthy and mind in good spirits. Games and sports make people social and friendly. Most important is that, it helps players to learn to take quick decision, because players' have to take quick decision during any game. Say to pass a ball or hit a running ball or any action on their part they have to think quickly and take decision without delay. In the Armed forces games and sports has immense value for preparing health and mind of soldiers and officers to undertake arduous job during a battle/war also to make a quick and correct decision.

In the war filed time is very important. Delay in taking correct decision by a commander in the battle field may put the life of his under command in grave danger as the decision is a life and death question. Games and sports with good academic pursuit make a person's life healthy, wealthy and wise.

Conclusion: To become a properly learned personality the practice of co-curricular and extracurricular activity is of immense importance. Other than the activities discussed above we have many other activities like gardening, photography etc. Every student in his/her life should engage themselves in co-curricular and extracurricular events to become a human being of elegant mental power with patriotic & social values in their professional and practical life. He/she must be able to contribute to national needs & if possible to international needs for the mankind.

Lt. Col Khandkar Obaidul Anwer (retd.)
Rector, Enlish Version boys' wing

A hard working street cleaner is a better man than a lazy scholar.
Albert Einstein

The Savar Tragedy

Building collapse is one of the disasters of Bangladesh. The most terrible factor in the history of Bangladesh is the collapse of RANA PLAZA, RANA PLAZA' is named by the name of its owner Sohel Rana. The building housed a number of separate garment factories employing around 5000 people, several shops and a bank. According to BGFCS, the upper four floors have been built without a permit. The building was meant for shops and offices, but not for factories. And a crack was found before a day of the collapse. But due to the pressure of the owners, workers were forced to come. As a result, the collapse took place. On 24th march, at about 9 am the eight storied building RANA PLAZA collapsed. The building collapsed at about 9 am leaving only the ground floor intact. According to BGMEI, more than 3000 workers were in the building at the time of collapse. The local residents described the scene if an earthquake had struck. Most of the workers are the women; there were also children at that time. If the building was made following the order, it would not be collapsed and so many valuable resources could lose their life.

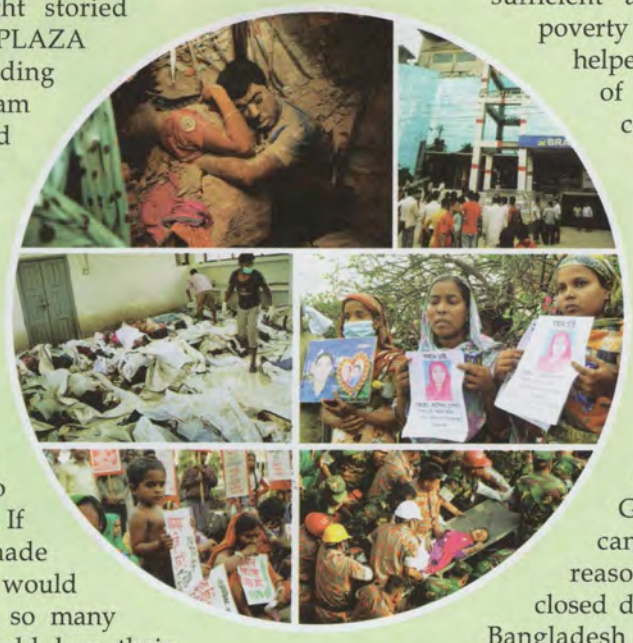

Just after this incident, The Fire Service, The Army of BANGALDESH, BGB other institutes started to carry out the survivors. For their hard work and brave attitude, more than 1500 people were rescued alive. Despite knowing the fact that the building can fall on them, they risked their life to save the life of the workers. Even one fire service workers died and another seriously injured to save life of the garment workers. They picked out more than one thousand dead bodies. They rescued a girl named Reshma after seventeen days of the collapse.

Many lost their relatives, many lost parents, wives, siblings children etc. Some of the members are seriously injured. Most of them lost their earning member. They are having a miserable life. They are stricken with poverty. Some members are suffering at the beds of the hospitals. According to the report, more than 1000 person were injured, some lost legs, hands, and ultimately became disable.

This incident has severe effects in the economy of Bangladesh. Garment business is the most important earning scope for Bangladesh economy. Many workers has become self sufficient and tried to remove poverty of their family. They helped to remove sufferings of their family and contributed significantly to the economy of our country. Because of savar tragedy our country has lost more than 1000 valuable lives. They also helped to earn foreign exchange. As a result economy of Bangladesh is destroying day by day GPS system has been cancelled for this reasonand factories are closed down. If this continues, Bangladesh will face severe problems in future.

This incident is very important in our life. It has been an example in our history. For the owner Rana, so many people sacrificed their life. If he is given exemplary punishment he or no one could return the lives of those who were dead. But we should keep in mind that this accident should be removed and we will try to help the victims as much as possible. As a result the dream of Bangladesh to become a middle income country will come to reality.

Nusrat Jahan
Class-VII

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের লোকশিল্প প্রাসঙ্গিক কথা

ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে শিল্প তাই লোকশিল্প। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Flok Art, সাধারণত মানুষের প্রয়োজনের সামগ্রী তৈরি করতে গিয়ে লোকমনের রং ও হৃদয়ের স্পর্শ লেগে এই লোকশিল্পের জন্ম। তবে কোথায় কখন, তার জন্ম তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, আর এ জন্যই তা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। লোকশিল্প প্রাচীন সংস্কার, আচার, উৎসবের প্রতীক ও মটিফের মধ্যে প্রবাহিত। অর্থাৎ লোকশিল্পের একমুখ অতীতে স্মৃতি মন্থনের দিকে অপর মুখ সমসাময়িক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে, এই দুই ধারার সাথে সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। ঐতিহ্যবোধ সাধারণত ভাব কল্পনা যা প্রতীকের সাহায্যে মুর্ত হয়।

পরিচিত জগতের রূপ ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বস্তুর ছবি লোকশিল্পে স্থান পায়। এতে বির্মূত শিল্পের কল্পনা প্রায় অনুপস্থিত কারণ লোকশিল্পীর মানস গঠনে তেমন কোন প্রশিক্ষণ থাকে না।

লোকশিল্পের ভিত্তি জীবন। বাস্তব-পুরান, স্বপ্ন-কল্পনা সেখানে একাকার। লোকশিল্প মূলতই লোক-সংস্কৃতির সম্পদ। এতে স্বভাব ও প্রকৃতির ছাপ বেশী পড়ে বলেই লোকশিল্প অকৃত্রিম সরল এবং স্বাভাবিকতার ভূষণ। বাংলাদেশের লোকশিল্প স্বভাব-গত কারণেই দেশজ এবং সার্বজনীন। লোকশিল্পের প্রকাশভঙ্গী তিন ধরনের-বাস্তবধর্মী, বির্মূত (Abstract) ও রীতিবদ্ধতা (stylized)।

বাস্তবধর্মী কাজে হুবহু চিত্রাঙ্কন ও বস্তুর সঠিক অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায়। ঘটনাবলীর প্রকাশ রীতি এতে বির্মূত। বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভুবন বিস্তৃত। লোকচিত্র, নকসী কাঁথা, শীতলপাটি, নকসী শিকা, খেলনা পুতুল, মাটির ফলকচিত্র প্রভৃতি নিয়ে বাংলাদেশের লোকশিল্পের বিচিত্র জগত।

নকশী কাঁথা: গ্রামবাংলার সরলা পল্লী বধূদের নিজস্ব শিল্প-শৈলী নকশী কাঁথা। এই কাঁথাতে লোক মানসিকতার অনাবিল প্রকাশ ঘটে। এতে জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় অনুভূতির আবিষ্কার করা সম্ভব। বাংলাদেশের আবহাওয়াগত কারণে কাঁথা শিল্প প্রচলন শুরু হয় এবং এর মূল উপাদান ব্যবহার্য পুরানো কাপড়।

সাধারণভাবে নকশী করা কাঁথা থেকেই "নকশী কাঁথা" কথাটার উদ্ভব। ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কাঁথাকে নানা নামে উল্লেখ করা হয়; যেমন কোথাও কোথাও একে ফুল কাঁথা বলা হয়। চাপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে নকশী কাঁথাকে নকশী কম্বল নামে আখ্যায়িত করা হয়। বাঙালীর জাতীয় দৈনন্দিন জীবন প্রকৃতির খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। কাঁথাতে যে সমস্ত প্রতীক ব্যবহার করা হয় তা আদিম প্রভাবের চিরন্তন রূপ, রশ্মি, পদ্ম, প্রাণী, পৃথিবী, চন্দ্র, চাকা, জীবজন্তু, গাছপালা, কলকা প্রভৃতি মোটিফ ব্যবহার করা হয়। বিশেষত কাঁথা শিল্পীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনার চিরন্তন প্রতিচ্ছবিই নকশী কাঁথার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশের পুতুল: বাংলাদেশের পুতুল বলতে আমরা আমাদের চিরায়ত লোকশিল্পের কয়েকটি মাধ্যমকেই বুঝি। যেমন-মাটি, কাঠ, শোলা প্রভৃতি, লোকজ আচার ও ধর্ম বিশ্বাসে পুতুলের সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোকে সাধারণভাবে ধর্মীয় পুতুল বলা হয়। এই সকল পুতুলের মধ্যে হাতি, বাঘ, সাপের দেবী মনসা, ওলাই চন্ডী, মাতৃকা মূর্তি প্রভৃতি উলে-খযোগ্য।

মাটির পুতুল: মৃৎশিল্পের মাটি দিয়ে যে সমস্ত পুতুল তৈরি হয় তাকেই মাটির পুতুল বলা হয়। শহরের শিল্পীরা পুতুলে গে-জ ব্যবহার করেন যে কারণে মৃৎশিল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়।

কাঠের পুতুল: কাঠের পুতুল সাধারণত তৈরি হয় সূত্রধরদের হাতে। সূত্রধররা বিশেষ কোন উৎসবে বা পালা পার্বণ উপলক্ষ্যে এ সমস্ত পুতুল তৈরি করে থাকেন। কাঠের পুতুলেও বিভিন্ন রং ব্যবহারের মাধ্যমে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়।

শোলার পুতুল: সবচেয়ে পরিচিত শোলার পুতুলগুলো হচ্ছে চতুর্ভূজাকৃতির ফ্রেমের মধ্যে বসানো কাকাতুয়া, টিয়া, ময়ূর বা অন্য কোন পাখি। তাছাড়া সাপ, কুমির, বানর, প্রভৃতি জীবজন্তুর প্রতিকৃতিও এই শোলার পুতুলের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশে কাপড়ের বেশ ব্যবহার দেখা যায়। উপকরণ হিসাবে এই সব পুতুলে কাপড়, তুলা, ছোপ বা ডোরাকাটা কাপড়, নকল গহনা, লেস, জরি, চুমকি ব্যবহার হয়ে থাকে।

ইকবাল আহমেদ
সহ:শিক্ষক (ড্রইং)
মাধ্যমিক (বালিকা শাখা)

শিক্ষায় উৎকর্ষতা

দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত থাকায় ইদানিং আমি যে বিষয়টি বা সমস্যাটি খুব উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি তা হলো- শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্কুলের ম্যানিজিং কমিটি এমনকি পারিপার্শ্বিক সমাজ সকলেই একজন শিক্ষার্থী পরিক্ষায় কত নম্বর পেল- জিপিএ-৫ পেল কিনা বা গোল্ডেন-৫ পেল কিনা এটা নিয়েই বেশী উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল। ফলশ্রুতিতে সন্তানকে নিয়ে অভিভাবকদের সকাল-সন্ধ্যা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ইঁদুর

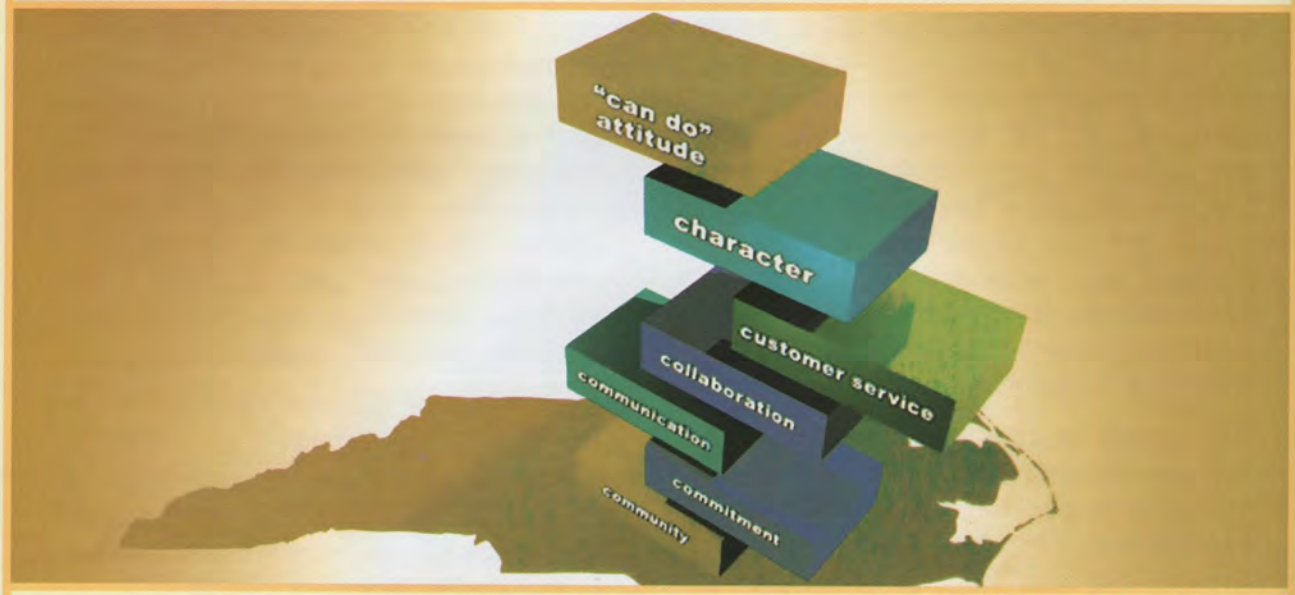

দৌড়ের যে প্রতিযোগিতা তা সবই কিন্তু বেশী নম্বর পাবার আশায়। একজন শিক্ষার্থী অংকে ৯৭ নম্বর পেলেও তার অভিভাবক খুশি হতে পারছে না। কারণ-সর্বোচ্চ নম্বর উঠেছে ৯৮ এবং এটা তাঁর সন্তানের পাওয়া উচিত ছিল। এই বিষয়টি নিয়ে একজন অভিভাবক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অথচ তাঁর সন্তানটি সু-আচরণ শিখছে কিনা, তার মূল্যবোধ অর্জিত হচ্ছে কিনা, দেশপ্রেম, বিবেকবোধ, দয়া-মায়া ইত্যাদি নানা গুণাবলী সে অর্জন করছে কিনা, সে বিনয়ী বা ভদ্র আচরণ করছে কিনা কিংবা সে মিথ্যা বলা, তথ্য গোপন করা বা বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা তার মাঝে বাসা বাঁধছে কিনা এসব নিয়ে অভিভাবকরা মোটেও সচেতন বা উদ্বিগ্ন নন। উপর্যুপরি পড়ার চাপে সন্তানের মানবিক গুণাবলী বিকশিত হচ্ছে না- সে খেলার, বই পড়ার, ছবি আঁকার নির্মল আনন্দ এমনকি পরিবারের সমবয়সী অন্যদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হারাচ্ছে- এতে তার অভ্যন্তরীণ সুকুমার বৃত্তিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় শুধু পাঠ্য বই পড়ে নয়- খেলার সাথী, পরিবারের সদস্য, সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি থেকে এবং অসংখ্য বই পড়ে একটি সন্তান তার জীবনভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পায়। ভালটি গ্রহণ এবং মন্দটি বর্জন করার শিক্ষা এবং মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাই শুধু জিপিএ-৫ পাবার জন্য ছোটা নয়, মানুষ হিসাবে তার সব ধরনের মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটা প্রয়োজন। সে পড়ার সাথে সাথে গাইবে, ছবি আঁকবে, হাসবে, খেলবে, বিতর্ক করবে এবং নির্মল আনন্দের মাঝে কিছুটা সময় কাটাবে। যার ফলে সে পরিপূর্ণ একটি মানুষ হয়ে নিজেকে পড়ে তোলার সুযোগ পাবে। তাকে সময়মত স্কুলের পড়া শেষ করার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে হবে, ভাল নম্বর পাবার জন্য উৎসাহ দিতে হবে কিন্তু অন্য সব দুয়ার বন্ধ করে নয়। 'শিক্ষায় গুণগত উৎকর্ষতা' মানে সেই জ্ঞান অর্জন করা যা একজন মানুষকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে ও অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি সন্তানকে ভাল পরিবেশ ও পরিবারের সাথে সময় কাটাতে, সুপাঠ্য বই পড়তে, খেলতে, বেড়াতে এবং নানা ধরনের ভাল কাজে উৎসাহ দিতে হবে। যাতে সে সমাজে সমাদৃত একজন ভাল মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

নাসিমা আখতার
এমএ, বি.এড
সিনিয়র শিক্ষিকা (অর্থনীতি)
সদস্য, বিএসটিকিউএম

নজরুল ও তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা

নাম তাঁর কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (২৪ মে ১৮৯৯) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ, পেশায় স্থানীয় মসজিদের মুয়াজ্জিন এবং মাতা জাহেদা খাতুন-গৃহিনী। শৈশব থেকেই পিতৃহীন কাজী নজরুলকে গ্রামের লোকেরা দুখুমিয়া নামে ডাকতো। কারণ জন্মের পরেই পিতৃহীন নজরুল চরম দারিদ্র্যের সাথে পরিচিত হন। সুতরাং গ্রামের মক্তব হতে নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পর জীবিকা অর্জনের প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করেন। ছেলেবেলায় তাই তাঁর লেটো গানের দলে যোগ দেয়া এবং পরে আসানসোলে এক রটির দোকানে পরিবেশকের চাকুরি নেয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার এক দারোগার সহায়তায় ত্রিশালের দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং কিছুদিন লেখাপড়া করেন।

পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে তিনি তৎকালীন বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনীর বাঙালী প্লাটুনে যোগ দিয়ে বর্তমান পাকিস্তানের করাচিতে গমন করেন। মূলত সেখানে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে নজরুল এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মাঝে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, প্রলয়শিখা, চক্রবাক, সিন্ধু-হিন্দোল, ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলীমালা, মৃত্যুক্ষুধা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য এ্যালঝাইমার রোগে আক্রান্ত হন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের পর কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৭৬ সালে ২৯শে আগষ্ট কবি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সব্যসাচী এই লেখকের কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি নিয়ে যে রকম আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে সংগীতে কখনই কিন্তু তেমনটি হয়নি। সংগীতজ্ঞ হিসেবে তাঁর পরিচয় আমাদের জানা থাকলেও তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা খুব কম ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। তাই আমরা মূলত নজরুলের সংগীত জীবন প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করব।

সংগীতের প্রতি নজরুলের আসক্তি ছিল আবাল্য। ছোটবেলা থেকেই তাঁর হৃদয়-মন্দিরে ছিল সুরের মূর্ছনা। একই সাথে তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ এবং তাঁর কালজয়ী প্রতিভা এই দুইয়ের সম্মেলনে মার্গসংগীতের সাথে তার এক বিশেষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। যদিও সে অর্থে সংগীত বিষয়ক কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। তবে স্বনামধন্য ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান, কাদের বক্স, গজল গাইয়ে মস্তান গামা, মঞ্জু সাহেব প্রমুখের কাছে তিনি কিছুদিন তালিম নিয়েছিলেন। নজরুলের সংগীতে সুরের যে বৈচিত্র্য তা যতটুকু না এই সব কলাবিদদের অবদানে সমৃদ্ধ তার থেকে অনেক বেশী তাঁর পারিপার্শ্বিক অবদানে। আর তাই কবির 'ভাটিয়ালী' আর 'সাম্পানের গানে' স্পষ্ট বুঝা যায় চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের মাঝি মাল্লাদের প্রভাব।

শুধু তাই নয়, নিতান্ত অজানা কোনো পথচারীর নিকট থেকে কিংবা কোন ভিখারীর কণ্ঠ থেকেও তিনি সুর সংগ্রহ করেছিলেন। এভাবেই পারিপার্শ্বিক আবহ থেকে কবি কখনো সতর্কভাবে আবার কখনো নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে নিজের সুর ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

কয়েক শত ভারতীয় রাগ-রাগিণী, তাদের ভাঙ্গা-গড়া এবং সংমিশ্রণে গড়ে উঠা আরো কয়েক হাজার ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সম্মিলনে গড়ে ওঠা 'ভারতীয় রাগসংগীত' সুরের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য ব্যতীত সংগীতের এই বিশাল ভাণ্ডারকে আয়ত্ত করা সত্যিই দূরুহ এক কাজ। তাই নিষ্ঠার সাথে ব্যাপক অনুশীলন না করলেও অসাধারণ প্রতিভা আর অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে নজরুল রাগসংগীতের গতি-প্রকৃতি বা স্পিরিটকে ভালো ভাবেই আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তবে তার মানে এই নয় যে নজরুল রাগসংগীতের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

নজরুলের সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে অধ্যবসায়, অনুশীলন কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, প্রতিভা, প্রকৃতি পরিবেশ আর আবেদনই সেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

নজরুলের বাংলা সংগীতাঙ্গন, সংখ্যা উৎকর্ষতার ভিত্তিতে নয় ঠিকই কিন্তু প্রাচুর্যের ইঙ্গিত ব্যাপক। আবেগে হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে না গেলে সৃষ্টিতে প্রাচুর্য আসে না-আসতে পারে না। নজরুলের মাঝে ছিল অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টির উন্মাদন। এই তাগিদ থেকেই মাত্র ২২ বছরের (১৯২০-১৯৪২) সৃষ্টিশীল জীবনে নজরুল রচনা করেছিলেন বিভিন্ন শ্রেণির আনুমানিক ৩০০০ গান।

নজরুলের সমগ্র সংগীত ভাণ্ডার কেবল উৎকর্ষতার দিক দিয়ে নয়, বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও তুলনাহীন। সহজে বোঝার জন্য নজরুল গীতিকে ৮টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হল-

রাগপ্রধান, গজল, লোকগীতি, ভক্তিগীতি, কাব্যগীতি, হাসির গান, দেশাত্মবোধক গান ও ইসলামী গান। নজরুলের কাব্যগীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলো মানবীয় প্রেম-বিরহের গরিমাদীপ্ত প্রকাশ। কোন অতীন্দ্রিয় চিন্তাভাবনা এই মানবীয় মিলন-বিরহে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করেনি। কামনা-বাসনার তপ্ত স্পর্শে, যৌবনে উচ্ছলতায়, মানবীয় আবেগে, অনুভূতিতে এই গানগুলি হয়ে উঠেছে জীবন্ত। শুধু বাণীর বিন্যাসে নয় সুরের ব্যাঞ্জনায়ও এই কাব্যগীতিগুলো হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। কথা ও ভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেখানে যে সুর ও তালের প্রয়োজন সেখানে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ভৈরবী ঠুংরী সুরে, আর কাহারবা তালে কবি রচনা করেছিলেন-

"প্রিয় তব গলে দোলে যে হার কুড়িয়ে পাওয়া,
সে যে হার নহে, হৃদয়ে মোর হারিয়ে যাওয়া।।"

এভাবে কাব্যধর্মীতার এবং সুরব্যঞ্জনার অপূর্ব মেলবন্ধনে নজরুল কাব্যগীতি বাংলা সংগীতাঙ্গনের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

নজরুল রচিত রাগপ্রধান গানের সংখ্যাও কম নয়। সুরের গুঞ্জরণে সেগুলো যেন হয়ে উঠেছে সুধাবর্ষী। আধুনিক গানে সিমিট্রি এবং ইউনিফরমিটির যে অভাব কবি খেয়াল করেছিলেন তাই ছিল কবির নতুন রাগ-রাগিণী সৃষ্টি এবং অপ্রচলিত রাগ-রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টার প্রেরণাস্বরূপ। তাই 'হারামণি' এবং 'নবরাগ-মালিকা' এই দুই পর্যায়ের সুপ্ত, অর্ধলুপ্ত এবং নতুন রাগের উপর ভিত্তি করে রচিত গানগুলো সংগীতজ্ঞ হিসেবে নজরুলের অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষরবাহী। গজলের মত বাংলা সংগীতের ইতিহাসে নজরুল আর একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন, সেটি হল-ইসলামী সংগীতের ধারা। বাণীর দিক থেকে এই গানগুলো সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, সুরৈশ্বর্য্যে অধিকতর গরিয়ান। সুরের মাদকতার জন্যই এই গানগুলো মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভৈরবী/কাহারবা সুরে রচিত-

"আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়,
আমার নবী মোহাম্মদ যাঁহার তারিফ জগৎময়।।'

এভাবে রচিত ইসলামী গানগুলোকে আবার হামদ, নাত, মর্সিয়া, মুনাজাত, মুর্শেদী ইত্যাদি নানা উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ভক্তিগীতি রচনায় কবি যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন কবি বা গীতিকারের পক্ষে সে রূপ সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বাণীর নিটোলতায় ও সুরের কারুকার্যে গানগুলো হয়ে উঠেছে অসাধারণ। এ সকল গানে বাণীর অর্থমূল্যের কাছে ধ্বনিমূল্যের নতি স্বীকার করেনি। আবার ধ্বানিমূল্যের কাছে অর্থমূল্য গৌণ হয়ে যায়নি। ধ্বনিমূল্য ও অর্থমূল্য উভয়ের মেলবন্ধনে বাণীর নিটোলতায় ভক্তিগীতিগুলোর কাব্যমূল্য হয়ে উঠেছে অসাধারণ।

তবে ভক্তিগীতির সার্থকতা বিচারে নজরুলের যে বৈশিষ্ট্যটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল নজরুলের ভক্তিগীতির সুর বাংলা সংগীতাঙ্গনের অন্যান্য ভক্তিগীতির সুরের একঘেয়েমী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভক্তিগীতিকে যে কত বিচিত্র সুরে ভরিয়ে দেয়া যায় নজরুল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রচলিত সুরে যে গানখানির সৌন্দর্য সম্পর্ণরূপে বিকশিত হয়নি নজরুল সৃষ্টে নতুন সুর সেই গানটিকে দিয়েছে চিরন্তন আবেদন। উদাহরণ আমরা 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা' গানটি বিবেচনা করতে পারি। এই গানটি কৌশিক রাগে ও ত্রিতালে নিবদ্ধ। এই রাগ আশবরী ঠাটের এবং এতে মালকোষের প্রভাবও আছে। আবার যেখানে পঞ্চম লাগানো যায় সেখানে ধানেশ্রীর অঙ্গও ফুটে উঠেছে। তাইতো এই গানটি সম্পর্কে কমল দাশগুপ্ত বলেছিলেন, "কবির শ্যামাসংগীতের জগতে এই গানটি আর জোড়া নেই, হবে কিনা তাও বলা কঠিন।"

এভাবেই সংগীতমূল্যের বিচারে নজরুলের ভক্তিগীতিগুলোর স্থান অনেক উঁচুতে। রজনীকান্তের ভক্তিমূলক গানে যে নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়েছে সারল্য ও স্বচ্ছতা অনন্য বৈশিষ্ট্যে তা অবশ্যই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু নজরুলের ভক্তিগীতিগুলোর প্রকৃত মূল্য তাঁর কথায় ও তাঁর সুরে। এখানেই নজরুলের সার্থকতা। তাই ভক্তি যোগের মাপকাঠিতে বিচার করলে রজনীকান্ত অবশ্যই সার্থক, কিন্তু ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের অপূর্ব সমন্বয়ে নজরুল অসাধারণ এবং তাই তাঁর ভক্তিগীতিগুলো অর্জন করেছে চিরায়ত শিল্পকর্মের মর্যাদা।

সংগীতরসলিপ্সু বাঙালী মানসে গজল রচয়িতা হিসেবে নজরুলের স্থান অনেক উচ্চ। নজরুলের পূর্বে অতুলপ্রসাদ যদিও কিছু গজল রচনা করেছিলেন, বাঙালী মানসে তা স্থায়ী কোন ছাপ রাখতে পারেনি। কিন্তু বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন ধারা সৃষ্টিতে নজরুল যে অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, বিভিন্ন গজল গানেও তাঁর নিদর্শন দেখা যায়। যেমন- 'চেওনা সুনয়না আর চেওনা' এই বিখ্যাত গজলটির সুরে দু'টি রাগের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাদের একটি বাগেশ্রী অন্যটি পিলু। এই দুই প্রকার রাগের সংমিশ্রণ সাধারণত ভাল হয় না। কিন্তু এই

গজলটিতে এই দুই রাগ আশ্চর্যভাবে এক দেহে লীন হয়ে গেছে। গজলের প্রথমাংশ বাগেশ্রী, শেষাংশ পিলু। এভাবেই সুরের মেলবন্ধনে নজরুল রচিত গানগুলো হয়ে উঠেছে শিল্পোত্তীর্ণ, রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ।

শুধু সুর সৃষ্টিতে নয়, গজলের বাণীতেও রয়েছে নজরুল প্রতিভার চমক। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন আরবী, ফার্সি শব্দের সার্থক ব্যবহার সর্বপ্রথম এই গজলগুলোতেই চোখে পড়ে। কিন্তু নজরুল প্রতিভার অসাধারণ মুন্সীয়ানায় ব্যবহারিক দিক দিয়ে শব্দগুলো এতই সার্থক হয়ে উঠেছে যে, শব্দগুলো পরিণত হয়েছে বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে।

নজরুলের গজল বাংলা সংগীতাঙ্গনে আর একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। এতদিন সংগীতের ক্ষেত্রে আশরাফ-আতরাফের যে সীমারেখা ছিল, নজরুলে গজলই সর্বগ্রথম তা ভেঙে দিল। অভিজাত ড্রইংরুম হতে তখন শোনা গেল, 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল'। আবার কর্মরত কিষাণের মুখ থেকে ভেসে এল, 'কে বিদেশী মন উদাসী'। গজলের প্রবল স্রোত তেতালা-তালতলাকে সমান করে দিল। এভাবে নজরুলের গজল সামাজিক ক্ষেত্রে রাখল বিশাল ভূমিকা।

প্রকৃতপক্ষে নজরুল ছিলেন সুরের রত্নগর্ভ। বাণী তাঁর গানে কোনদিনই মূখ্য ভূমিকা পালন করেনি, সুরের ভূমিকাই ছিল তাঁর গানে মুখ্য। এই কথাটির সত্যতা আমরা খুঁজে পাই যে সব গানের মাঝে তার একটি হল- 'দোলন চাঁপা বনে দোলে'। লক্ষ্যনীয় বিষয় গানটি যে রাগে রচিত সেই 'দোলন চাঁপার নাম কিন্তু গানের শুরুতেই রয়েছে। অর্থাৎ কবি যে গানটি 'দোলন চাঁপা রাগের উপর ভিত্তি করে রচনা করবেন তা পূর্বেই ঠিক করেছিলেন। তারপর কেবল বাণীগুলো বসিয়ে দিয়েছেন। আর এই জন্যই নজরুলের গানে সুরের মর্যাদা অনেক বেশী।

বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুল- এই পঞ্চরথীর মৌলিক অবদান চিরস্মরণীয়। তাই নরুল প্রতিভার মূল্যায়ন অসম্পূর্ণই থেকে যায় যদি এদের সাথে নজরুলের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোথায় তা আলোচনা না করা হয়। নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই অসংখ্য সুরের সৃষ্টা হলেও নজরুলের সুরের খেয়াল ও ঠুংরীর প্রভাব বেশী। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সুরে ধ্রুপদাশ্রয়ী। তাই নজরুল সদা পরিবর্তনমুখী হলেও বিশ্বকবি সর্বদাই পরিবর্তনবিমুখ।

রজনীকান্তের সাথে নজরুলের মিল প্রধানত ভক্তিগীতি রচনায়। তবে নজরুলের ভক্তিগীতির প্রধান সৌন্দর্য তাঁর কথায় ও তাঁর সুরে। আর নজরুলের সুরে যে বৈদগ্ধের ছাপ লক্ষ্য করা যায় রজনীকান্তে তা অনুপস্থিত। তাঁর প্রধান সৌন্দর্য তাল, সারল্য আর নির্মলতায়। একইভাবে গজল গানের ক্ষেত্রে এবং ঠুংরীর ব্যাপক প্রচলনে নজরুল এবং অতুলপ্রসাদে অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে নজরুলের বিস্তৃতি অতুলপ্রসাদের চেয়ে অনেক বেশী। তাই তিনি কেবল ঠুংরীতেই থেমে থাকেননি, তাঁর সুরের জগৎ আরো বিস্তৃত। ঠিক একইভাবে নজরুল ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়ই সুরের সৃষ্টিতে খেয়ালাশ্রয়ী হলেও নজরুল যেভাবে নিজের গানে খেয়াল বা রাগ ব্যবহার করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তা করেননি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা, অপূর্ব বাণী বিন্যাস এবং সর্বোপরি সংগীতের প্রতি গভীর মমত্ববোধকে অবলম্বন করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সংগীতাঙ্গনে সৃষ্টি করেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা। বর্তমানে বাংলা সংগীতের সর্বত্র যে অস্থিরতা, তার আভাস কবি পেয়েছিলেন অনেক আগেই। তাই লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণী উদ্ধার, নতুন রাগের সৃষ্টি করে কবি সমৃদ্ধ করে গিয়েছিলেন বাংলাসংগীত ভাণ্ডারকে। তাই বাংলায় সংগীত মনস্ক মানুষের হৃদয়ে আজো চির জাগরুক বাংলা সংগীত জগতের অন্যতম দিকপাল কাজী নজরুল ইসলাম।

জেসমিন বেগম
সহকারী শিক্ষক, ইংলিশ ভার্সন, গালর্স উইং
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কল্পনা না বিজ্ঞান

আমরা অনেক সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটতে দেখি বা শুনি যা একান্তই অদ্ভুত বলে মনে হয়। যার ব্যাখ্যা অনেকে দেন ভূত প্রেতের কাহিনী বলে বা অশরীরী কোন আত্মার কাহিনী যা অনেকদিন পর্যন্ত ঐ স্থানের একটি প্রচলিত সত্য গল্প কাহিনী হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কেউ এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যায় তাহলে হয়ত ব্যাপারটা অন্যরকম হতেও পারে।

তেমনি দুটি ছোট্ট গল্প তোমাদের বলছি, প্রথম গল্পটি হল এরকম–আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন মাঝে মাঝে হলে থাকতাম, রোকেয়া হলের এক্সটেনশন বিল্ডিং এর ৩য় তলায় ৭২ নং রুমে দক্ষিণের জানালার কাছে আমার সীট ছিল। আমি তখন প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্রী, আমার সীট ছিল বর্তমান ভি.সি-র বাসা সংলগ্ন। যে বাড়িটি একসময় ফুলার সাহেবের বাড়ি ছিল, ১৯০৫ সালে নতুন প্রদেশ হওয়ার পর ফুলার সাহেব ছিলেন এই পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর। তাকে থাকতে দেয়ার জন্য এই বিশাল বাড়িটি দেয়া হয়েছিল। সেই ফুলার সাহেবের নামে এখনও এই রোডটির নাম ফুলার রোড। যা হোক আমাদের রুম থেকে ফুলার সাহেবের বাড়ির অপার সৌন্দর্য উপভোগ

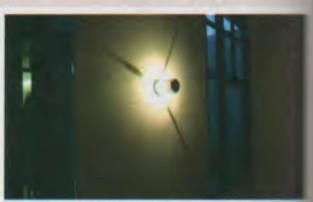

করতাম বিশাল বড় বড় দেবদারু গাছ, কোকিলের কুহুতান, অচেনা ফুলের গন্ধ, দক্ষিণের হাওয়া, আর লাল পলাশের রঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

কি অচেনা কুসুমের গন্ধে
কি গোপন আনন্দে
কোন পথিকের কোন গানে-

ব্রিটিশ ভারতের সেই বাংলায় চলে যেতাম। এমনই একটা অবস্থা ছিল যে, ওই বাড়িটার দিকে তাকালে আমি সেই সময়কার লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগ আর মুসলমান নেতাদের সেই পূর্ব বঙ্গ আসাম প্রদেশকে টিকিয়ে রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টার একটা চিত্র দেখতে পেতাম।

যাহোক এবার ঘটনায় আসি, একদিন রাতে আমি রুমে ঘুমাচ্ছিলাম তখন ওই রুমে আমার একজন রুমমেট ছিলেন, যিনি মাস্টার্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আমার পায়ের কাছে আলনা দিয়ে রুমমেটের পার্টিসান ছিল। হঠাৎ রাত্রি তিনটায় গীটারের তারে টান লাগার মত টং (প্রচণ্ড জোরে) শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি উঠে বসতে না বসতেই দেখতে পাই আগুনের গোলার বল আমার মশারির পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জানালা দিয়ে ফুলার সাহেবের বাড়ির দিকে চলে গেল। ভয়ে অনেকক্ষণ আমি কথা বলতে পারলাম না। আস্তে আস্তে আমার রুমমেটকে ডাকলাম। আমার গলার আওয়াজ শুনে উনি বললেন, "এই তুমি কি দেখতে পেয়েছো ওটা কি গেল? " দুজনেই আসলে এক সঙ্গে আগুনের বলটা দেখেছি, বাকী রাত লাইট জ্বালিয়ে বসে থাকলাম। পরের দিন অনেক জল্পনা কল্পনা, আমার এক বান্ধবী হঠাৎ দেখল আমাদের রুমে ভেনটিলেটরের মধ্যে একটি পলিথিনের কাগজ, কাগজটি নামিয়ে দেখলাম পাতলা কাগজে লাল কালিতে আরবি হরফে কিছু লেখা । সবাই বলল এই রুমে জ্বিনের যাওয়া আসা বন্ধ করার জন্যই কেউ এ ব্যবস্থা করে রেখেছে। ভুল করে গত রাত্রে ঢুকেছিল। একজন বলল এস এম হলের বারান্দায় প্রায় রাতে হাতে প্রদীপ নিয়ে একজন নার্স দেখা যায়।

আরেকটা ঘটনা বলি, এর কিছুদিন পর ঐ ৭২ নং রুমে থাকা অবস্থায় প্রতিদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নার শব্দ শুনতে পেতাম । গুন গুন করে অনেকক্ষণ যাবৎ এই কান্নার সুরে আমিও ঘুমিয়ে যেতাম। যার কারণে বেশ কয়েকদিন বিকেল ৪টার ক্লাস মিস করেছি। হঠাৎ একদিন দেখি ১ম এবং ২য় তলার মেয়েরা আমাদের এবং পাশের রুমে এসে অভিযোগ করে বলল, "এই তোমাদের রুমে কে প্রতিদিন কাঁদে?" আমরা তো হতবাক। উত্তরে বললাম, "আমরা ভাবছি দোতলা বা একতলায় কেউ কাঁদে" ওরা বিস্মিত হয়ে ফিরে গেল। সবাই ভাবল এটা কোন ভুতের কারবার। এর পরে গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে দেখলাম যে, আমাদের পাশের রুম থেকে একটি খাট হলের দাদু বের করছে। জিজ্ঞেস করায় উনি বললেন ঐ রুমে ফিজিক্সের যে ছাত্রীটি ছিল সে মারা গেছে। তাই নতুন বরাদ্দকৃত ছাত্রীটি ওই খাট ব্যবহার করতে চাচ্ছে না। আমাদের খুব খারাপ লাগল, কেননা আপুটির সাথে প্রতিদিন বারান্দায় আমার সাথে দেখা হতো। অনেক চিন্তা করে বের করলাম হয়ত এই আপুটি শারীরিক অসুস্থতার জন্য লুকিয়ে কাঁদত। কোন ভূত-প্রেতের কাহিনী নয়।

আমার প্রথম ঘটনাটির ব্যাখ্যা দেই তাহলে এমন হতে পারে যে, আমাদের রুমের সামনে অংশে বিদ্যুতের একটি খুটি ছিল, সেটাতে হয়ত রাতের বেলা শর্ট সার্কিট হয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছে যে আলোর একটি অংশ রুমের মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে দিক পরিবর্তন করে জানালার দিকে গেছে। তখন এরকমই ভেবেছি, জানিনা আসল ব্যাপারটা কি ছিল, পৃথিবীর অনেক ঘটনারই আজ পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। যেমন- বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের সঠিক ব্যাখা কেউ দিতে পারে নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে এর কার্যকারণের একটা সম্পর্ক রয়েছে, আরও রয়েছে বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিভিক্তিক বিশ্লেষণ।

দিলরুবা বেগম
সহকারী অধ্যাপক

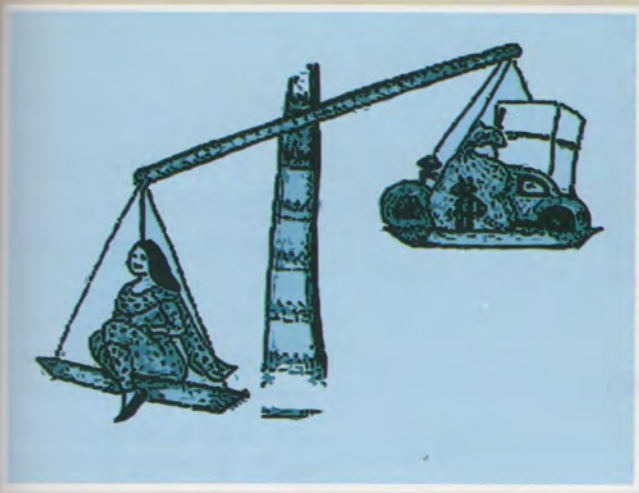

যৌতুক বিরোধী পদক্ষেপ

যৌতুক নারীদের জীবনে একটি অভিশাপ। যার জন্য আমাদের দেশের নারীরা এখনও বিভিন্ন অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছে। অকালে বিলীন হয়ে যাচ্ছে অনেক কোমল ও নীরিহ প্রাণ, যার ফলে বিভিন্ন অন্যায় আবদার ও অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে অনেক অসহায় পরিবারকে। আমরা বাঙালি মেয়েরা বিয়ে ও সংসার জীবন নিয়ে নিজেদের মনের মাঝে নানা ধরনের স্বপ্ন বুনতে থাকি। কিন্তু স্বপ্ন বুনার সুতারটি যৌতুকের মত অভিশাপটি ছিঁড়ে দেয়। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় সব কিছু। বিয়ে এমন একটি বিধান যার সাহায্যে দুটি মনের মিল হয়, দুটি পরিবারের মিল হয়। কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ আছে যারা বিয়েটাকে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। বিয়ের মত একটি পবিত্র বিধানে কোমলমতী ও নীরিহ একটি নারীকে বাজারের পণ্য সামগ্রীর মত দরদাম করছে এখনকার সমাজের নির্লজ্জ, বেহায়া কিছু মানুষেরা। প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে বরপক্ষের মুরুব্বিরা কনে পক্ষের কাছে অনেক পণ চেয়ে থাকে। কনে পক্ষ তা মুখ বুজে সহ্য করে তা দিয়ে দেয়। যাতে মেয়ের কোনো অসম্মান না হয়। আবার অনেক পরিবোরের মুরুব্বিদের দেখা যায় যে বরপক্ষ চাওয়ার আগেই পণ দিনে দেন। আর এখন তো কথাই নেই বরপক্ষের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিজের সম্মান বাড়ানোর জন্যে সম্পদের ভাণ্ডার বরপক্ষের পায়ে ঢেলে দেন। পণ প্রথার জন্য শুধু বরপক্ষই দায়ী নয় কনে পক্ষও অনেকাংশে দায়ী। দু'পক্ষেই সমান ভাবে অপরাধী। বর্তমানে আমাদের সকল মানুষকে যৌতুকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সকল তরুণ-তরুণীদের এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে আমরা মেয়েরা বাজারের কোনো পণ্য সামগ্রী না, যে আমাদেরকে নিয়ে যেভাবে পারবে দরদাম করবে। সকল পরিবার ও সকল মেয়েদের এটা বোঝাতে হবে যে আজকের বিশ্বে মেয়েরা কারও থেকে পিছিয়ে নয়। মেয়েরা এখন পণ্যও ভোগ্য সামগ্রী নয়। মেয়েরা সাফল্যের দোড়গোড়ায় পৌছে গেছে। বর্তমানে মেয়েরা নিজের সুখ নিজেরাই জয় করতে জানে। কেন শুধু শুধু পণ দিয়ে মেয়েদের পণ্যসামগ্রী বানিয়ে দিচ্ছেন। যারা মনে করেন যে পণ দিলে বরপক্ষের কাছে মেয়ের সম্মান বেড়ে যাবে সেটা ভুল। এই পণ প্রথায় মেয়েদের সম্মান বাড়ুক আর নাইবা বাড়ুক কিন্তু মেয়েদের আত্মমর্যাদা কমে যাচ্ছে। এই পণ প্রথার ফলেই মেয়েরা ভিতর ভিতর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমাজের বাবা-মায়েদের আরও সতর্ক হতে হবে পণ প্রথার বিরুদ্ধে। বুঝানো উচিত যে পণ প্রথার ফলে মেয়েরা তাদের আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এই পণ দিয়ে মেয়েদেরকে বোঝা হিসেবে ছোট করা হচ্ছে। মেয়েরা সমাজের বোঝা নয়। আজকের বিশ্বে একটা মেয়ে যা করতে পারে একটা ছেলে তা করতে পারে না। পণ প্রথার বিরুদ্ধে যে আইন আছে সে আইনকে আরও শক্তিশালী করতে হলে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে। সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। মেয়েদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলতে হবে। মেয়েরা যাতে যৌতুকের মত অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়তে পারে তার জন্য তাদের পড়ালেখার দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যৌতুকের বিরুদ্ধে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে। এসব কিছুর বিরুদ্ধে সরকারকে আরও সোচ্চার হতে হবে ও আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। সরকারকে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে আর কেউ কোনো দিন যৌতুক দেয়া ও নেয়ার মন অপরাধমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করার সাহস না পায়। না হলে এমন আইন করতে হবে যে কনে পক্ষ ও বরপক্ষ দেনা পাওনার সমান অংশীদারীত্বে বাধ্য হয়।

নন্দিতা সাহা
শ্রেণি-দ্বাদশ

কবিতা

স্বাধীনতা

ওয়াদিয়া হোসেন (হৃদি)
শ্রেণি-২য়

স্বাধীনতা মানে মায়ের কোলে
শিশুর হাসি।
স্বাধীনতা মানে স্বজন হারানোর
হাহাকার।
স্বাধীনতা মানে মুক্তিসেনাদের
শহীদ হওয়া।
স্বাধীনতা মানে মুক্তি যুদ্ধে
স্বাধীন হওয়া।
স্বাধীনতা মানে দেশকে
মুক্ত করা।

টিয়া পাখি

নাসিবা তানজিম সামিয়া
শ্রেণি-২য়

টিয়া পাখি, টিয়া পাখি
কোথায় তোমার দেশ?
কেমন করে পেলে দেহে,
সবুজ রঙের রেশ?
টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটোতে
কি বলিতে চাও?
মাথার ঝুঁটি দেহের বরণ,
আমায় দিয়ে যাও।

মাগো

আনিকা ইসলাম রিচি
শ্রেণি-২য়

মাগো তোমার মুখের হাসি
দেখতে ভালোবাসি,
মাগো তোমার চোখের পানি
দেখলে কষ্ট পাই।
মাগো তুমি আছো বলে
সুখে আছি আমি,
মাগো তুমি এমনি করে
রবে চিরদিন।

খাতা-কলম

রুবাইয়াতে মাকনুনা
শ্রেণি-৩য়

একটা বড় কলম পেলে
আকাশ হলে খাতা,
এঁকে যেতাম মনের সুখে
আসতো মনে যা-তা।
রংধনু রং নিয়ে শুধু
চলবে আমার আঁকা,
বিশ্ব জুড়ে হয়ে যাব
শিল্পী আমি পাকা।
এমনি করে আঁকবো ছবি
জনম জনম ভরে,
আকাশ খাতা শেষ হবেনা
লক্ষ বছর পরে।

ময়না পাখি

নাজমা জাহান খান
শ্রেণি-৩য়

ময়না পাখি ময়না পাখি
খাঁচার ভিতর রাখি
ভোরে চায় দিনে খায়
সকলকে বলে আয় আয়।
সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত
সময় অসময় করে ডাক
ছেড়ে দে মোর খাঁচার দুয়ার
চলে যাব দূরের পথ।
বনের পাখি বনে যাব
থাকবনা তোদের বন্দি খাঁচায়।
পার যদি দুয়ার খুলে
আমায় দাও মুক্ত করে
চলে যাব গভীর বনে।
একদিন যে ভোর বেলা
দিলাম খাঁচার দুয়ার খুলে
চলে গেল ময়না পাখি
দেখে নিলাম নয়ন ভরে।

দেড় বছরের খুকু

সরদার তাসফিয়া রহমান
শ্রেণি-৩য়

খুকু মোদের হাসতে পারে
যায় যে যথা তথা,
কান্নাকাটি ছেড়ে সে যে
কয় যে অনেক কথা।
বাবা মায়ের নাক চেপে সে,
বলে উঠে গন্ধ
বাইরে থাকো এই বলে সে,
দরজা করে বন্ধ।
এটা ছোঁড়ে, ওটা ভাঙ্গে
চড়ে বাবার ঘাড়ে,
দেড় বছরের খুকু মোদের
দুষ্ট হাড়ে হাড়ে।
খুকু মোদের বড্ড ভাল
মোদের চোখের মণি,
অকাতরে দেই যে তারে
ভালোবাসার খনি।

ছয় ঋতু

মিনহাযুল আলম রাফি
শ্রেণি-৩য়

গ্রীস্ম এলো,
গরম এলো,
এলো ফলমূল।
বর্ষা এলো,
বৃষ্টি নামল,
ভিজল মানুষ জন।
শরৎ এলো,
ফুল ফুটল
সবার মুখে হাসি।
হেমন্ত এলো,
নবান্ন এলো,
এলো চাষীদের খুশী।
শীত এলো,
ঠাণ্ডা নামল,
ঝরল গাছের পাতা।
বসন্ত এলো,
কোকিল ডাকল,
এলো সুন্দর হাওয়া।

একুশের বিজয়

ইফতিখার নিসা
শ্রেণি-৪র্থ

একুশ এসেছে আমার দুয়ারে
মায়ের ভাষা নিয়ে,
একুশ এসেছে স্বাধীনতার
নতুন স্বপ্ন নিয়ে।

অগ্নিঝরা ফাগুনেতেই ভাষার বিজয় মাস,
এই ফাগুনেই সৃষ্টি হবে নতুন ইতিহাস।
রাজাকারের বিচার নিয়ে জোরালো চিৎকারে,
প্রাণের ছোঁয়া শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে।
এই ফাগুনেই জয় হবে নতুন ইতিহাসে,
একাত্তরের ঘাতকেরা বিদায় নেবে শেষে।

হুমায়ূন

রাহ্‌মা খান ইশা
শ্রেণি-৬ষ্ঠ

ছিল তার কলমের
কী ম্যাজিক শক্তি!
ছেলে-বুড়ো সকলের।
বেড়ে যায় ভক্তি।

কলমের জাদুকর
কলমের এত গুণ
রাত-দিন মন করে-
হুমায়ূন! হুমায়ূন!!

খুশি

অবন্তি ভৌমিক
শ্রেণি-৪র্থ

কেউবা খুশি অর্থ পেয়ে
কেউবা খুশি চাকরি পেয়ে
বিড়াল খুশি ইঁদুর পেয়ে
পাখি খুশি ফল পেয়ে।।
কেউবা খুশি আলোচনায়,
কেউবা খুশি সমালোচনায়।

খুশি মৌমাছি মধু তৈরি করে
খুশি বাঘ মাংস পেয়ে

খুশি! খুশি! খুশি!
সবাই চায় খুশি
মিলেমিশে চলব
সকলে মিলে দেশ গড়ব
এতেই আমার খুশি।

শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী

তাসনিয়া কাওছার নিঝুম
শ্রেণি-৫ম

আমি হব বিজ্ঞানী
আশা করি কিছু জানি
দেখেছি বইয়ে আমি গ্রহ নক্ষত্র
প্রত্যহ যায় চলে অন্যত্র।
বিজ্ঞানী হবো আমি
যাব আমি 'নাসা'
সবকিছু শিখে আমি
পারব সব খাসা।
মনে মনে ভাবি আমি
গ্রহ-শুক্র
দেখে মনে হয় এক
বিশাল চক্র
এছাড়াও দেখি আমি
সুন্দর শনি
দেখে শুধু মনে হয়
মুক্তার খনি।
চাই সকলের আশীর্বাদ
চাই সকলের দোয়া
নইলে কখনো হবে না
মোর সাফল্যের কাঠি ছোঁয়া।

চাঁদ মামা সাদা জামা

কাজী শামসুন নাহার
সহকারী শিক্ষক, ইংরেজি ভার্সন, বালিকা শাখা

চাঁদ মামা সাদা জামা মুখ ভরা হাসি
মামা তুমি কী মধুর খুব ভালোবাসি
দূরাকাশে নিরিবিলি আলো জ্বেলে যাও
কাছে এসে বড় মামা ভালোবাসা দাও।
কতো কথা কতো গান চাঁদ নিয়ে লেখা
সারারাত জ্যোৎস্নায় দিয়ে যাও দেখা
ভোরবেলা দূর বনে ডুবে তুমি যাও
মামা তুমি সূর্যকে কেনো ভয় পাও?

হৃদয়ে জন্মভূমি

ইসরাত জাহান সৃষ্টি
শ্রেণি-৫ম

আজও ভুলিনি আমি,
সেই কাল রাতের কথা।
আজও ভুলিনি আমি সেই,
রক্তদানের ব্যথা।
বাঙালিরাও হার মানে না
দেশকে স্বাধীন করে,
অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে
দেশকে মুক্ত করে।
আমি ভালোবাসি এদেশকে
ভালোবাসি মা তোমায়,
তাই আজও আমার হৃদয়ে
গেঁথে আছে প্রিয় জন্মভূমি,
প্রিয় বাংলাদেশ।

বই ভালোবাসি

ইবনুল সারোয়ার
শ্রেণি-৬ষ্ঠ

বই পড়তে ভালোবাসি
বইপড়া মোর নেশা,
সঠিক বইয়ে পাই যে আমি
সঠিক পথের দিশা।

রাত দিনে বই পড়ি
হইনা একটু ক্লান্ত,
আজে বাজে বই পড়িনা
পড়িনা বই ভ্রান্ত।

বই পড়লে জ্ঞান বাড়ে
হব আমি জ্ঞানী,
তাই পড়তে ভালোবাসি
ইসলামি বইখানি।

কখনো আকাশ

আফরোজা আমিন (মিম)

কখনও আকাশ যখন মেঘলা হয়ে আসে
তখন ভাবি মনে নীল সাগরের ঢেউ ভেসে আসে।
কখনও আঁখি যখন স্বপ্নে ভরে আসে,
কখনও পাতায় যখন সবুজের রং আসে,
কখনও চাঁদ লুকোয় যখন মেঘের আড়ালে,
কখনও বা পিঁপড়া যখন লুকোয় পাতার আড়ালে,
কখনও পাখি গায় শব্দের ছন্দে ছন্দে।
কখনও আকাশের মিটি মিটি তারা যখন
লুকোয় মেঘের আড়ালে,
তখন চাঁদ হয় দিশে হারা।
যখন আমি এসব ভাবি তখন আমার দুচোখ
হয় অশ্রুর পারাবার, আর মনে হয় এই
আমার দেশ। সোনার বাংলাদেশ।

কন্যা শিশু

স্নেহা সালাম
শ্রেণি-ষষ্ঠ

একটি শিশুর জন্ম হলে
সবার আগে প্রশ্ন---
ছেলে নাকি মেয়ে হল?
মেয়ে হলেই কষ্ট।
প্রথম মানব আদম ছিলেন
সঙ্গে ছিলেন 'হাওয়া',
তখন থেকে শুরু হল
বিশ্বে চাওয়া পাওয়া।
ইসলামে যে দীক্ষা নিলেন
প্রথম তিনি নারী,
দুর্গা দেবী অশুর নাশেন
দশভূজা নারী।
খ্রিস্ট মতে মাতা মেরী
তিনিও সবার পুজ্য
তবে কেন কন্যা হলে
ভাবো তাকে তুচ্ছ?
আমরা এখন কন্যা বলে
ঠেলি না শুধুই হাড়ি,
লম্বা করে ঘোমটা টেনে
থাকিনা বসে বাড়ি,
বিশ্বটাকে জয় করতেও আমরা এখন পারি।
কন্যা শিশুর জন্ম হলে
মুখ কোরনা ভারী,
সুযোগ, সাহস দিয়েই দেখ
কী না করতে পারি।

আদর্শ জীবন

সাজিদুল হায়দার (ফাহিম)
শ্রেণি-৬ষ্ঠ

এসো স্কুলে যাই প্রতিদিন
ভবিষ্যৎ হবে বাধাহীন।
শিক্ষক যা বলেন ক্লাসে মন দিয়ে শুনি
চট করে লিখে নিই যা কিছু জরুরী।
সময়মত পড়া আর সময়মত লেখা
এমনি করেই নিয়ম মত কাটে আমার বেলা।
শিক্ষার্থী হিসেবে সক্রিয় থাকি
সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকি।
একবারে পড়া যদি না বুঝি ভাই
ধৈর্য ধরে বারবার চেষ্টা করে যাই।
নতুন কিছু করব আমি, নতুন কিছু গড়ব
এমনি ভাবেই জীবন আমি সফলতায় ভরব।
শুধু মুখস্ত করিনা আমি, বুঝে বুঝে পড়ি
সহজেই এ জ্ঞান তাই জীবনে প্রয়োগ করি।
নিজেকেই প্রশ্ন করি কী-শিখলাম আমি
যা কিনা আমার জন্য সোনার চেয়েও দামি।

বাংলাদেশ

তাসীন মামদানী
শ্রেণি-একাদশ

নদীর তীরে শুভ্রাকাশে
শিশির ভেজা সবুজ ঘাস
রক্তে রাঙ্গা নয়টি মাস
এইতো আমার মায়ের দেশ
নামটি তার বাংলাদেশ।
দোয়েল, কোকিল, শ্যামার গান
বাতাসে উড়ায় ফুলের ঘ্রাণ
তিরিশ লক্ষ হারায় প্রাণ
এইতো আমার মায়ের দেশ
নামটি তার বাংলাদেশ।
ঝর্ণা পাহাড় নদী নালা
জারি সারি পুঁথি-পালা
সব মিলিয়ে আমার দেশ
নামটি তার বাংলাদেশ।

মাকে নিয়ে নালিশ

মাহিয়া জারিন মাহফুজ
শ্রেণী-৪র্থ

মাকে নিয়ে মুশকিল! মাকে নিয়ে জ্বালা
সকাল থেকেই শুরু হয় তাঁর অত্যাচারের পালা!
বিরতিহীন বকবকানি কানটা ঝালাপালা
মা কখনো লক্ষ্মী হয় না, লক্ষ্মী আন্টি খালা!
মায়েরা হয় বদমেজাজি, নাইকো দয়া-মায়া,
সত্যি বলছি আঁতকে উঠি দেখলে মায়ের ছায়া!
ধমক লাগায়, কান মলে দেয় চড়-থাপ্পড়ও মারে
গোসল করতে গেলে তো ভাই পাগল করে ছাড়ে!
শ্যাম্পু মাথায় চক্ষু জ্বালা সাবান ঘষে পেটে,
সুড়সুড়িতে হাসতে হাসতে যায় বুঝি পেট ফেটে!
মায়ের সব দিক খেয়াল থাকে, চালায় ঘষা-মাজা,
গোসল যেন বিরাট কোন অপরাধের সাজা!
আমরা হলাম হাঁড়িপাতিল মা যেন তাই ভাবে!
আরে বাবা আস্তে ঘষো! চামড়া খুলে যাবে!
কোন দোকানে মা পাওয়া যায় বলতে পারো ভাই?
এই মা-টাকে বদলে ফের কিনব একটা তাই!

ফেলানী

হৃদয় গাজী (শুভ)
শ্রেণি দ্বাদশ

ওপার বাংলা এপার বাংলা মাঝখানে কাঁটাতার-
গুলি খেয়ে ঝুলে থাকলো ফেলানী বলতো দোষটা কার!
কিন্তু সে নয় ফেলানী খাতুন বিএসএফ জানে ঠিক-
পথ ভুলে করে গিয়েছিল গুলি হঠাৎ তোমার দিক।
বেকসুর ছুটি পেয়েছে সেপাই, খুনিরা যেমন পায়-
ভেবে দেখ মেয়ে ওই খুনিটাও বাংলায় গান গায়।
তুমিও গাইতে গুন গুন করে হয়তো সন্ধ্যে হলে-
তোমারি মতন সেই সুরগুলো কাঁটাতার থেকে ঝুলে।
শোন বিএসএফ, শোন হে ভারত, কাঁটাতারে গুনগুন-
একটা দোয়েল বসেছে, যেখানে ফেলানী হয়েছে খুন।
রাইফেল তাক কর হে রক্ষী দোয়েলেরও ভিসা নেই-
তোমারি গুলিতে বাংলার পাখি কাঁটাতারে ঝুলবেই।

আমের খ্যাতি

প্রত্যাশা সরকার
শ্রেণি-৪র্থ

জগৎ জোড়া আমের খ্যাতি
সবখানেই আছে,
বাংলাদেশের সেরা আম
রাজশাহীর গাছে।
আম্রপালী, গোপালভোগ
ল্যাংড়া, ফজলি যত,
হরেক রকম জাত তার
স্বাদ মনের মত।
আম হল প্রিয় ফল
অনেক মানুষ খায়,
এঁদের মধ্যে খ্যাতিমান
ম্যান্ডেলাও যায়।
আমের আছে অনেক গুণ
খেতেও খুব মজা,
আম যে আমার প্রিয় ফল
ফলের মধ্যে রাজা।

পড়াশোনা

সৈয়দা রিফা
শ্রেণি-৯ম

হে পড়াশোনা,
তোমাকে কে করেছিল গবেষণা?
অত্যাচারে আমরা হয়ে যায় সিদ্ধ ডিম
তোমার জন্যে মাখতে পারি না ব্র্যান্ডের কোনো ক্রিম!
বই-খাতা বয়ে বয়ে আমরা হয়ে গেলাম কুলি
তাই আমাদের সবাই বলে বোকার ঝুলি!
তোমার জন্য আমাদের Mental Hospital-এ করতে হবে ভ্রমণ,
কেন করো খেলা নিয়ে আমাদের সরল মন?
Physics, Chemistry-কে ভালো,
Formula-র ভারে আমরা হয়ে গেলাম কালো!
কিন্তু ভাই যাই বলো,
পড়াশোনা না করিলে ভবিষ্যতে ফলাফল
হবে না ভালো।

অংকে কাঁচা

মুনা এমাদ উদ্দিন
শ্রেণি-৯ম

পড়ার টেবিলে আমি যখন বসি অংক করতে,
মনে হয় যে আমার বেশি দিন বাকি নেই মরতে।

পাটিগণিত দেখলে চোখে দেখি সর্ষেফুল
উত্তর ভুল হলে নিজেই টানি নিজের চুল।
বীজগণিতটা করলে শুরু, লোম হয়ে যায় খাড়া,
উত্তরতো মিলবেই না, দেখাদেখি ছাড়া।

জ্যামিতি যখন শুরু করি, হায়রে সর্বনাশ!
কী বা তাহলে শিখলাম আমি পুরো ছয়টা মাস?
পড়ি আর ভুলি, পড়ি আর ভুলি,
পারি না রাখতে মনে,
তাই আমি অংকে কাঁচা বলে
বিখ্যাত সর্বজনে।

স্কুল ম্যাগাজিন

বিনতিয়া বিনতে বশির
শ্রেণি-৯ম

স্কুলের ঐ ম্যাগাজিনে লিখতে গিয়ে লেখা,
চারটি রাতের ঘুমই হারাম কেমন পড়া শেখা?
প্রবন্ধ তো লিখতে বসে কলম ধরি যেই,
দু'লাইন লিখেই আমি আর আমার মাঝে নেই।
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা গেল কলম গোটা ছয়,
আমার লেখা ছাপবে কিনা সেটাই বড় ভয়।
ছন্দে ছড়া লিখতে গিয়ে ভরে ফেলি খাতা,
আব্বু দেখে বলেন হেসে লিখিস কি তোর মাথা?
কষ্ট করে গল্প লিখে মায়ের কাছে যাই,
মুচকি হেসে মা বলে মোর মাথায় বুদ্ধি নাই।

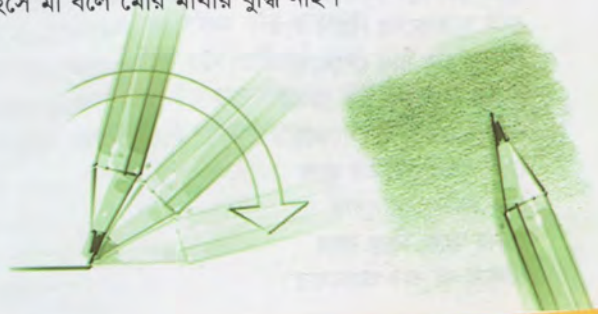

বিচার হবে, কিন্তু কবে ?

রাফিয়া রহমান
শ্রেণি-৯ম

একাত্তরে যাদের হাতে
লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে,
লক্ষ মায়ে, লক্ষ বোনে
নির্বিচারে মান দিয়েছে।
সেই পশুরাই পঁচাত্তরে
অস্ত্রে আবার শান দিয়েছে,
স্বাধীনতার মহান স্থপতির
সপরিবারে জান নিয়েছে।
চারটি দশক পরে এবার
আশায় জাতি বুক বেঁধেছে,
যাদের বিচার চেয়ে তারা
যুগে যুগে খুব কেঁদেছে।
সেই ঘাতকদের বিচার হবে
মিত্ররা হায় বাধ সেধেছে,
বিচার যাতে না হয় তেমন
নানা রকম ফাঁদ পেতেছে।
সেই পশুরা জাতির বুকে
যেন জটিল ক্যানসার,
বিচার হবে, কিন্তু কবে
মিলছে না তার অ্যানসার।

আমি সবার জন্য

ইমাম হোসেন বন্ধন
শ্রেণি-৪র্থ

দুঃখির কাছে যাব আমি
দুঃখের ভাগ নিতে
আমার পোশাক দেব তাকে
আসছে এবার শীতে।
চোখের আলো নাই যার
আমি হব আলো
বাদশাহ ফকির সবাই মানুষ
কিসের সাদা-কালো?
পালিয়ে যে বেড়ায় ভয়ে
সাহস দেব তাকে
থাকবো আমি সবার সেবায়
যেমন করি মাকে।

পাস ফেল

কাজী ফারজানা ইসলাম
শ্রেণি-একাদশ

কোনো পরীক্ষায়-
এক'শতে দশ বিশ কিংবা
ত্রিশ যদি কেউ পায়
নিশ্চয় তার নাম থাকবে
ফেলের তালিকায়।
কিন্তু যখন পঞ্চাশ ষাট
কিংবা আশি পায়
পাস যদি না জুটল তবে
খটকা লেগে যায়।
একটা পরীক্ষায়-
কেউ কখনো একশ থেকে
এক যদি কম যায়
তাকেও নাকি রাখতে হবে
ফেলের তালিকায়
ফেল করে কে আনবে ডেকে
এমন সর্বনাশ
স্বদেশ প্রেমের পরীক্ষাতে
একশ পেলেই পাস।

সন্ধ্যা

নূরসাদ জাহান স্বর্ণা
শ্রেণি-একাদশ

দেখেছি সন্ধ্যা যুগ থেকে যুগান্তর যায় পেরিয়ে
আবারও আসে ফিরে চিরায়ত বাংলাকে নিয়ে।
চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশায় ভরে যায়
সবাই তখন ঘরে ফিরে যায়, ঘরের মায়ায়।
নারকেল সুপারির পাতা নড়ে সন্ধ্যার বাতাসে
চামচিকা চক্রকেটে ঘুরে অদূর আকাশে।
জমিনের চারদিকে তখন নীরব হয়ে যায়
বৈঠা রেখে মাঝি ঘরে ফিরে যায়।
কিশোরী বালির চরায় হেঁটে হাঁস নিয়ে ফিরে
রাখাল ক্লান্ত দেহে গরু পাল নিয়ে ঘরে ফিরে।
বউরা ব্যস্ত তখন গৃহস্থালির কাজে
পুরনো স্মৃতি ভেসে আসে সেসব সাঁঝে।
রূপকথার গল্পে আর পুঁথির সুরে সুরে
পুরনো দিনগুলো আসে ফিরে ফিরে।
চাঁদ জাগে আকাশের বুক চিরে
হারায় মানুষগুলো স্বপনের ভিড়ে।

নারী

নাজমা পারভীন
প্রভাষক
সমাজকর্ম

তুমি নারী,
একুশ শতকের নারী
কঠিনে কোমলতায় জড়িয়ে
আটপৌরে শাড়ী।
তুমি বলো-
তুমি স্বাধীন, তুমি মুক্ত
কথাটা কি সত্যিই যুক্তিযুক্ত?
হে একুশ শতকের আধুনিকা নারী
তুমি যতই কর চিৎকার
চারদেয়ালের মাঝে-
তা মিলে হয়ে যায় একাকার
তুমি যতই দাও শ্লোগান
রাজপথে তা হয়ে যায় অম্লান।
তুমি যতই লিখ প্লাকার্ড, ব্যানার ফেষ্টুন।
হে একুশ শতকের অহংকারী নারী
কি পরিচয় তোমার?
তোমার পরিচয় তো আমি,
বন্দী তুমি স্নেহ, মমতা আর ভালবাসার
সোনার শেকল তোমার পায়।

একুশ শতকের নারী
তোমার শক্তি আছে হিমালয়ের চূড়ায় ওঠার
তোমার সাহস আছে মহাসাগর পাড়ি দিবার
তোমার ক্ষমতা নেই সোনার শেকল ভাঙ্গার।

জনতার প্রত্যাশা

মোসাঃ সেরাজুন নেসা
সহকারী শিক্ষিকা
প্রিপারেটরী বালিকা শাখা

হরতাল, হরতাল সারা দেশে হরতাল
ডাক দিয়েছে বিরোধী দল
পিকেটাররা দিয়েছে সাড়া
ব্যবসায়ীরা দিশেহারা,
মহাজনরা দিচ্ছে তাড়া
কী করে শুধবে সকল ভাড়া?
কর্মচারীরা পড়েছে মহাচিন্তায়
কী করে যাবে কর্মশালায়,
ভাবছে বসে রিক্সা ও সি.এন.জি চালক
চলছে হেঁটে স্কুলে বালক।
চোখে মুখে সবার একই বিভীষিকার ছাপ
যে কোন সময় জড়িয়ে ধরবে বারুদ ও আগুনের তাপ।
সংঘর্ষ, বাসে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণ,
খবর রাখে না কেউ
কতো নিরাপরাধ করেছে মৃত্যুবরণ।
খবর রাখে না কেউ
কতো শিশু হারিয়েছে বাবা
কতো নারী হয়েছে বিধবা
কতো মার বুক হয়েছে খালি?
হরতাল হচ্ছে এক মৃত্যু ফাঁদ আর ধ্বংসের চোরাবালি!
রাজনীতিবিদরা বলেন হরতাল হ'লো গণতান্ত্রিক অধিকার,
দাবি আদায়ের হাতিয়ার.
রক্তের হোলি খেলায় মেতে বলে, তারা সাফল্যের দাবিদার।
গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন
এ কথাটি তাদের রাখতে হবে স্মরণ।
জনগণ চায় হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ করি পরিহার
সমস্যার সমাধান হতে হবে শান্তিপূর্ণ তার,
বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলাদেশ
সবার এই প্রত্যাশা হয় না যেন শেষ।।

সমুদ্রের তীরে

নূরসাদ জাহান স্বর্ণা
শ্রেণি-একাদশ

এখানে অনেক বছর ধরে
এই সমুদ্র তীরে;
কত মানুষ এখানে আসে যায়
প্রতিদিন এ প্রান্তর মুখরিত হয়
প্রাণ বন্যায়।
ক্ষণে ক্ষণে বিশাল ঢেউ
তীরে আছড়ে পড়ে
ভয়ংকর সুন্দর সে দৃশ্য।
জাল কাঁধে কিশোর হেঁটে যায়,
বালির উপরে পায়ের ছাপ থেকে যায়।
নৌকা নিয়ে মাছ ধরে জেলেরা,
ঢেউয়ে চেপে ঝিনুক ভেসে আসে
সোনার মত সে ঝিনুক।

শো শো বাতাস বয়ে যায়
পাড়ের গাছ গুলিতে আঘাত হানে
কিশোরীর চুল মুখে উড়ে এসে
বারে বারে জ্বালায়।

সুদূর দিগন্তে
আকাশটি যেন মিশেগেছে
এরপর মনোরম সূর্যাস্ত।
সূর্যটি যেন সাগরের জলে পড়েছে
সাগরটি যেন হলুদ সরষে ফুলে ভরা।

তারপর সন্ধ্যা নামে
চারদিকে ছায় নীরবতায়।

শিরোনামহীন মা

শানজিদা চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক
(বালক শাখা)

আমি তোমার শিরোনামহীন মা
আমার ছায়ায় থাকো সারাদিন
বুঝতে পার না।

যখন তুমি সিক্সে ছিলে আমার খুবই কাছের ছিলে।
CW আর CT নিয়ে সারাক্ষণই ব্যস্ত ছিলে।
তোমার কথা, তোমার হাসি, তোমার চলা, তোমার বলা
সবই ছিলো মায়ায় ভরা
আমার কথা শুনতে তুমি, আমায় গুরু মানতে,
আমার কাছে আসতে তুমি, নানান কথা জানতে।

যখন তুমি সেভেনে পড় ধীরে ধীরে দূরে সর।
দুষ্টমি আর এলোমেলো ভাব নিয়েই এড়িয়ে চল।
আমার কাছে ভাষা শেখো, আমায় নিয়েই বেঞ্চে লেখ।

ক্লাস এইটে উঠেই তুমি গার্লস স্কুলের রাস্তা ধর।
ছুটির পরে গার্লস গেটে দেখলে আমায় পালিয়ে পড়।
JSC টা দিতে হবে সবার চাপে, বই ধর।
কোন মেয়ে পড়বে পাশে সেই চিন্তাই বেশি কর।

এখন তুমি নাইনে পড়, গায়ে পায়ে অনেক বড়
রাস্তায় আমাকে দেখলে আমায় না দেখার ভান কর।

যখন তুমি টেনে গেলে, আমার শিক্ষা ভুলেই গেলে।
সালাম-কালাম বাদ দিয়ে, ফেইস বুক আর টুইটারে পেলে।
বোড পরীক্ষায় A^+ হবে, ফেল করেও ধরে নিলে।

এক মগ ভালোবাসা ফেয়ার অয়েলে দিয়ে গেলে।
সৃজনশীলের কল্যাণে আর ভাগ্য গুনে A^+ পেলে।
ভালো ফল নিয়ে তুমি সেন্ট যোসেফ এ চলে গেলে।

এখন তুমি ফিল কর
রাস্তা ঘাটে দেখা হলে, দৌড়ে এসে সালাম কর
তোমার মাঝে আমিও আছি
মনে মনে স্বীকার কর।

হৃদয়ের ব্যাকুলতা

ফারজানা আফরোজ
সহকারী শিক্ষিকা
বালক শাখা
ইংরেজী মাধ্যম

আমারও আছে বুকের মাঝে
তোমায় পাওয়ার আকুলতা,
স্বপন সিঁড়ি পেরিয়ে গিয়ে
কাছে যাওয়ার ব্যাকুলতা।
বিবেক বলে আবেগ তুমি
কোন সাগরে গা ভাসাবে?
খরস্রোতের উল্টোধারায়
কোন জোয়ারে নাও ডোবাবে?
অস্থির আমার এ মন তখন
পায় না খুঁজে কোন উত্তর,
শুধুই জানে তোমায় পাওয়া
খুব জরুরী অতিসত্বর।
বাস্তবতার এই দৃঢ়তায়
মিটবে না তো মোর প্রয়োজন,
তোমার তরেই দ্ব্যর্থ হৃদয়
গেয়ে যাবে গান আমরণ।

একুশের কাছে প্রশ্ন ?

আনজুমা খাতুন
সহকারী শিক্ষিকা
বালক শাখা

একুশ তোমায় প্রশ্ন আমি করি,
সুখ-সমৃদ্ধির দিন আসতে আর কত দেরি?
লাশের গন্ধে এখনও কেন বাতাস হয় ভারি।
এখনও কেন শোনা যায় কান্না-আহাজারি?
স্বাধীন দেশে এখনও কেন হরতাল-অবরোধ?
এখনও কেন উপচে পড়ে আক্রোশ আর ক্রোধ?
এখনও কেন রাজপথে চলে তুখোড় আন্দোলন
শিক্ষাঙ্গনে কেনরে চলে দলাদলি আর অস্ত্রের ঝনঝন?
এখনও কেনরে চলতে পারিনা একাকী রাস্তায়,
এখনও কেনরে আঁতকে উঠে বুক, লোকজন গুম হয়?
এখনও কেন স্বস্তি নাই মনে, শুধু জাগে হতাশা
একুশ তুমি তো দিয়েছ ভাষা, কবে পূরণ হবে আশা?

সবুজের ভাঁজে ভাঁজে

আশা আক্তার
শ্রেণি-একাদশ

প্রজাপতির পাখায় কারুকাজ
ফুলের কলিতে কত ভাঁজ
ঘাস ফড়িং এর দুটি পাখা
যেন তরবারির সাজ।
সৌরভ ভরা কামিনী বকুল বেলী জুঁই চামিলী,
গোলাপ গন্ধরাজ।
আকুলিয়া উঠে মন বাড়ন্ত বিকেলের স্বপ্ন
ভ্রমর গলা সাধে সা.রে.গা.মা.পা
চড়ুই পাখি যা উড়ে যা।
সবুজের ভাঁজে ভাঁজে,
যেন উঁকি দিয়ে খোঁজে,
কুয়াশার সকাল-
চাদরে ঢাকা পড়েছে
এই রূপসী বাংলার ছবি
আমার অন্তরীণ হৃদয়ে রাখি
নতুন স্বপ্ন দেখি।

সান্ত্বনা

মোহাম্মদ আইয়ুব
ইংরেজি ভার্সন
বালক শাখা

বাবা, আমার সালাম নিও,
শুনে খুশি হবে-
মস্ত বড় পাশ করেছি
মা'কে তুমি ক'বে।
মনটা বড় ছটফট করে-
শু'তে মায়ের কোল,
ঘরে ফিরে খাব কবে
মাগুর মাছের ঝোল।
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজা
আমন ধানের খই
মায়ের হাতের তিলের খাজা
আস্ত ভাজা কই।
চাল ভাজা আর খেজুর গুড়ে
পড়তাম ছড়ার বই,
কত দিনই হয় না খাওয়া
মায়ের পাতা দই।

এইতো আর কয়টা দিন
আন্দোলনের শেষে-
মায়ের কথার ঝুলি নিয়ে
ফিরব বীরের বেশে।
মা'কে তুমি বলে দিও
করে না যেন মান,
কাঁদেনা যেন এক ফোটাও
যায় যদি মোর জান।
যত বড়ই পাশ করি মা
থাকবে না তার দাম
তোমার মুখের ভাষা যদি
কেড়ে নেয় শয়তান।
মা'কে বাবা বুঝিয়ে বলে
কয়টা দিনই পরে,
বাংলা ভাষা সনদ নিয়ে
ফিরবে খোকা ঘরে।

ভিন্নধর্মী ধ্রুবতারা

ফারিহা ইসলাম
নবম শ্রেণি

এক যে আছে তারা,
সেথায় আছে হাস্যোজ্জ্বল ৪৭ টি তারা।
নামটি বলি তারাটির;
'নাইন ধ্রুবতারা'।
মেধার মেলা ধ্রুবতারায়,
আছে হাজার তারা।
কোন তারা বিচক্ষণ;
কোন তারা সুলক্ষণ;
কোন তারা পড়ে;
আর কোন তারা রয় যে হয়ে ভবঘুরে।
ভিন্নধর্মী এ মেলায়,
আছে যে ভিন্ন স্বভাবের তারা।
এদের কিছু পূর্বমুখী;
এদের কিছু পশ্চিমী;
এদের কিছু উত্তরী;
আর কিছু যে দক্ষিণী।
কিছু তারা জ্বলে উজ্জ্বল হয়ে;
কিছু তারা জ্বলে মিটিমিটি;
কিছু তারা থাকে হাসির ঘোরে;
আর কিছু থাকে মলিনতার বেশে।
হাসি-আনন্দের ধ্রুবতারায়
রয় যে হয়ে সকলে সহোদরে,
এদের কেমিস্ট্রি সবাই জানে
বলে মুখে শিক্ষকগণে।
মন্দে খারাপ ধ্রুবতারা,
ভালোতে মুগ্ধ ধ্রুবতারা,
জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, স্ব- জ্ঞানীর সমন্বয়ে
রঙিন এ ধ্রুবতারা।
কেননা বলি শোনো-
সে তো নয় শুধু তারা,
কেউ কেউ বিজ্ঞানের সূত্রের মতো
ধ্রুব বাদ ধরে বলে তারা।
আসলে যে হাস্যোজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি
মিটি মিটি আকাশেতে জ্বলে,
তাদেরই পদার্পণে প্রশংসনীয়
বলছিলাম যে ধ্রুবতারার কথা।

মোবাইল ফোনের গর্ব

সৈয়দা নাজিবা ফাইরুজ অর্থী
শ্রেণী-২য়

আমি মোবাইল ফোন
ছোট খাট চার কোণ,
নিজে কিছু বলি না
শুধু শুনে যাই,
প্রতিবাদ করি না
সকলের প্রিয় তাই।

ছোট বড় বৃদ্ধ
ভালো-মন্দ সকলে
পেতে চায় আমাকে
শুদ্ধ কি অশুদ্ধ।
সাজানো বড় দালানে
বা নোংরা বস্তিতে
মালিক বা শ্রমিকের সাথে
আছি আমি সুখেতে।

আমার আবিষ্কারের কারণ প্রতিভা নয়, বহু বছরের চিন্তাশীলতা ও পরিশ্রমের ফলে দুরূহ তত্ত্বগুলোর রহস্য আমি ধরতে পেরেছি।

বৈজ্ঞানিক নিউটন

মধুর মাস

তাহামিনা তাবাস্‌সুম
শ্রেণি-২য়

আম খাব, জাম খাব,
কোথায় পাব টাকা ?
মা বললেন, তোমার বাবার,
পকেট এখন ফাঁকা।

তাইতো সেদিন বদ্যি বাড়ি
আম গাছে দেই ঢিল।
বদ্যি বাবু ধরেই আমায়
দিলেন দুটো কিল।

কষ্টে এল চোখে পানি
আম খাওয়া আর হলো না,
মধুর মাসে ভর্তি পকেট
বাবার কেনো রইলো না ?

আষাঢ়

সামিহা ফাইরুজ হক
শ্রেণি-২য়

আষাঢ় মানে টাপুর টুপুর,
আষাঢ় মানে বৃষ্টি।
আষাঢ় মানে কালো মেঘের
অনন্য এক সৃষ্টি।
আষাঢ় মানে চারিদিকে
কদম কেয়ার গন্ধ,
আষাঢ় মানে রাস্তা ঘাটে
চলা ফেরা বন্ধ।
আষাঢ় মানে মেঘ ভরা ঐ
মুখ গোমরা আকাশ,
আষাঢ় মানে রাতের বেলা
খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ।

Yellow Baby

Youshra Shaqor
Class: Four
English Version

Yellow baby, Yellow baby,
How are you?
I am Fine and thank you.
Yellow baby, yellow baby,
What happened to you?
I caught a little bird that can fly.
All above the sky.

Meet me Swallow

Samiha Tasnim (Nishorgi)
Class: Nine

Every winter the swallow sits,
With its tail hanging a bit,
And sings beautifully with
Rhythm made of sweet.
I hear her singing by,
But can't see her though I try.
If you see her any day,
Tell her, to meet me at the bay.
I'll be waiting by the sea,
With presents as like pea,
So, tell her to meet me at
The land where the blue day sat.

My Brother

Annur Labiba Rinty
Class: IV

I have a younger brother,
His name is Raton.
He always plays and jumps here and there,
From morning till night,
And he never studies.
He is in play-Group,
So he has new friends.
He is very weird
Gets angry very quickly,
And becomes sad very quickly.
But he is a very cute boy,
Likes to play with toy.
And acts very creative
He is my cute brother,
I love him very much.

PUSS

Moinak Bhowmik
English Version
Class: IV

I have a cat
Her name is puss
She is my pet
I love her from my heart.
Sometimes she is naughty
But till looks so pretty,
She likes fish
And dislikes other things,
She play with me and
Calls miaw-miaw ma.

Salam

Aurchi Komolika
Class: VII

Salam to those who ruined their pleasure
Just to give us our motherland's treasure.

Salam to them who gave us freedom
Salam to them who walked with life's rhythm.

Salam to the soldiers,
Who fought with their might;
Salam to the sons,
Whose courage was more than fight.

Salam to all Bengal's king,
Whose name we say when we sing.

Mother

Nawfee Binte Jasim
Class: III

I saw a woman
Like a flower,

I saw a face
Like the star,

Who is that woman?
My Lovely Mother

My Prayer

Raiyana Haque
Class: IV

God bless mummy
God bless daddy
Help me always,
To make them happy.

Look!

Maisha Nazifa Kamal
Class: 7

Look at the sky, it's so blue!
When I look at it, I feel happy, it's so true!
Look at the clouds, it's so white!
When I look at it, I am peaceful and quiet.
Look at the field, it's so green!
I like to keep it all neat and clean.
Look at the stars, they're so sparkling!
It means to me several faces all in the sky smiling.
Now look at the world around you until your eyes get full,
You'll see this world is very beautiful.
And only then you will realize,
What I've been telling is true!

Book

Abdul Mohaimen (Raiyat)
English Version
Class: III

Book is the best companion for man's life.
It gives us shining light.
Book is the most valuable thing
Which creates perfect human being.
It teaches us bad and good
We gain vast knowldge from the book.
People should read the book
No one can live without root.
Quran is the best book in the world
We do not neglect such kind of book.

তথ্যকণিকা

- Queue একমাত্র ইংরেজী শব্দ, যার শেষের অক্ষর বাদ দিলেও একই উচ্চারণ হয়।
- যে সব শব্দের প্রথম অক্ষর Q সে সব শব্দে Q এর পরে U আছে।
- Uncomplimentary শব্দে সবগুলো Vowel আছে। (মজার ব্যাপার হলো শব্দের Vowel গুলো উল্টো ক্রমানুসারে (u-o-i-e-a) আছে।
- ইংরেজি শব্দে madam ও reviver শব্দ দুটিকে উল্টো করে পড়ালেও অর্থ একই হবে।
- a quick brown fox jumps over the lazy dog-বাক্যটিতে ইংরেজি ২৬টি বর্ণই আছে।

  I am সবচেয়ে ছোট ইংরেজি বাক্য।

  Dreamt একমাত্র ইংরেজি শব্দ, যার শেষে mt আছে।
- বিড়াল তার জীবনে ৭০ ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটায়।
- ভারতে যে পরিমাণ গরু আছে তা আমেরিকার মোট গাড়ির চেয়েও বেশি।
- যত বড় অপরাধ করুক না কেন, ব্রিটেনের রানীকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারবে না।
- গ্রিসের জাকইয়াথোস দ্বীপ সংলগ্ন সাগরের পানি এতই পরিস্কার যে, এখানে কোন নৌকা চলতে দেখলে মনে হয় সেটা বাতাসে ভাসছে।
- যখন আপনি কোন মিথ্যা কথা বলেন তখন আপনার নাকের তাপমাত্র সামান্য বাড়ে। নাকের এই আচরণকে (Pinocchio Effect) বলে।

এসকাইলামের মৃত্যু

প্রাচীন রোমের প্রখ্যাত নাট্যকার এসকাইলামের মৃত্যু হয়েছিল মর্মান্তিকভাবে এবং বিচিত্রভাবে। তিনি খুন হয়েছিলেন এক কচ্ছপের হাতে।

একবার তিনি এক জলাশয়ের ধারে বসে গভীর চিন্তায় ছিলেন নিমগ্ন। এমনি সময় এক ঈগল পাখি জলাভূমি থেকে মস্ত বড় এক কচ্ছপকে ধরে উড়ে যাচ্ছিল তাঁর মাথার ওপর দিয়ে। এমনি সময়ে বিরাট এবং শক্ত হারে কচ্ছপটি ঈগলের চঞ্চু থেকে খসে অনেক ওপর থেকে ছিটকে এসে পড়ে চিন্তামগ্ন এসকাইলামের টেকো মাথায়। আর এই প্রচণ্ড আঘাতেই তিনি আহত হন গুরুতরভাবে এবং কিছুদিন পরেই মারা যান।

খাঁটি আর এক শিল্পী পরিবার

আলেকজান্দ্রে কোলিন (Alexandre Colin) (১৭৯৮-১৮৭৫) ছিলেন ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। দেশের সেরা শিল্পীদের অন্যতম। তিনি শুধু নিজেই শিল্পী ছিলেন না। তাঁর গোটা পরিবারই ছিল চিত্রশিল্পী।

যেমন-তাঁর স্ত্রীও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। এছাড়া তাঁর ছয় ভাইপো। দুইজন ভাই, চারজন সন্তান, তিনজন পুত্রবধু এবং চারজন নাতি নাতনিও চিত্রশিল্পী। বলতে গেলে তার গোটা পরিবারই ছিল চিত্রশিল্পী।

নাফিছা মালিয়া হোসেন (মুন)
শ্রেণি-৪র্থ

"আলোক ব্যতীত যেমন পৃথিবী জাগে না, স্রোত ব্যতীত যেমন নদী টেকে না, স্বাধীনতা ব্যতীত তেমনি জাতি কখনো বাঁচিতে পারে না।"

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মনীষী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

Believe It or Not!

অদ্ভুত কিছু বাস্তব
(Believe It or Not)

- নেব্রাস্কা অঙ্গরাজ্যের ওহামা'র কোনো কোনো গীর্জায় ঢেকুর এবং হাঁচি দেয়া আইনগত দন্ডনীয়।
- বৈদ্যুতিক বাল্বের আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসন অন্ধকারে ভয় পেতেন।
- কোনো গুহা থেকে বেরিয়ে বাদুর সবসময় বায়ে মোড় নেয়।

- পৃথিবীর প্রাচীনতম চিউইং গাছের বয়স ৯ হাজার বছর।
- ৩ হাজার বছর আগে মিসরীয়দের আয়ুষ্কাল গড়ে ৩০ বছরেরও কম ছিল।
- স্টারফিশ তার পাকস্থলিকে উল্টে বাইরে নিয়ে আসতে পারে।
- কেটিডিড পোকা পেছনের পায়ের একটি অংশ দিয়ে শুনতে পারে।
- প্রেয়িং মন্টিস একমাত্র পতঙ্গ যা পেছনে মাথা ঘুরাতে পারে না।
- পেঁয়াজ কাটার সময় চুইংগাম চিবালে চোখ দিয়ে পানি পড়ে না।
- জন্মের সময় মানুষের ৩০০টি হাড় থাকে। পরে তা কমে ২০৬-টি তে এসে দাঁড়ায়।
- মানুষের উরুর হাড় (ফিমার) কংক্রিটের থেকে শক্ত।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আমাদের বুকের পাঁজর বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ বার নড়ে।
- গড় মার্কিন ও কম্বডীয় নাগরিক বছরে ৬০০ বোতল বা ক্যান কোমল পানীয় পান করে।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলার পুরোনাম নবাব মনসুরুল মূলক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মোহাম্মদ জং বাহাদুর।

- বেসবল খেলোয়াড় বেইব রুথ মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য তার মাথার ক্যাপের নিচে একটি বাঁধাকপির পাতা রাখতেন। দুই ইনিংস পর পর তা পরিবর্তন করতেন।
- চীনা কবি ইউনানানাট কাঁদলে তাঁর চোখ দিয়ে রক্তের মতো লাল অশ্রু বের হতো।
- ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই জীবনে গোসল করেননি।
- শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার চামিন্ডা ভাস এর পুরো নাম ওয়ার্নকুলসুরিয়া পাতা বন্দিসে উশান্ত যোসেফ চামিন্ড ভাস।

- নিজের আঁকা ছবি দেখে হাসতে হাসতে মারা গিয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর জোয়াকসিস।
- বিখ্যাত সুর স্রষ্টা বেটোফেন নিজের সুর কোনদিন শুনতে পাননি। কারণ তিনি ছিলেন বধির।

নাফিসা আমিন
শ্রেণি-অষ্টম
শাখা-ধ্রুবতারা
রোল-২

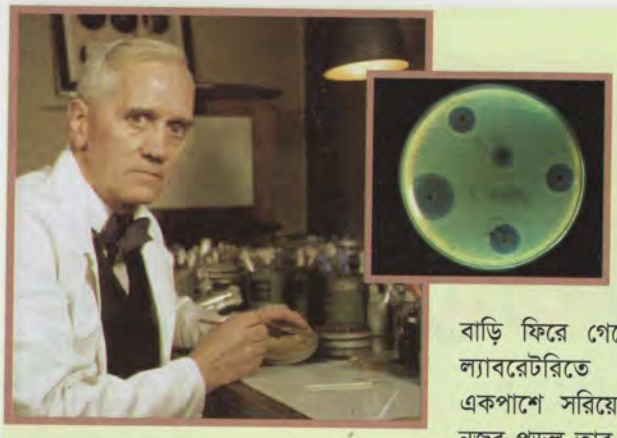

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এর মহান দু'টি আবিষ্কার

১৯২১ সাল। একদিন ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করছিলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। কয়েকদিন ধরেই তার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। সর্দি কাশিতে ভুগছিলেন তিনি। তখন তিনি একটি প্লেটে জীবাণুর কালচার নিয়ে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড হাঁচি এল। নিজেকে সামলাতে না পেরে প্লেটটা সরাবার আগেই নাক থেকে খানিকটা সর্দি এসে পড়ল প্লেটের উপর। পুরো জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল ভেবে তিনি প্লেটটা এক পাশে সরিয়ে রেখে নতুন একটা প্লেট নিয়ে কাজ শুরু করলেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে গেলেন তিনি। পরেরদিন ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেই টিবিলের একপাশে সরিয়ে রাখা প্লেটটার দিকে নজর পড়ল তার। ভাবলেন প্লেটটা ধুয়ে নতুন করে কাজ শুরু করবেন। কিন্তু প্লেটটা তুলে ধরতেই চমকে গেলেন তিনি। গতকাল প্লেট ভর্তি যে জীবানু ছিল সেগুলো আর নেই। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন সব জীবানু মারা গিয়েছে। চমকে উঠলেন ফ্লেমিং। কিসের শক্তিতে নষ্ট হল এতগুলো জীবাণু? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল গতকাল খানিকটা সর্দি পড়েছিল প্লেটের উপর। তবে কি সর্দির মধ্যেই এমন কোন উপাদান যা এই জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করেছে? পর পর কয়েকটা জীবাণু কালচার করা প্লেটে নাক ঝাড়লেন তিনি। দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবাণুগুরো নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। এই আবিষ্কারের উত্তেজনায় নানাভাবে পরীক্ষা করলেন ফ্লেমিং। দেখা গেল চোখের পানি, থুতুতেও রয়েছে জীবানু ধ্বংস করার ক্ষমতা।

আরেকদিন কিছুটা আকস্মিকভাবেই ঝড়ো বাতাসে খোলা জানালা দিয়ে ল্যাবরেটরির বাগান থেকে কিছু ঘাস পাতা উড়ে এসে পড়ল জীবাণু ভর্তি প্লেটের উপর। খানিক পরে কাজ করার জন্য প্লেটগুলো টেনে নিতেই দেখলেন জীবাণুর কালচারের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন। তখন তিনি ঘাস পাতাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলেন এবং লক্ষ করলেন ঘাস পাতাগুলোর মধ্যে ছত্রাক জন্ম নিয়েছে। সেই ছত্রাক চেঁচে নিয়ে জীবাণুর উপর দিতেই জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে গেল।

তিনি বুঝতে পারলেন তার এত দিনের সাধনা অবশেষে সিদ্ধিলাভ করল। এই ছত্রাকগুলোর নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম তাই তিনি এর নাম দিলেন পেনিসিলিন।

নুজহাত আসলাম (আনূষা)
শ্রেণি-৭ম

চমৎকার তথ্য

টেডি বিয়ারে নামকরণ : সারা পৃথিবীতে বাচ্চাদের কাছে যে খেলনাটি বেশি প্রিয় তার নাম 'টেডি বিয়ার'। জানেন কি এই ভালুক বাচ্চার নাম টেডি কেন, কোন দেশেই বা জন্ম এর, কখন থেকেই বা এর চল? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাব্বিশতম প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এর নাম টেডি। তাঁর শখ ছিল ভালুক শিকার করা। ভালুক শিকার করতে গিয়েই একবার তার সামনে পড়ে যায় একটি বাচ্চা ভালুক, এত ছোট বাচ্চাকে মারতে তাঁর প্রাণ চায়নি। কেউ কেউ বলেন যে, টেডি রুজভেল্ট বন্দুক নামিয়ে রেখেছিলেন কারণ বাচ্চা ভালুক মেরে তার কোন লাভ নেই বলেই। কারণ যাই হোক খবরটা ফলাও করে ছাপানো হয়েছিল মার্কিন পত্রিকায়। কার্টুনও বের হয়। মার্কিনরা উদ্যোগী জাতি। তাই কেউ কেউ এই সাধারণ

ঘটনাটির মধ্যে ব্যবসায়িক সম্ভবনা দেখতে পেলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বের করে ফেললেন ভালুক পুতুল। নাম হলো 'টেডি' বা 'টেডি বিয়ার'।

লাবিবা নাহিন
শ্রেণি-৪র্থ

"অভ্যাসের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নয়।"

অভিদ, রোমান মহাকাব্য

বাংলাদেশের রহস্যময় নাম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। এদেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে এদেশের অনেক মানুষ প্রাণ দিয়েছে। আমরা কি জানি, বাংলাদেশ নামের প্রতিটি বর্ণে লুকিয়ে আছে রহস্যময় নাম। আসুন আমরা তা এখন জানব।

B-Blood (রক্ত)
A-achieve (অর্জিত)
N-Noteworthy (স্মরণীয়)
G-Gold (সোনালী)
L-Land (ভূমি)
A-Admirable (প্রশংসিত)
D-Democratic (গণতান্ত্রিক)
E-Ever Green (চির সবুজ)
S-Sacrosanct (পবিত্র)
H-Habitation (বাসভূমি)

বাংলাদেশের প্রতিটি বর্ণের আলাদা শব্দের বাংলা অর্থগুলো একসাথে করলে হয়: "রক্তে অর্জিত স্মরণীয় সোনালী ভূমি প্রশংসিত ও গণতান্ত্রিক চিরসবুজ পবিত্র বাস ভূমি"

ইমাম হোসেন বন্ধন
শ্রেণি-৪র্থ

ভৌগোলিক উপনাম

ক্যাঙ্গারুর দেশ	অষ্ট্রেলিয়া
সূর্যোদয়ের দেশ	জাপান
সাদা হাতির দেশ	থাইল্যান্ড
বাজার শহর	কায়রো
মুক্তার দ্বীপ	বাহরাইন
পিরামিডের দেশ	মিশর
সাত পাহাড়ের শহর	রোম
মন্দিদের শহর	বেনারস
প্রাচ্যের ভেনিস	ব্যাংকক
ম্যাপল পতার দেশ	কানাডা
সাদা শহর	বেলগ্রেড
পবিত্র পাহাড়	ফুজিয়ামা (জাপান)
চির-সবুজের দেশ	নাটাল
গ্রানাইটের শহর	এবারডিন
পান্না দ্বীপ	আয়ারল্যান্ড
ভূমিকম্পের দেশ	জাপান
বজ্রপাতের দেশ	ভুটান
আগুনের দ্বীপ	আইসল্যান্ড
সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ
প্রাচীরের দেশ	চীন

লোমাতুল মাহজাবীন
শ্রেণি-ষষ্ঠ

স্ট্যাচু অব লির্বাটি

বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদত্ত ফ্রান্সের ঐতিহাসিক উপহার স্ট্যাচু অব লিবার্টি। এটি যুক্তরাষ্ট্রের লিবার্টি আইল্যান্ডের নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়ে স্থাপিত। ১৮৮৪ সালের ৪ জুলাই ফ্রান্স এটি ইউ, এস, এ কে উপহার দেয়। ফরাসি স্থপতি ফ্রেডারিক অগাষ্ট বার্থোলভীসের ডিজাইন অনুযায়ী তৈরী করা হয় স্ট্যাচ অব লিবার্টি। এই মূর্তিটির ওজন প্রায় ২২৫ টন এবং ভূমি থেকে উচ্চতা প্রায় ৪৮মি.। মূর্তিটি যে দ্বীপে স্থাপিত তার আয়তন মাত্র ১২ একর। ১৮৮৫ সালের ২৮শে অক্টোবর "স্ট্যাচু অব লিবার্টি" আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮৬ সালে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় স্ট্যাচু অব লির্বাটি স্থাপনের শতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

বিবিধ

১। মানুষ হাঁচি দেবার সময় কখনও চোখ খোলা রাখতে পারে না।

২। প্রজাপতি পা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে।

৩। 'হামিং বার্ড' নামক পাখিটি পিছনে উড়তে পারে।

৪। ছাগল ও অক্টোপাসের চোখের মনি চারকোনাচে।

৫। হাতি লাফ দিতে পারে না।

৬। গোল্ড ফিস আলো ও অন্ধকারে দেখতে পায়।

৭। মানুষের ঘুমাতে গড়ে ৭ মিনিট সময় লাগে।

৮। আগাছা আছে বলে সারাগোজা সমুদ্রে কোনো জাহাজ চলে না।

৯। গিরগিটির জিহ্বা তার দেহের চাইতে দ্বিগুণ।

১০। উলুকা নামক প্রাণীর ৮৮৬টি পা আছে, যা দেখে বিজ্ঞানীরা ট্রেন আবিষ্কার করেন।

১১। এ্যাংলার নামক ফিস হাঁটতে পারে।

১২। টুয়াটরো নামক প্রাণীর তিনটি চোখ আছে।

১৩। "প্যারাডাইস ট্রি স্নেক" নামক সাপ আকাশে উড়ে।

১৪। হাতির দাঁত গজায় ৪টি করে, ৪৫ বছর বয়সে হাতিদের সর্বশেষ দাঁত গজায়, একেকটি দাঁতের ওজন ৪ কেজি করে।

১৫। হাতিরা প্রতিদিন প্রায় আধা টন গাছপালা খায়।

১৬। ৬৫ কেজি ওজনের মানুষের শরীরে যে পরিমাণ চর্বি থাকে তা দিয়ে ৭টি সাবান তৈরী করা যায়।

১৭। দেহের লিভার বছরে যে পরিমাণ রক্ত ফিল্টার করে তা ৫০ বালতি দুধের সমান।

১৮। একজন মানুষের শরীরের ফসফরাস দিয়ে ২২০০ টি দিয়াশলাইয়ের কাঠি তৈরী করা যায়।

১৯। মানুষের দেহে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে তা দিয়ে ৫০ ওয়াটের একটি বাল্ব কয়েক মিনিট জ্বালানো যায়।

২০। রাতে ঘুমালে মানুষের ওজন প্রায় ১১ আউন্স কমে।

রায়হান আহমেদ
দ্বাদশ-বিজ্ঞান

আসন্ন ১০ টি ডিভাইস : যা আমাদের জীবনধারা বদলে দেবে

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে আমরা এখন সবচেয়ে তীব্র প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সম্মুখীন এবং আমরা উচ্চ প্রযুক্তির যুগে রূপান্তরিত হচ্ছি, যেখানে নতুন অগ্রগতির কাছে পুরনো মডেল বিলুপ্ত হবে। এখানে কিছু গ্যাজেট আছে যা খুব অদূর ভবিষ্যতে মুক্তি পাবে (কিছু কিছু ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে) এসব বেশিরভাগ আধুনিক ডিভাইসই পাল্টে দেবে আমাদের জীবন বিশ্ব যেখানে আমরা বাস করি-এবং তা আমাদের মঙ্গলের জন্যেই।

প্রতিটি গ্যাজেট নতুন নতুন প্রযুক্তির ধারা বয়ে এনেছে। এসব প্রযুক্তি এতটাই আগাম যে আগামী ১০ বছর পরও এগুলো আমাদের বিস্মিত করবে। আমাদের জীবনের যে চলমান গতিধারা তা পুরোটাই বদলে দেবে এসব প্রযুক্তি। চলুন বিস্ময়কর এসব ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগুলো দেখে নেই এবং এদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেই.....

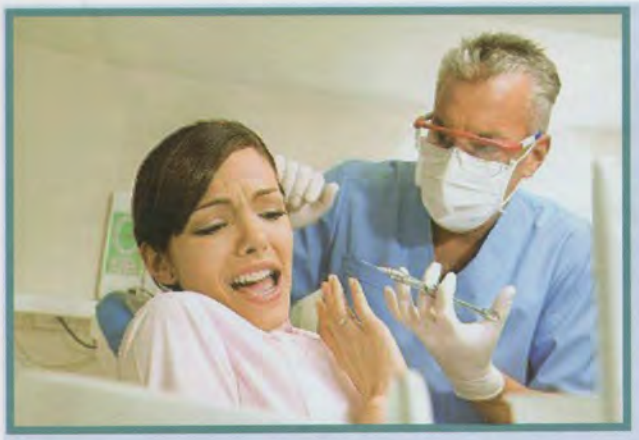

দাঁতের সেন্সর (Tooth Sensor)

Fear of the dentist নামক একটি রোগ আছে। যেটিকে Dental Phobia বলা হয়। এর কারণে মানুষ দাঁতের ডাক্তার এর কাছে যেতে ভয় পায়। তারা দাঁতের ডাক্তার এর কাছে যেতে চায় না এবং দাঁতের ডাক্তার কে সাহায্য করে না। অনেকে তো যায়ই না।

সত্য কথা হল, আসলে কেউই দাঁতের ডাক্তার এর কাছে যেতে পছন্দ করে না। সাধারণ কোন চেকাপ এর জন্যও কেও দাঁতের ডাক্তার এর কাছে যেতে চায় না। প্রিন্সটন এবং টাফটস এর বিজ্ঞানীরা একটি দাঁতের সেন্সর নিয়ে কাজ করছে যেটি আমাদের দাঁতের ডাক্তার এর কাছে যাবার প্রয়োজন কমিয়ে দিবে। আমাদের অপ্রয়োজনে এবং ঘন ঘন দাঁতের ডাক্তার এর কাছে যেতে হবে না।

এই সেন্সর টি আপনার দাঁতে কোন ব্যাকটেরিয়া পেলে বা অন্য কোন সমস্যা পেলে আপনাকে জানিয়ে দিবে এবং কেবল তখনই আপনাকে দাঁতের ডাক্তার এর কাছে যেতে হবে।

ডানাযুক্ত রোলার কোস্টার (Wing Roller Coasters)

Bollinger এবং Mabillard এর তৈরি ভবিষ্যতের মজা এবং বিনোদনের দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগতম। আপনারা অনেক হয়তো বাংলাদেশে বিভিন্ন রোলার কোস্টার এ উঠেছেন। কিন্তু এই ডানাযুক্ত রোলার কোস্টার আপনার চরা সেই রোলার কোস্টার থেকে অনেকটা ভিন্ন এবং নতুন আঙ্গিকের। এতে যাত্রীরা রোলার কোস্টার এর ডানার মত স্থান এ বসবে এবং এর অনুভূতি থাকবে একটি এরোপ্লেন এর ডানায় চরার মত। তাদের উপরে এবং নিচে কিছুই থাকবে না। বিশ্বে এখন পর্যন্ত ৪ টি ডানাযুক্ত রোলার কোস্টার রয়েছে। ৩টি যুক্তরাষ্ট্রে এবং আরেকটি ২০১৩ সালের কোন এক সময় চায়না তে স্থপনের পরিকল্পনা আছে।

যাদের উচ্চতা ভীতি আছে বা বমি করার অভ্যাস আছে তাদের জন্য এটি নয়। সবকিছু সবসময় সঠিকভাবে যায় না, হোক এটা যতই উন্নত প্রযুক্তি।

অকুলাস রিফট (Oculus Rift)

অনেকে এটিকে গেমিং বিপ্লব বলে এবং ভুল বলে না। Oculus Rift একটি ভার্চুয়াল বাস্তব হেডসেট, যেটির চিরকালের জন্য গেমিং শিল্প পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে।

গেমাররা ইতিমধ্যেই পিসি গেম ও বর্তমান কনসোল থেকে অনেক লাভবান হচ্ছে। কিন্তু অকুলাস রিফট এমন একটি ডিভাইস যা সম্ভবত গেমারদের একশান এর মাঝখানে নিয়ে

আসবে। আমরা শুধুমাত্র কল্পনাই করতে পারি যে এই নতুন প্রযুক্তিটি কিভাবে গেমিং এ প্রভাব ফেলবে এবং ইতিমধ্যেই আমরা অনেকটা জানি, সম্ভবত এক বা দুই দশক পর মাল্টিপ্লেয়ার কেমন হবে।

সমান্তরাল (Parallella)

Parallella কম্পিউটার গঠন এর পদ্ধতি পরিবর্তন করে দিবে এবং এডেপ্টিভা (Adapteva) সবাইকে এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিচ্ছে। সাধারণভাবে তৈরি, এটি সাধারণ ব্যক্তির জন্য একটি সুপার কম্পিউটার।

বাস্তব সময়ে বস্তুর অনুসরণকরণ, হলোগ্রাফিক মাথা প্রদর্শন, কণ্ঠস্বর চেনা হয়ে যাবে। অধিক কার্যকর এমনকি বুদ্ধিমতী এর পুরো ধন্যবাদটা Parallella কে। মূলত এটিকে একটি মিনি সুপার কম্পিউটার বিবেচনা করা যায়, এর মূল্য অবিশ্বাস্য। মাত্র ৯৯৳ যা বাংলাদেশি টাকায় ৭৫০০ টাকা মাত্র। এটি নন-প্রোগ্রামার এবং নন-লিনাক্স ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তাবিত নয়। তবে আপনি যদি জানেন, এটি কিভাবে ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার দিয়ে লোড হয়, তাহলে হয়তো ব্যবহার করতে পারবেন।

4K টিভি (The 4K TVs)

পুরনো মডেল এর টেলিভিশনগুলো পরিবর্তন করে নতুন মডেল এর টেলিভিশন চালু করার প্রবণতা বেশ কয়েকবছর ধরেই চলছে। তবে ৪শ মডেলের টিভি পুরনো মডেলের টিভির শিল্পে চূড়ান্ত আঘাত হানবে। এই টিভিতে আগের HDTV-র তুলনায় ৮ গুণ বড় ছবি প্রদর্শিত হবে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, কেন এটি এত গ্রহণ যোগ্যতা পাচ্ছে।

বুদ্ধিমান ঘড়ি (Smart Watch)

"Pebble" ২০১৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি দেয়, যেটি প্রথম বুদ্ধিমান ঘড়ি। একটি ঘড়ির সাধারণ কাজের পাশাপাশি এটি সাধারণ এন্ড্রয়েড বা আইওএস এপ্লিকেশনসহ একটি স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। এর মাধ্যমে ঘড়িটি দিনের সময়ের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের দিবে, যেমন মিসড কল, মেসেজ, ইমেইল ইত্যাদি। ডিভাইসটি একটি অ্যাপ স্টোর এর সাথেও যুক্ত থাকবে, এতে ডেভেলপাররা আরো দারুণ এপলিকেশন তৈরি করতে পারে যাতে করে ব্যবহারকারীরা লাভবান হয়।

মায়ো (MYO)

মায়ো একটি হাতের ব্যান্ড, যা আগামী প্রজন্মের গেসচার কনট্রোল হিসেবে কাজ করে। এটি হাতের পেশীর বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ ধরতে পারে। এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কোন তার ছাড়াই ব্লুটুথ এর মাধ্যমে এটির সাহায্যে কম্পিউটার চালনা করা যাবে। এটি উইন্ডোজ এবং ম্যাক ওএস সাপোর্ট করে এবং খুব শীঘ্রই আইওএস ও এন্ড্রয়েড

সাপোর্ট করবে। 149$ এর বিনিময়ে এটি আগাম অর্ডার দিয়ে রাখতে পারেন। ২০১৩ সালের মধ্যেই এটি বিতরণ শুরু হবে বলে জানা গেছে। এটি কতটা সফল হবে তা নির্ভর করে এটি কতটা ইউজার সাপোর্টিভ হবে। এটি যত বেশি অ্যাপ্লিকেশান সাপোর্ট করবে এর জনপ্রিয়তা তত বৃদ্ধি পাবে। এটি আরো জনপ্রিয় হবে যদি এটিকে গেমিং এ কাজে লাগানো যায়।

বিলবোর্ড যেটা বিশুদ্ধ পানি উৎপাদন করে

বর্তমানে এডভারটাইজিং এর মত সমাজে পরিষ্কার পানিও দরকারি। সুতরাং একটি কোম্পানিকে এই দুটিকে একত্রিত করার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে দেখে মন সতেজ হয়ে উঠে। পেরুর লিমায় অবস্থিত The University of Engineering and Technology of Peru এবং অ্যাড এজেন্সি Mayo DraftFCB গঠিত এই বিলবোর্ডটি প্রতিদিন প্রায় ২৬ গ্যালন পানি উৎপাদন করতে সক্ষম। এটি পাঁচটি পরিশ্রবণ ডিভাইস ব্যবহার করে এবং লিমার আর্দ্র বাতাস এটিকে সাহায্য করে।

এই বিলবোর্ড শুধুমাত্র পেরুর সর্ববৃহৎ শহরের জন্য ডিজাইন করা হয়নি- যে শহরে প্রায় ১.২ মিলিয়ন মানুষ পর্যাপ্ত পানি পায় না। সাথে শিশুদের UTEC প্রয়োগ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার উৎসাহ যোগাতে এটি ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সবচেয়ে বড় প্রযুক্তিগত বিপ্লব হতে পারে, যেটি সবচেয়ে বড় মানবিক সমস্যার দূর করবে অথবা এটি একটি নিছক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা হতে পারে যা আগামী ধাপ পর্যন্ত বিবর্ধিত হতে পারবে না। সময়ই সবকিছু বলে দিবে।

গুগল গ্লাস

মানুষ এর আগেও বুদ্ধিমান চশমা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। কিন্তু গুগল গ্লাস ইতিমধ্যে সফলতার মুখ দেখছে। শুধু তাই নয়, যারা গুগল গ্লাস ব্যবহার করেছে তারা বলেছে এটি সত্যিই অসাধারণ। আপনি যার দিকে তাকাবেন তার বিস্তারিত তথ্য আপনার চোখে ভেসে উঠবে।

আরগাস ২ রেটিনাল প্রস্থেসিস পদ্ধতি (Argus II Retinal Prosthesis System)

আরগাস ২ এমন একটি ডিভাইস যা সত্যি সত্যি আমাদের জীবনধারা বদলে দিবে। সত্যি বলতে অন্ধদের জীবনধারা বদলে দিবে। এটি ছোট্ট একটি ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন ইমেজ ক্লিপ ধারণ করে এবং সেগুলোকে নির্দেশে রূপান্তরিত করে ব্রেইন এ পাঠায়। অর্থাৎ এই ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে একজন অন্ধ প্রায় একজন সুস্থ মানুষের মতই সব দেখতে এবং করতে পারবে। সে একটি চশমা পরে থাকবে, যেই চশমায় থাকবে ছোট্ট ক্যামেরা এবং সেটি তার চোখের সামনের বিভিন্ন ছবি তুলে সেগুলোকে নির্দেশাবলী তে রূপান্তরিত করবে। এরপর চাক্ষুষ তথ্য হিসেবে ব্রেইন এ পাঠাবে। এভাবে সে মানুষটি বুঝতে পারবে কখন কি করতে হবে, কোথায় কি করতে হবে, সামনে কে বা কি আছে ইত্যাদি। এটি সত্যি একটি প্রযুক্তির বিপ্লব, যা বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার করবে।

মোঃ রাকিবুল হাসান
একাদশ-বিজ্ঞান

ছোট থেকে বড়

বড় হয়ে কেউ জন্মায় না। জন্মের পর নিজের চেষ্টা ও অধ্যাবসায় দিয়ে বড় হতে হয়। এই চেষ্টা আর অধ্যবসায়ের বলে পৃথিবীর অনেক মানুষ একেবারে সাধারণ স্তর থেকে উঠে গেছেন খ্যাতির স্বর্ণশিখরে, হয়েছেন বিখ্যাত। এমনি কয়েকজন বিশাল ব্যক্তির নাম করছি যাদের জীবনের শুরু হয়েছিল একেবারেই ক্ষুদ্র পরিসর থেকে। যেমন-

১। মহাকবি শেক্সপিয়ার-প্রথম জীবনে ছিলেন থিয়েটারের হেলপার।

২। মার্কিন ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ফকনার-প্রথম জীবনে ছিলেন রং মিস্ত্রি।

৩। গল্পকার ও হেনরি-প্রথম জীবনে ছিলেন কাউবয়।

৪। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান-প্রথম জীবনে ছিলেন কাপড়ের দোকানদার।

৫। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড আর ফোর্ড-প্রথম জীবনে ছিলেন পুরুষ মডেল।

৬। ইতালির জনক গিউসেপ গ্যারিবল্ডী-প্রথম জীবনে ছিলেন একজন অতি সাধারণ নাবিক।

৭। জার্মান ডিক্টেটর এডলফ হিটলার-প্রথম জীবনে ছিলেন পোস্টার শিল্পী।

৮। ইংরেজ কবি রবার্ট বার্নস-প্রথম জীবনে ছিলেন বর্গাচাষী।

৯। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পল গঁগ্যা-প্রথম জীবনে ছিলেন মাটি কাটার শ্রমিক। তিনি পানামা খাল খননে মাটি কেটেছিলেন।

১০। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন-প্রথম জীবনে ছিলেন অতি সামান্য বেতনের এক পেটেন্ট অফিসের কেরানী।

১১। বিশ্বখ্যাত হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা জর্জ ফোরম্যান-প্রথম জীবনে ছিলেন ইলেকট্রনিক কারখানার মিস্ত্রি।

১২। অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো-প্রথম জীবনে ছিলেন কারখানা শ্রমিক।

১৩। বাংলাদেশের বিখ্যাত দানবীর ও শিল্পপতি রনদা প্রসাদ সাহা-প্রথম জীবনে ছিলেন সেপাই।

১৪। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন-প্রথম জীবনে ছিলেন কর্মকার।

রেহনুমা চৌধুরী তানহা
শ্রেণি-৬ষ্ঠ

প্রযুক্তি জগতের শ্রেষ্ঠ ১০ জন ব্যক্তি, যাদের কারণে আজ আমরা প্রযুক্তিময়

Vint Cerf And Bob Kahn (Father of the Internet)

ইন্টারনেট এর জনক Vint Cerf, Bob Kahn এর সাথে একত্রিত হয়ে কমিউনিকেশন প্রটোকল এর সুইট TCP/IP তৈরি করেছেন। এটি এমন একটি ভাষা যা প্রতিটি কম্পিউটার অন্য একটি কম্পিউটার এর সাথে নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কথা বলতে ব্যবহার করে। Vint Cerf একবার বলেছিলেন, ইন্টারনেট জনসংখ্যার প্রতিবিম্ব এবং স্প্যাম হচ্ছে বিনা মুল্যে সেবার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।

Tim Berners-Lee (Inventor of WWW)

Tim Berners-Lee 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব' আবিষ্কার করেছেন। তিনিই প্রথম ওয়েব ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার লিখেন এবং লিঙ্ক, হাইপার টেক্সট, অনলাইন ইনফো ডিজাইন করেন। উনি এখন ওয়েব এর মান বজায় রাখার কাজ করছেন এবং World Wide Web Consortium (W3C) এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এর ডিজাইন পরিমার্জন করে যাচ্ছেন।

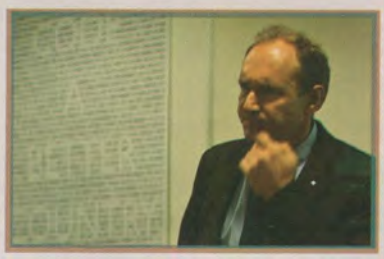

Steve Jobs (Apple)

Apple এর প্রতিষ্ঠাতা, যিনি ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহার এর অভিজ্ঞতা বদলে দেন।

Bill Gates (Microsoft)

Bill Gates 'Micro-Soft' নামে একটি সফটওয়্যার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি microcomputer এবং software এর সমন্বয় ছিলো। পরে তিনি নতুন একটি GUI (Graphical User Interface) তৈরি করেন। যার নামকরণ হয় Windows. তিনিই অন্তত উন্নত দেশগুলোর প্রতিটি ঘরে একটি করে কম্পিউটার থাকার মিশন শুরু করেন।

Larry Page And Sergey Brin (Google)

এরা দুজন ইন্টারনেট ব্যবহারের অভিজ্ঞতা পরিবর্তন করেন, সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারের পরিবর্তন করেন। তারা দুজনে মিলে সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট গুগল প্রতিষ্ঠা করেন। গুগল বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত ওয়েবসাইট এবং সার্চ ইঞ্জিন। সার্চ ইঞ্জিন ছাড়াও বর্তমানে তাদের আরো অনেক সার্ভিস অত্যন্ত জনপ্রিয়।

Jimmy Wales (Wikipedia)

তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম জ্ঞানকোষ Wikipedia তৈরি করেন। যার মধ্যে বিশ্বের প্রায় সকল বিষয় নিয়ে তথ্য আছে এবং এগুলো সবাই এডিট করতে পারে। এটি ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা হয় এবং বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন জ্ঞানকোষ।

Jack Dorsey (Twitter)

Jack Dorsey টুইটার এর প্রতিষ্ঠাতা। টুইটার এর সাহায্যে ১৪০ শব্দের ভিতরে মানুষ তাদের চিন্তাধারা শেয়ার করে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া যোগাযোগ মাধ্যম।

Chad Hurley, Steve Chen, And Jawed Karim (Youtube)

ইন্টারনেট এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং সাইট ইউটিউব এরা তিনজন

মিলে তৈরি করেন। প্রায় দের বছর পর গুগল ১.৬৫ বিলিয়ন মূল্যে ইউটিউব কিনে নেয়।

Jeff Bezos (Amazon)

বিশ্বের সবচেয়ে অনলাইন স্টোর Amazon এর প্রতিষ্ঠাতা, যার মুল নাম

ছিল Cadabra Inc। তিনি অনলাইন শপিং অনেক দ্রুত এবং মজাদার করে তোলেন।

Mark Zuckerberg (Facebook)

Mark Zuckerberg ফেসবুক আবিষ্কার করেন ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের যোগাযোগ রক্ষার জন্য। স্ট্যাটাস আপডেট, ফটো আপলোড, ভিডিও আপলোড, গ্রুপ পেজ ইত্যাদির মাধ্যমে

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের সব কথা শেয়ার করতে পারে ফেসবুক এ। বর্তমানে বিশ্ব ব্যাপি প্রায় ৫০ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে।

মোঃ রাকিবুল হাসান
একাদশ-বিজ্ঞান

শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেলে, বন্ধুত্বে শ্রেষ্ঠ অলংকারটিই খোয়া যায়।

সিসেরো

রম্য রচনা

স্বামী : বুঝলে, আমি রেগে গেলে যখন তোমাকে যা তা বলি এবং চেঁচামেচি করি তখন তুমি কিছুই মনে করো না এই রাগটা তুমি কিভাবে ম্যানেজ করো বলোতো?

স্ত্রী : খুবই সোজা আমি সাথে সাথে গিয়ে টয়লেট পরিস্কার করি।

স্বামী : কি আশ্চর্য তাতেই তোমার রাগ কমে যায়।

স্ত্রী : কারণ পরিস্কার করার সময় তোমার টুথব্রাশ ব্যবহার করি।

আবদুল্লাহ আল জিসান
শ্রেণি-২য়

১। এক লোক প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে রাস্তার পাশে এক পাবলিক টয়লেটে ঢুকলো। কাজ সমাধা করতে বসবার পর দেখালো তার সামনের দেয়ালে লেখা রয়েছে 'ডানে তাকান'।

সে কৌতুহলী হয়ে ডানে তাকালো। 'ডানের দেয়ালে তাকিয়ে দেখল সেখানে লেখা হয়েছে 'বামে তাকান'। এবার সে বিরক্ত বোধ বামে তাকালো। দেখলো, সেখানেও দেয়ালে লেখা রয়েছে 'পেছনে তাকান'। সেখানে লেখা রয়েছে 'উপরে তাকান'। এবার সে মনে মনে ভীষণ চটে গেল। ফাজলামি নাকি? 'একবার ডানে তাকান, বামে তাকান।' বিরক্ত সত্ত্বে সে উপরে তাকাল। দেখলো, উপরের ছাদে দেখা আছে, 'অই হালা, হাগতে বইসা এদিক-ওদিক তাকাস ক্যান।'

২। ১৯৭১ সালের ঘটনা। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার একটি দল বাঙালী হিন্দুদের খোঁজ করছে। এক হিন্দুকে আটকালো তারা।

তোমহারা নাম ক্যায়া হ্যায়?

বিনোদ বিহারী।

ও তুন বিহারী হো? ঠিক হ্যায় চলা যাও।

ময়িশা সামিহা
শ্রেণি-৬ষ্ঠ

ক) চলন্ত বাসের মাঝে এক লোক প্রচণ্ড জোরে হাঁচি দিয়ে ফেলল। তার পাশের যাত্রী বলল, দেখেন ভাই, ভাল হচ্ছে না। এরপর লোকটি আরো জোরে একটা হাঁচি দিলো। পাশের লোকটি আবার বলল, ভাল হচ্ছে না কিন্তু। লোকটি পুনরায় স্বর্বশক্তি দিয়ে হাঁচি দিলো। পাশের লোক সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভাল হচ্ছে না বলে দিচ্ছি! তখন লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এর চেয়ে ভাল হাঁচি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।

খ) এক অপেক্ষমাণ যাত্রীকে এক লোক জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই চিটাগাংয়ের ট্রেনটা কখন যাবে বলতে পারেন?

- নটা বিশে।

- সিলেট এর ট্রেনটা কখন আসবে?

- ঘন্টাখানেক পরে।

-আর ঢাকার ট্রেনটা?

-আচ্ছা, আপনি ঠিক কি জানতে চাইছেন বলুন তো?

- না, আমি এই লাইনটা পার হব কিনা, তাই ট্রেনের সময়গুলো একটু জেনে নিচ্ছি।

প্রজ্ঞা পারমিতা পাল
শ্রেণি-৪র্থ

ছেলে: বাবা, বাবা ভাইয়া না পোকা খেয়ে ফেলেছে।

বাবা : কী?

ছেলে : বাবা তুমি চিন্তা করো না, ভাইয়াকে আমি পোকা মারার বিষ খাইয়ে দিয়েছি।

রুবাইয়াত তাসনিম
শ্রেণি-৪র্থ

১। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন

স্বামী : এই শুনছো! আমার শার্টটা ধুয়ে রাখবে।

নইলে.....

স্ত্রী : নইলে, নইলে কী করবে?

স্বামী : নিজেই ধুয়ে নেব

২। ভীতুলোক: জেলে ভাই, নদীতে সাপ নাই তো?

জেলে : না, সাপ নাই ভাই।

ভীতুলোক : তাহলে তো নিশ্চিন্তে গোসল করা যায়

জেলে : কিন্তু ভাই একটু সাবধানে গোসল করেন। সাপ নেই তো কি হয়েছে? কুমির আছে। এই কুমিরই তো সব সাপ খেয়ে ফেলেছে।

৩। স্ত্রী : হ্যাগো, আমি মারা গেলে তুমি কি করবে?

স্বামী : পাগল হয়ে যাব।

স্ত্রী : মিথ্যা কথা, তুমি আবার বিয়ে করবা।

স্বামী : পাগলে কি না করে?

৪। শিক্ষক: বল তো খোকন, আম আকাশে না গিয়ে নিচে পড়ে কেন?

খোকন : আকাশে খাওয়ার কেউ নেই, তাই স্যার।

৫। চাচা : রবিন তুমি কি পড়?

রবিন : প্যান্ট পরি।

চাচা : আরে না... । মানে, কোথায় পড়?

রবিন : নাভির নিচে পরি।

৬। ভিক্ষুক : আম্মাগো..... । দুইটা টাহা দেন না..!!!

পথিক : মাফ করবেন।

ভিক্ষুক : আচ্ছা তাই করুম, তয় ভিক্ষা বাড়াই দিতে হইব।

৭। ছেলে : বাবা আমি না কাল রাত দুইটা পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি।

বাবা : মিথ্যা বলবা না। গতকাল রাতে তো বারটা থেকে লোডশেডিং ছিল।

ছেলে : ও তাই নাকি? আসলে পড়া লেখায় এত নির্বিষ্ট ছিলাম যে টেরই পাইনি।

৮। শিক্ষক : চোর সম্পর্কে একটা ভালো উদাহরণ দাও তো!

ছাত্র : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে অতএব নিজের বুদ্ধি বাড়ানোর জন্য চোরকে পালাতে দেওয়া উচতি।

৯। ফাহিম : শোন আপু, মশা একটা অকৃতজ্ঞ প্রাণী।

জুসি : কি করে বুঝলি?

ফাহিম : মশা আমাদের ঘরে থেকে আমাদেরই কামড়াচ্ছে। এটাই তো বড় প্রমাণ।

১০। ১ম চাপাবাজ : জানিস আমি এমন গরম চা খাই। কেটলি থেকে কাপে, কাপ থেকে সোজা মুখে।

২য় চাপাবাজ : তুই তো তাহলে ঠাণ্ডা চা-ই খাস, আমি তো দুধ, চিনি, চা-পাতা মুখে নিয়ে চুলার উপর বসে পড়ি।

সাবরিনা আফরোজ
শ্রেণি-৬ষ্ঠ

১। ছেলে আয়নার (Mirror) সামনে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে একটু একটু করে চোখ খোলে।

বাবা : খোকন! আয়নার সামনে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস?

ছেলে : ঘুমের সময় আমি কেমন দেখাই তা দেখার চেষ্টা করছি।

২। একদিন সিংহের বিয়ে হচ্ছিল, বিয়েতে সবাই দাওয়াত পেয়েছিল। দাওয়াতে সবাই এসেছিল। শুধু কচ্ছপ আসেনি। তার পরদিন সিংহ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, পথে তার সাথে কচ্ছপের দেখা হলো।

সিংহ : তুমি আমার বিয়েতে আসো নাই কেন?

কচ্ছপ : আমিতো এখনো যাচ্ছি?

৩। একদিন ৩ বুন্ধর মধ্যে কথা হচ্ছে, ১ম বন্ধু ২য় বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল যে, "তোর জন্মদিন কবে"?

২য় বন্ধু : এই মাসের ৮ তারিখ রবিবারে।

২য় বন্ধ : ৩য় বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল "তোর জন্মদিন কবে"?

৩য় বন্ধু : এই মাসে ১৯ তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার।

৩য় বন্ধু : ১ম বন্ধুকে প্রশ্ন করে "তোর জন্মদিন কবে"?

১ম বন্ধু : এই মাসে ১৩ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার।

৩য় বন্ধু : ১ম বন্ধুকে বলে ফাজলামো করবি না, শুক্রবারে সবকিছু বন্ধ থাকে।

মাহরাফ মোহাম্মদ
শ্রেণি-৭ম

---

১. ১ম কর্মচারী: খবর শুনছো? আমাদের বড় সাহেব হার্টফেল করে মারা গেছেন

২য় কর্মচারী : আহারে, সারা জীবন পাশ কইরা মরার সময় ফেল করলেন।

২. শিক্ষক : বলতো রনি "উজান" এর বিপরীত শব্দ কি?

ছাত্র : ভাটি।

শিক্ষক : আচ্ছা বস।

ছাত্র : উঠো।

শিক্ষক : (রাগ স্বরে) অভদ্র।
ছাত্র : ভদ্র।
শিক্ষক : (উত্তেজিত হয়ে) বের হও।
ছাত্র : ঢুকো।
শিক্ষক : আশ্চর্য।
ছাত্র : এটা বেশ কঠিন স্যার।

৩. দুই চোর একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকল। দোকানীর ব্যস্ততার ফাঁকে এক চোর একটা কাপড় চুরি করে অন্য চোরকে দিয়ে দিল। কাপড়টা না দেখতে পেয়ে দোকানী ১ম চোরকে জিজ্ঞেস করল: "কাপড়টা আপনার কাছে"? সে বলল-"না তো"। এরপর ২য় চোরকে জিজ্ঞেস করল- "কাপড়টা আপনি নিয়েছেন"? সেও বলল- "না তো"।

তারপর দুই চোর দোকান থেকে বেরিয়ে কথা বলছে।

১ম চোর : আমরা কিন্তু আজকে একদম মিথ্যে বলিনি।

২য় চোর : হ্যাঁ, তাই বোধ হয় আজ ধরা পড়লাম না।

১ম চোর : আমি বললাম কাপড়টি আমার কাছে নেই। সত্যিই তো, আমি তো নিয়েই তোকে দিয়েছিলাম, তাই না?

২য় চোর : তাই তো, আমি বললাম আমি নেই নি, সত্যিই তো আমি নেই নি, তুই তো নিয়ে আমাকে দিয়েছিলি।

আসজাদ হোসেন খান
রোল-১৭, শ্রেণি-৭ম
শাখা-ওমর কৈয়াম

---

1. Bacteria:

One morning, a science teacher was teaching a class.....

Teacher : Students, draw a diagram of Bacteria.

[After two minutes, Bills (a student) stands up from his sit].

Bills : I have done, Sir.

(The teacher walks towards Bills)

(Bills hands the answer to the teacher)

Teacher : Hmm! Where? I can't see anything!

Bills: Sir, you can't see bacteria without a microscope.... !!!!!!!!

2. Cash:

One day a bank was robbed. The robbers escaped from the bank with the money and hid in a truck.....

Robber 1: Boss, we forgot to count how much money we stole.

Robber 2: Yes, Boss, I also forgot to count.

Boss : Don't worry guys, we can find it out in the newspaper Tomorrow!!!

3. Any Key:

Friend 1: What are you looking for so intensely in the key board?

Friend 2: It says, "Press any key to continue", and I don't see the "Any Key".

4. Brain Joke:

(A teacher to a student)

Teacher : Jack, tell the name of one thing that has NOT been used since ten years.

Jack : Sir, my brain!!!

Khandakar Naila Afrin
Roll No-13, Class-4 (C)

ARE WE DOOMED?

The short answer is : Yep: But the long answer is more complicated and more hopeful. Our loving Earth can be destroyed in two different ways. Yes, The are surely, different from one another. They first one is that a huge comet will slam into our Earth and destroy all life and perhaps the planet too. Even if that doesn't happen, our sun will swell into a red giant star about five billion years from now. It will evaporate the oceans and end all life on Earth. To kill of species, an a steroid needs to be at least half a mile wide. The space rock that many scientists think helped kill of the dinosaurs 65 million years ago was probably about 10 miles. When will one of these killers hit? None knows. In a minute, or schedule. But they do fall.

We, humans, think that we are smart enough to save ourselves. But the next main reason for the destroying of the lives in the Earth doesn't explain so. It we have a look in the history we will see that in how many ways humans killed one another. It was difficult in the early ages to kill too many people with a sword. But during the 2nd World War, Natsy group made it modern. Now only with the help of some nuclear bombs live from Earth can be vanished in just a few days. Now, can we really call ourselves civilized? In the great pardon of Dr. Enrico Fermi, he said that he was afraid that maybe aliens from another planet like us were so upgraded that they used their technology to destroy themselves before reaching us. Will one day we'll be our worst enemies too? We don't know the answer yet but we can always hope. But we just can't hope and sit. We need to protect ourselves. The first challenge to save Earth from a meteorite is to see it coming. Astronomers are scouring the skies for big and medium asteroids and comets that cross Earth's orbital path. Really big near Earth's asteroids are rare, but hundreds of medium-sized ones exist. The next step is to avoid or deal with the impact.

About the second challenge we can't do much if we don't have our willpower. If we really want that our next generations will exist then we'll have to change our moral values and bring love among different nations. If we just don't waste our time and money for wars and arms, then we'll be able to invest them into developing our science and technology. For that we need to think of all humans as one mind. Then maybe we won't need to be afraid for the existence of human race for billions of years.

Mantaka Faruqui Aurthi
Class: VIII

Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best.

Theodare Isaac Rubin

যুক্তিই হোক সমাজ বিনির্মানের প্রদীপ্ত হাতিয়ার

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তঃ স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ঘোষণা করছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক আনিসুল হক, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, মডারেটর কাজী রুখসানা হাফিস ও অন্যান্যরা।

বির্তক বলতে বিশেষ রকমের তর্ককে বোঝায়। সে তর্কে যুক্তি থাকে, তথ্য থাকে, নিজেকে উপস্থাপনা করার দৃঢ়তা থাকে। আর সেজন্য প্রচুর জানতে হয়, পড়তে হয়, তথ্য-তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে হয় এবং দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপনের মাধ্যমে সত্যাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তাই সহজভাবে বলা যায় তর্ক করা খারাপ, অশোভনীয় কিন্তু বির্তক করা ভাল, সুন্দর এবং প্রশংসিত।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বির্তক চর্চা আগে থেকেই ছিল। বিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড বিতর্ক চর্চায় বরাবরই উৎসাহ যুগিয়েছে। বিতর্কচর্চা ও অনুশীলনে ভাষার ব্যবহার, শব্দচয়ন, প্রয়োগ, সুষ্ঠু উচ্চারণ ও বাচন ভঙ্গীর মাধ্যমে উপস্থাপনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় বলে বাংলার শিক্ষিকা মিসেস মমতাজ বেগম পূর্ব থেকে এ দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাকে সহায়তা করতেন মিসেস হাসিনা মহিউদ্দীন। কয়েক বছর আগে এই দুজন প্রধান শিক্ষিকা অবসর এ যাওয়ার সময় বিদ্যালয়ের বিতর্ক চর্চা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এই দায়িত্ব আমাকে মৌখিকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে যান। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আমার কিঞ্চিৎ চলাফেরা ছিল বলে এবং বিদ্যালয়ের বিতর্ক চর্চাকে একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবার ইচ্ছায় আমি সে দায়িত্ব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ের বিতর্ক চর্চাকে নিয়মানুযায়ী অনুশীলনের মাধ্যমে এবং বিতার্কিকদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ উপযোগী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করি।

বিদ্যালয়ের পুরোনো বিতার্কিকসহ নতুন বিতর্কিক তৈরী করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক ক্লাবের বিভিন্ন সদস্য কর্তৃক ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে বিতর্ক ক্লাসে বিতর্ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরো নিবিড়ভাবে সমন্বয় করা

আন্তঃ স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যিক আনিসুল হক কে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ।

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তঃ স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় একজন বির্তাকিক তার বক্তব্য উপস্থাপন করছেন।

বিজয়ী দলের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বোর্ড-অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, মডারেটর কাজী রুখসানা হাফিস ও অন্যান্যরা।

হয়। ফলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যারা পরবর্তী ক্লাসে উঠে তারা এই বিতর্ক চর্চা অব্যাহত রাখে এবং প্রতি বছর নতুন বিতার্কিক সৃষ্টি হতে থাকে। পরবর্তীতে পুরোনো প্রশিক্ষিত বিতার্কিকরা বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী হয়।

পূর্বের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত জাতীয় স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আসছে এবং ২০০৮ সালে ইউনিসেফ আয়োজিত "মা ও শিশু বির্তক প্রতিযোগিতায়" ঢাকার স্বনামধন্য ২৪টি বিদ্যালয়কে পরাস্ত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পরবর্তীতেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাথে বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর অংশগ্রহণ করে জয় পরাজয়ের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের নতুন ও পুরোনো বিতার্কিকের মাঝে বিতর্ক অনুশীলন ও চর্চার আগ্রহ ও উৎসাহ কাঙ্খিতভাবে বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ের এই বির্তক ধারা অধ্যক্ষ ও ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

বিদ্যালয়ের এক বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ম. তামিম ব্যক্তিগতভাবে বিতর্ক চর্চা সম্বন্ধে অবহিত হন এবং বির্তক ক্লাব গঠনের মাধ্যমে আরো মননশীল ও প্রতিযোগীভাবে একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

২০১১ সালে বিদ্যালয়ের বির্তক ক্লাব বিদ্যালয়ের ইংরেজী ভার্সনের সমন্বয়ে পূর্ণগঠিত হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের তৎকালীন সচিব ইঞ্জিনিয়ার মশিউর রহমান এই পুর্ণগঠিত ক্লাবের উপদেষ্টা হিসেবে কর্নেল (অব:) ওবায়দুল আনোয়ারকে দায়িত্ব দেন। বিদ্যালয়ের বিতর্ক চর্চা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমাকে মডারেটর হিসেবে পরিচিতি দেয়া হয়। অতঃপর বিদ্যালয়ের বিতার্কিকদের নিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়।

২০১২ সালে "প্রথম আন্তঃ স্কুল বির্তক প্রতিযোগিতা" অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ১৮টি বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। এই প্রতিযোগিতায় ১১টি ইংরেজী মাধ্যম স্কুল ও দশটি বাংলা মাধ্যম স্কুল অংশগ্রহণ করে (ঢাকা শহরের)। জনাব আনিসুল হক বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কলামিস্ট উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া বিদ্যালয়ের ইংরেজী ভার্সন RDC বির্তক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ইংরেজী ভার্সন বির্তক দল হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণিত করেছে। বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সপ্তাহে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শাখা ও শ্রেণিভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান হয় এবং বিভিন্ন দল (বিদ্যালয়ের) চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ হওয়ার সম্মান অর্জন করে।

সত্যের অনুসন্ধানের জন্য বিতর্কে অবতীর্ণ হই যুক্তির মাধ্যমে খুলে যায় অজানা অবাস্তবের ছায়ার কারণ। বিতর্ক হল যুক্তির অবারিত প্রবাহ। বাস্তব এবং পরাবাস্তবের পার্থক্য দেখায় বিতর্ক। বিতর্ক আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে, চিন্তাকে উদীপ্ত করে এবং মনকে আলোড়িত করে। আমাদের জীবন জগৎ সম্পর্কে বুঝতে শেখায় এবং বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষে পরিণত করে।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেচরী ডিবেট ক্লাব সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। সর্বোতভাবে সফল হোক। বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নাগরিক বোধসম্পন্ন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মহান আল্লাহ তায়ালা সহায় হউক।

কাজী রুখসানা হাফিজ
মডারেটর
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী, ডিবেট ক্লাব।

নবাগত ছাত্র-ছাত্রী (প্লে-গ্রুপ)-২০১৩

সেকশন-কনক

সেকশন-জবা

সেকশন-জুঁই

সেকশন-গোলাপ

সেকশন-শিমুল

সেকশন-পলাশ

সেকশন-কেয়া

সেকশন-কদম

সেকশন-টগর

সেকশন-শিউলি

সেকশন-অপরাজিতা

সেকশন-মাধবীলতা

নবাগত ছাত্র-ছাত্রী (প্লে-গ্রুপ)-২০১৩

সেকশন-বেলী

সেকশন-বকুল

সেকশন-ডালিয়া

সেকশন-কনক

সেকশন-জবা

সেকশন-শাপলা

সেকশন-টগর

সেকশন-জুঁই

সেকশন-শিমুল

সেকশন-পলাশ

সেকশন-শিউলি

সেকশন-অপরাজিতা

ফারজানা আফরোজ

সেলিনা রহমান

কাসতি নাওহার

তুনাজিনা রহমান

তানজিয়া ফাইরুজ

জেরিন তাসনিম

সিফাত ফরিদী

সামিরা হোসেন

লাবনি আক্তার

মাহমুদা সিদ্দিক

তানজিলা হোসেন

সোহানা তাবাস্‌সুম

জিনিয়া আহমেদ

ইরিন আহমেদ

আফসানা রহমান

দূরদানা তাবাস্‌সুম

মোর্শেদা আক্তার

তাসনিয়া ইসলাম

তানিয়া ইসলাম

তাসনিম রেজা

রুনা আক্তার

মেহরিন রশিদ

তাহমিনা আক্তার

সাদিয়া রহমান

ফারহানা জাহান

জেসমিন সুলতানা

নুসরাত জেরীন

জিনিয়া হোসেন

আয়েশা আক্তার

নাজিফা তাবাস্‌সুম

আফ্রিদা তানজুম

শারমিন সুলতানা

সুমাইয়া আফরোজ

নুসরাত বিনতে হক

নাজমুন নাহার

সুমাইয়া আক্তার

শিরিন সুলতানা

আফরিন ফেরদৌস

রোমানা আফরোজ

মেহেরুমা তাজরিন

কাজী সামিয়া সাবা

জেবুন আরা জলি

নুসরাত জাহান

শামীমা আক্তার

আশানূর

ইলমা জাহান

নুসরাত জাহান

সোহেলী আক্তার

তানজিল বিনতে রবি

হাদিয়া রশীদ

খাদিজা খানম

নাফিসা জাহান

নুসরাত তাসনিম

মরিয়ম আক্তার

বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রী (এইচএসসি পরীক্ষার্থী)-২০১৩

শিরিন সুলতানা

রাবেয়া আমিন

ফারিহা হোসেন

জান্নাতুল ফেরদৌস

সাদিকা জুলফিকার

কাশফী ইসলাম

করবী রায়

সুমাইয়া আক্তার

মাশুকা জাহান

কামরুন্নেসা কনিকা

সুমাইয়া হোসেন

জহুরা আক্তার

শাহজীম ইফাত

জহুরা বিনতে আব্দুর রব

ফাহমিদা মিম

মাসরুবা আক্তার

সাদিয়া মল্লিকা

মাহফুজা জাহান

জান্নাত আরা

খন্দকার তাজরী জান্নাত

আনিকা চৌধুরী

ফারিহা জাহান

নুসরাত আলম

সাবিহা নওশীন

মারিয়া কিবতিয়া

তানজিদা ইসলাম

জান্নাতুল ফেরদৌস

ইফ্‌ফাত বিনতে নাজিম

খাদিজাতুল লিনা

সায়লা শামসুন্নাহার

সোহানা ইমাম

মানিয়া রাহমান

শাহরিয়ার শ্যালিন

মেহের আবজুন

শাহনাজ আক্তার

নাবিলা বিনতে হোসেন

রেজিয়া পারভীন

নুসরাত জাহান

জান্নাতুল ফেরদৌস

তানজিদা আহমেদ

ইশরাত জাহান

মারিয়া হোসেন

অন্তি সাহা

অনিকা ইসলাম

আসমা আফিয়া

সায়িদা সুলতানা

তাসফিয়া আনজুম

সাইমা তাবাস্‌সুম

সানজিনা মোস্তফা

নিশাত তাসনিম

ফারিবা ফারিন

ফাহমিদা আক্তার

ফারহানা আফরিন

ফারহীন সাঈদ

ফারিহা ইউসুফ

উম্মে কানিজ

রুবাইয়াত ইমরোজ

শামসুন্নাহার

নুসরাত জেরিন

নুসরাত বিনতে ইসলাম

ফারহানা আক্তার

নুসরাত মিথিলা

তানিয়া আক্তার

প্রিয়াংকা সরকার

শ্যারন সরকার

ফারিহা জাহান

ফারহানা আফরিন

জাহিদা ইয়াসমিন

মাহমুদা খাতুন

রুবাইয়া আক্তার

রোকেয়া খানম

তামান্না ইয়াসমিন

উম্মে কুলসুম

শিফাতে সেফতান

মেহার নিগার

তানজিলা

রিফাহ তাসনিয়া

জেবুন নাহার

তাসমিয়া বেগম

ফারহান পারভীন

জেরিন সুলতানা

রোকেয়া খানম

নাজলা চৌধুরী

সানজিদা ইয়াসমিন

সামছুন নাহার রুমি

নাজিয়া তাসনিম

গাজী মিলা

তানিয়া আফরোজ

সানজিদা আক্তার

দানিয়া খান

স্বপ্না গোরামী

পারভীন আক্তার

হুমায়রা তাবাচ্ছুম

প্রিংয়াকা দাস

তাহমিনা বাশার

কাজী ইফ্‌ফাত জাহান

শারমিন

ফাতেমা আহমেদ

জোবাইদা গুলশান

ফৌজিয়া তাসনিম

সাদিয়া ফারহা

শারমিন সুলতানা

আমেনা

হালিমা

হেনা পারভীন

আফসানা আক্তার

সানজানা ফেরদৌস

অর্পণা রানী নাগ

সাথী

উর্মি আক্তার

রুপা

মিশিয়া তানজিম

সোনিয়া আক্তার

নিপা পাল

সুনিতা সরকার

পাপিয়া সুলতানা

বুশরা শহীদ

নাঈমাতুল সূরা মিতু

ফাতেমা আক্তার

সায়িদা ইশরাত

হাবিবা আক্তার

প্রকৃতি চট্টোপাধ্যায়

মারিহা হোসেন

আফরোজা হক

তাসনুভা তাবাসসুম

নাফিসা তাসনিম

শাহেলা আক্তার

মনি তাবাস্‌সুম

নুসরাত জাহান

শাহিদা আরাবী

সানজিদা আক্তার

ফেবী মধু

রেজওয়ানা আহমেদ

শারমীন সুলতানা

আলেয়া ফেরদৌস

লুবাবা তাসনিম

এনিছা আক্তার

আলিসা নাহার নিপা

কথা গাইন

জাফরিন আহমেদ

মরিয়ম আক্তার

তাবাস্‌সুম নাহার

রাবেয়া খাতুন

আফসারা তাসনিম

নীলা নাথ

ইভা আক্তার

রুমা পারভনি

তারিকা আক্তার

সায়মা আহমেদ

ঝরনা আক্তার

সোনিয়া সুলতানা

সানজিদা উল্যাহ

তাসসিলা তাবাস্‌সুম

শ্রাবনী আক্তার

শারমিন আক্তার

শিমু আক্তার

আফিয়া বিনতে আইয়ুব

সুমাইয়া মহসিন

সানতা রহমান

মাকসুরা তুলকিয়াম

মিতু আক্তার

ফারজানা কাশেম

শাম্মা শওকত

জাহানারা আক্তার

সানজিদা খানম

তিথী সাহা

রাবেয়া আক্তার

শারমীরন

জান্নাতুল ফেরদৌস

আফসানা আক্তার

ঝর্না আক্তার

মরিয়ম বিনতে এমদাদ

ফারহানা ববি

আয়শা হোসাইন

হুমায়রা করিম

জেকিয়া জাফর

রোকসানা

মারিয়া হক

সানজিদা মিজান

আছিয়া আক্তার

জয়নুর নাহার

সুফিয়া

নুসরাত জাহান

সোনিয়া আক্তার

আফসানা তাসনিম

সামান্তা রহমান

জান্নাতী আফরোজ

সেলিনা আক্তার

সানজিদা আক্তার

ইতি বিশ্বাস

জান্নাতুল সাইমুন

সামিয়া হোসেন

শাবানা আক্তার

ফারজানা মুরাদ

মারিয়া সুলতানা

শারমিন আক্তার

সায়মা আক্তার

অঞ্জন কুমার

রেদোয়ানুল হায়দার

তানিজির হোসেন

আল-আমিন

মখদুম আমীন

মাশফির আহমেদ

ডিউক এন্থনী

মোঃ সাজ্জাদ খান

রহল কুদ্দস

তাহসানুল কারম

রিশাদ খান চৌধুরী

মাগফুরুল আউয়াল

আশিষ বাড়াই

তারেক বিন আজম

এস, এ, মিজান

আহনাব হক আকিব

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্ররা

আহসান সাকিব

নাহিদ হাসান

মোঃ শরীফ শেখ

তাসফিকুল গণি

জিবন আক্কুল ইবান

গোপীনাথ মিত্র

মোঃ রাশেদ আহমেদ

সাইফুল ইসলাম

মোঃ আনাস রানা

আরমান আহমেদ

রাকিব

সাঈদ মুকিত

কামরুজ্জামান

মোঃ খান আবু জাফর

কামরুল আহমেদ

আশিক মাহমুদ

আহমেদ আলী

সুদীপ্ত দাস

মাজরুর আহমেদ

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীরা

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্রীরা।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্রীরা।

ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ফেস্টিভ্যাল-২০১৩ তে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্রীরা ক্রেস্ট এবং সনদপত্র সহ ভাইস প্রিন্সিপাল জিনাতুন নেসা'র সাথে।

Nusaiba Nurain, a student of VIII-B (English Version), getting the 1st prize in Abacus Learning of Higher Arithmetic (ALOHA) which held nationally in Bangladesh (2013).

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কিছু ছবি

আদৃতা শামস, নবম শ্রেণি

মানতাকা ফারুকী অর্থী, অষ্টম শ্রেণি

খন্দকার জিনাত জারা, দ্বিতীয় শ্রেণি

পৃথা দাস, নবম শ্রেণি

অর্নব বিশ্বাস, চতুর্থ শ্রেণি

তাহযানুল রহমান, তৃতীয় শ্রেণি

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কিছু ছবি

ফাতেমা তুজ জোহরা, অষ্টম শ্রেণি

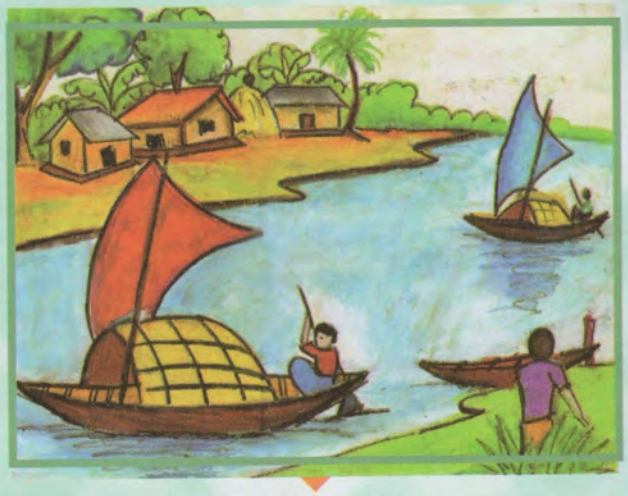

আদৃতা শামস, নবম শ্রেণি

মানতাকা ফারুকী অর্থী, অষ্টম শ্রেণি

ফারিয়া ফারহা কাশফিয়া, সপ্তম শ্রেণি

ফারজানা রহমান প্রীতি, চতুর্থ শ্রেণি

সায়মা সাবরিন, অষ্টম শ্রেণি

চিত্রে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মুদ্রণে: ইনোসেন্ট

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বালিকা শাখা : ১৫/১ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১১২৬৬৩
বালক শাখা : ৩/৩ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১৪৩৫৩০
প্রি-স্কুল শাখা : ৭৩/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১০২৯৩১
E-mail : mphss08@yahoo.com ■ www. mphss.edu.bd